শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

রাজশেখর বসু

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

ভূমিকা, মূল শ্লোক, অন্বয়
ও অন্বয়ানুগামী অনুবাদ

রাজশেখর বসু

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬৮
মূল্য : সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রক : শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯নং এণ্টনি বাগান লেন
কলিকাতা—৯

ভূমিকা

গীতার উদ্দেশ্য

সমস্ত বিদ্যা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—তত্ত্ববিষয়ক (theoretical) ও ব্যবহারবিষয়ক (practical)। কোনও বিদ্যার তত্ত্বাংশ না জানলে তার সুপ্রয়োগ হতে পারে না। শরীরতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, রসায়ন, ভৈষজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্ব শিখে চিকিৎসক তাঁর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যে সকল বিষয় নিয়ে কোনো কাজ করতে হয় তাদের প্রকৃতি ও পরস্পর সম্বন্ধ না জানলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

সকল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য—দুঃখের নিবৃত্তি কিংবা মোক্ষ। উপরিলিখিত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে দর্শনবিদ্যার এক অঙ্গ—তত্ত্বজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মা কি, জগৎ কি, তাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি, ইত্যাদির নির্ণয়। অপর অঙ্গ—তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োগ, অর্থাৎ ঐ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দুঃখনিবৃত্তি বা মোক্ষলাভ। সকল দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বাঙ্গ একপ্রকার নয়, ব্যবহারাঙ্গও একপ্রকার নয়। আমার নির্বাচিত দর্শনতত্ত্ব যদি বলে যে ঈশ্বর ও শয়তান দুইই আছেন এবং দুজনেই প্রবল; তবে আমাকে যেভাবে চলতে হবে, একেশ্বরবিশ্বাসী বা নিরীশ্বর হ'লে ঠিক সেভাবে চলতে হবে না। আবার, একই তত্ত্ব মেনে নিলেও চলবার পথ বিভিন্ন হতে পারে।

বেদান্ত ও সাংখ্য সূত্রগ্রন্থ প্রধানত তত্ত্বমূলক। কি ক'রে এই সকল তত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করতে হয় তার বিস্তারিত বিধান নেই, যিনি মোক্ষকাম তাঁকে নিজ বুদ্ধির দ্বারা বা অপর শাস্ত্রের সাহায্যে সূত্রনির্ণীত তত্ত্বসকল কাজে লাগাতে হয়। পাতঞ্জলসূত্রে তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি দুইই আছে; ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ ইত্যাদির সম্বন্ধনির্ণয় আছে, এবং কি ক'রে প্রাণায়ামাদির সাহায্যে যোগৈশ্বর্য ও মুক্তিলাভ করা যায় তারও প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে।

গীতাতে দার্শনিক তত্ত্ব বিস্তর আছে, তথাপি এতে মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাই কথিত হয়েছে। গীতাকার তাঁর সময়ে প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব-সমূহ ভিত্তিরূপে নিয়েছেন এবং বহুস্থানে ঐ সকল তত্ত্ব নিজ ভাষায়

বিস্তারিত করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য—ঐ সকল তত্ত্ব অনুসারে জীবনযাত্রার পদ্ধতি নির্ধারণ। গীতা কেবল নীতিশাস্ত্র বা ethics নয়। নীতিশাস্ত্র বলে—এই কাজ ভাল, এই কাজ মন্দ, বড় জোর বলে—এইজন্য ভাল, এইজন্য মন্দ। কিন্তু গীতাকার অধিকন্তু বলেন—এইরূপে জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তবেই যা শ্রেয় তাতে মন বসবে, যা হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে।

গীতায় যে শিক্ষা আছে তার উদ্দেশ্য কি? সকলেই বলবেন—সকল মোক্ষশাস্ত্রের যে উদ্দেশ্য, গীতারও তাই, অর্থাৎ মোক্ষ। মোক্ষের তারতম্য আছে কিনা জানি না, কিন্তু অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য তাঁর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল আদর্শ ধরেছেন তার সকলগুলিকেই সম্পূর্ণ মুক্তি বা ব্রহ্ম-নির্বাণের অবস্থা বলা যায় না। মোক্ষ নিশ্চয়ই চরম লক্ষ্য। কিন্তু তাতে পৌঁছবার জন্য যে সোপান বর্ণিত হয়েছে তার কোনও পঙ্‌ক্তিতে উঠতে পারলেও মানুষ কৃতার্থ হ'তে পারে—এও গীতার বক্তব্য। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (২।৪৪), এই ধর্মের অতি অল্পও মহাভয় থেকে ত্রাণ করে। সাধারণ লোকের গীতা-অধ্যয়নের এই সার্থকতা।

সাংখ্য

কোনও একটি বিষয় সম্বন্ধে বিশদ ধারণা করতে হ'লে নানা দিক্ দিয়ে তার বিশ্লেষ ও আলোচনা করা যেতে পারে। গণিতের অনেক তত্ত্ব জ্যামিতি ও বীজগণিতের সাহায্যে বুঝতে পারা যায়। আত্মজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্যে বিবিধ দর্শনশাস্ত্র এখন প্রচলিত আছে, গীতারচনার যুগেও ছিল। সাংখ্য-দর্শন তারই একটি। ইউক্লিডের যুগে জ্যামিতি যেরূপ ছিল, বর্তমান যুগে ঠিক সেরূপ নেই, তথাপি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জ্যামিতির পদ্ধতি একজাতীয়। সেইরূপ, গীতার যুগে সাংখ্যদর্শন বললে যা বোঝাত তা অধুনা প্রচলিত সাংখ্যদর্শন থেকে কিছু ভিন্ন, যদিও পদ্ধতি একই প্রকার। ১০।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—তিনি 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'। কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তয়িতা ব'লে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ কপিলের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। গীতোক্ত সাংখ্যে ব্রহ্মই কেন্দ্রস্বরূপ, কিন্তু প্রচলিত সাংখ্য ব্রহ্মবর্জিত। গীতোক্ত ও প্রচলিত সাংখ্যের এইটিই প্রধান প্রভেদ।

যোগ

অমরকোষে 'যোগ'-এর অর্থ—সংহনন (সংহতি), উপায় (উপার্জন), ধ্যান, সংগতি (মিলন), যুক্তি (প্রয়োগ)। চলিত কথায় 'যোগ' বললে হঠযোগাদি বোঝায়। গীতায় 'যোগ' শব্দ এই সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। দুই-এক স্থলে এর অর্থ উপায় বা উপার্জন, যথা—'যোগক্ষেম'। কিন্তু অন্য সর্বত্র 'যোগ' শব্দ এক বিশেষ অথচ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

গীতায় যোগের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—'সমত্বই যোগ' (২।৪৮); 'কর্মে কৌশল যোগ' (২।৫০); যা সন্ন্যাস তাই যোগ, যার সংকল্প (ফলাশা) সন্ন্যস্ত হয়নি সে কখনও যোগী নয়' (৬।২)।

ধ্যান ও প্রয়োগ এই দুই আভিধানিক অর্থও গীতোক্ত 'যোগ' শব্দে উহ্য আছে। ধ্যান বা একাগ্র চিন্তার দ্বারাই সমত্ব অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান লাভ হয়। ধ্যান দ্বারা কর্মের তত্ত্ব সম্যক্ বুঝতে পারলেই লোকে ফল সম্বন্ধে উদাসীন হ'তে পারে। আবার, প্রয়োগেই কৌশল আবশ্যক।

কোনও ক্রিয়া (process) না থাকলে যোগ অসম্ভব। চিন্তাও মানসিক ক্রিয়া। আভিধানিক ও গীতোক্ত অর্থ অনুসারে কোনও ক্রিয়াকে 'যোগ' বলতে হ'লে তার এই ক'টি লক্ষণ থাকা আবশ্যক—

(১) এই ক্রিয়ার কোনও বিষয়ে অপর কোন বিষয় প্রযুক্ত হচ্ছে (যুক্তি বা প্রয়োগ)। (২) এই ক্রিয়া একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠিত (ধ্যান)। (৩) এই ক্রিয়া উদ্দেশ্যসাধনের উপযুক্ত দক্ষতা সহকারে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত (কৌশল)। (৪) এর অনুষ্ঠাতা সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ তাঁর নিজের কোনও ফলাশা বা স্বার্থ নেই (সমত্ব, সন্ন্যস্ত সংকল্প)।

অতএব, গীতার মতে একাগ্রচিত্তে কাজ করলেই যোগ হয় না, সুকৌশলে কাজ করলেও যোগ হয় না, সমত্ব ও ফলাশাবর্জন চাই। আমি যখন ফলাফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থেকে একাগ্রচিত্তে বুদ্ধি প্রয়োগ করি, তখন আমি 'বুদ্ধি-যোগ' অবলম্বন করি। যখন ঐ প্রকারে সাংখ্যসন্ন্যাসিগণের মত অনুসারে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করি, তখন 'সাংখ্যযোগ' অবলম্বন করি। যখন মাথা

না ঘামিয়ে কেবল শ্রদ্ধাপ্রয়োগ ক'রে কোনও আপ্তবাক্য উপলব্ধি ক'রে তদনুসারে কর্ম করি, তখন 'ভক্তিযোগ' অবলম্বন করি।

কর্ম, কর্মযোগ

গীতায় বহুস্থলে সাধারণ অর্থেই 'কর্ম' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। শ্বাস, আহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জন, যাগযজ্ঞ, সুকর্ম, কুকর্ম—সকলই 'কর্ম'। অনেক কর্ম আছে যা ইচ্ছা করলেও ছাড়া যায় না, ছাড়লে মৃত্যু, যথা—শ্বাস, আহার, নিদ্রা। কিন্তু এমন কর্ম অনেক আছে যা করা না-করা অথবা করার পদ্ধতি-নির্বাচন মানুষের ইচ্ছাধীন। গীতার উপদেশ—এই সকল কর্ম নির্বিচারে ক'রো না, বুদ্ধিযোগদ্বারা যাচাই ক'রে নাও। যা 'বিকর্ম' (কুকর্ম) তা অবশ্য বাদ দেবে, কিন্তু অবশিষ্ট বিহিত কর্ম যা আছে, যা সমাজরক্ষার অনুকূল অতএব ধর্মসংগত, তাও বিশেষ প্রণালীতে 'যোগস্থ' হ'য়ে সম্পন্ন করবে। যদি এইরূপে সাবধান না হও তবে 'কর্মবন্ধনে' পড়বে, কর্ম তোমার বশ না হ'য়ে তুমিই কর্মের বশ হবে, কামনা সফল হ'লে আরও কামনা আসবে, বিফল হলে ক্রোধ আসবে, সম্মোহ আসবে, নীতিজ্ঞান লুপ্ত হবে, বুদ্ধিনাশ হবে, তোমার উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট হবে। সাধারণ লোকে এত সতর্ক হ'তে চায় না, যদৃচ্ছা কর্ম ক'রে যায়। গীতা তাদের জন্য নয়। কিন্তু যিনি উন্নততর অবস্থায় পৌঁছতে চান, তাঁর জন্য গীতা মার্গ নির্দেশ করেছে—'কর্মযোগ'। কোন্ কোন্ কর্ম বিধেয় গীতায় তার বিস্তৃত তালিকা নেই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে নানাস্থানে আছে—একপ্রকার কর্মের চেয়ে অন্যপ্রকার কর্ম শ্রেষ্ঠ, সাত্ত্বিক প্রকৃতির কর্ম কি, জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধাত্মা কি ভাবে কর্ম করেন, ইত্যাদি। তালিকার প্রয়োজন হয়নি, কারণ, গীতার যুগে যে সকল কর্ম বিহিত গণ্য হ'ত, তখনকার ধর্মশাস্ত্রেই তা বিস্তারিত ছিল—'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ' (১৬।২৪)—কার্য-অকার্য ব্যবস্থার জন্য শাস্ত্র তোমার প্রয়োজন। কিন্তু বিহিত কর্ম হ'লেই চলবে না, গীতায় তার সম্পাদনপদ্ধতি নিরূপিত হয়েছে—'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর' (৩।১৯), অনাসক্ত হ'য়ে সতত করণীয় কর্ম কর। এই আসক্তিহীন কর্মের কথা গীতায় নানা স্থানে নানা প্রকারে উক্ত হয়েছে। এই নিষ্কাম কর্মই গীতার মূল বক্তব্য।

নিষ্কাম কর্মের অর্থ লক্ষ্যহীন কর্ম নয়। মানুষ সজ্ঞানে কোনও কর্ম

বিনা উদ্দেশ্যে করতে পারে না। নিষ্কামের অর্থ—ব্যক্তিগত স্বার্থবিহীন। সর্বভূতের বা বহুজনের মঙ্গল ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়। নিজেকে সুস্থ রাখাও নিষ্কাম কর্ম, কারণ, প্রত্যেকের স্বাস্থ্য নিয়েই বহুজনের স্বাস্থ্য। সর্বভূতের সকলে সমান উপকৃত হবে এমন কর্ম করা প্রায় অসম্ভব। আমি যদি যথাসাধ্য সমাজরক্ষার অনুকূল কর্ম করি এবং তার ফলে স্বয়ং উপকৃত হই, তাও নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম করার পদ্ধতিই 'কর্মযোগ'।

'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥' (২।৪৮)
'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥' (২।৫০)

অতএব গীতার মতে কর্মযোগের লক্ষণ—(১) করণীয় কর্মে বুদ্ধি প্রযুক্ত হবে। (২) যোগস্থ অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হ'য়ে করতে হবে। (৩) কৌশলে অর্থাৎ বিশিষ্ট উপায়ে দক্ষতার সহিত করতে হবে। (৪) সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ ক'রে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হ'য়ে সুকৃতদুষ্কৃতের হিসাব না ক'রে নিষ্কামভাবে করতে হবে।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ

গীতায় দুই প্রকার 'নিষ্ঠা' উক্ত হয়েছে—সাংখ্যগণের জ্ঞানযোগ ও যোগিগণের কর্মযোগ (৩।৩)। 'নিষ্ঠার' অর্থ আস্থা, অনুষ্ঠান বা সাধনা-পদ্ধতি—যাঁদের লক্ষ্য উচ্চে তাঁদের উপযোগী জীবনযাত্রাপ্রণালী। 'সাংখ্য'-এর অর্থ সাংখ্যদর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নয়। যে সকল সন্ন্যাসী সাংখ্যতত্ত্ব শিখে সংসার থেকে দূরে যথাসম্ভব কর্মবর্জন ক'রে চলতেন তাঁরাই 'সাংখ্য'। এঁদের 'নিষ্ঠা' বা সাধনার মার্গকে গীতায় জ্ঞানযোগ বলা হয়েছে। 'যোগী'র অর্থ—কর্মযোগপরায়ণ—'কর্মযোগেন যোগিনাম্' (৩।৩)। এঁরাও সাংখ্য-দর্শনকে ভিত্তিস্বরূপ নিতেন, কিন্তু অন্যবিধ মার্গ অনুসরণ করতেন।

গীতোক্ত কর্মযোগ সাধনায় যেমন ইন্দ্রিয়সংযম বুদ্ধিপ্রয়োগ ইত্যাদি বিহিত হয়েছে, সাংখ্য-সন্ন্যাসীদের অবলম্বিত জ্ঞানযোগেও তা প্রয়োজনীয়।

প্রভেদ এই—জ্ঞানযোগী আসক্তির আশঙ্কায় কর্ম পরিহার করেন, জনসাধারণের সহিত সংস্রব রাখেন না, একমাত্র নিজের বা নিজ দলের উন্নতি করতে চান। তাঁর অনুষ্ঠান মানসিক ব্যাপার মাত্র, কেবল তপস্যা। পক্ষান্তরে কর্মযোগী বহুকার্যে ব্যাপৃত। তিনি আসক্তি ত্যাগ করেছেন কিন্তু কর্ম ত্যাগ করেননি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার আছে। তিনি সাধারণ লোকের সম্মুখে সহজসাধ্য হিতকর আদর্শ নিজের আচরণ দ্বারা স্থাপন করেন। তিনি 'লোকসংগ্রহচিকীর্ষু' (৩।২৫), অর্থাৎ, লোকরক্ষা বা লোকহিত করতে চান। তিনি কেবল নিজেরই উন্নতি করেন না, 'জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্' (৩।২৬), যোগপরায়ণ হ'য়ে সর্বকর্ম সমাচরণ ক'রে লোকসেবা করেন। তাঁর অনুষ্ঠান কেবল মানসিক ব্যাপার নয়, তিনি 'ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগং আরভতে' (৩।৭), মনদ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রভাব সংযত ক'রে অনাসক্ত হ'য়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ হাতেকলমে কর্ম-যোগ অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞানযোগী অসামাজিক সন্ন্যাসী, কর্মযোগী সামাজিক গৃহী, তথাপি নির্লিপ্ত।

গীতার মতে জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসীর চেয়ে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ—

'কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে' (৫।২)। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের স্পষ্ট নিন্দা করেননি। বলেছেন—বালকের মত লোকেরাই সাংখ্য (জ্ঞানযোগ বা সন্ন্যাস) এবং যোগ (কর্মযোগ) পৃথক্ বলে, একটিতে আস্থা থাকলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায় (৫।৪)। কিন্তু এও বলেছেন—'সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ, যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি' (৫।৬), কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস পাওয়া কষ্টকর, কর্মযোগযুক্ত সাধক অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন। অর্থাৎ কর্মত্যাগ ক'রে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ কঠিন, কিন্তু নির্লিপ্ত হ'য়ে কর্ম করলে সহজে সিদ্ধিলাভ হয়, এবং যিনি কর্মযোগী তিনি জ্ঞানযোগীও বটেন।

গীতায় বহুস্থলে 'যোগ' ও 'যোগী' শব্দ কর্মযোগ ও কর্মযোগী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঐ সকল স্থলে ঐ অর্থই যে অভিপ্রেত তার প্রমাণ গীতার শ্লোকের ভিতরই পাওয়া যায়। ২।৫০ শ্লোকে আছে—'যোগঃ কর্মসু

কৌশলম্', যোগ কর্মেরই কৌশল। ৩।৩ শ্লোকে — 'কর্মযোগেন যোগিনাম্', অর্থাৎ কর্মযোগই যোগিগণের মার্গ। ৫।১ শ্লোকে অর্জুন বলছেন—'সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ সংশসি', অর্থাৎ একবার কর্মের সন্ন্যাস উপদেশ দিয়ে আবার তারই যোগ (কর্মযোগ), উপদেশ দিচ্ছ।

গীতার সর্বত্রই 'যোগ' অর্থে কর্মযোগ এমন বলা চলে না। মনে রাখা আবশ্যক যে, গীতাকার ২।৪৮-৫০ শ্লোকে যোগের যে সকল লক্ষণ দিয়েছেন তদনুসারে 'যোগ', 'বুদ্ধিযোগ' ও 'কর্মযোগ' এদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং 'যোগ' বললে বুদ্ধিযোগ কর্মযোগ দুইই সূচিত হয়। 'যোগ' শব্দের অর্থ মোটামুটি ধরা যেতে পারে—নির্বিকার ভাবে একাগ্রচিত্তে দক্ষতা-সহকারে নিষ্কাম কর্মে (অর্থাৎ লোকহিতে) আত্মনিয়োগ এবং সেইসঙ্গে আত্মোন্নতির চেষ্টা।

হঠযোগ

গীতাকার ইন্দ্রিয়সংযম আসক্তিত্যাগ প্রভৃতি অবশ্যকরণীয় বলেছেন, কিন্তু তিনি জবরদস্তির বিরোধী। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি' (৩।৩৩), মানুষ প্রকৃতির বশেই চলে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করবে? সংযম ও সবলে নিরোধ এক নয়। গীতাকার বহুবিধ যজ্ঞের বর্ণনাপ্রসঙ্গে (৪।২৪-৩০) পূরক রেচক কুম্ভক ইত্যাদির উল্লেখ ক'রে শেষে বলেছেন—দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বাহ্য অনুষ্ঠান ও বিষয়বর্জন অপেক্ষা জ্ঞানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিই অধিক ফলপ্রদ। ১৭।৫-৬ শ্লোকে আছে—যারা দম্ভ ক'রে ঘোর তপস্যায় শরীর ও আত্মাকে কৃশ করে তারা অসুর-প্রকৃতি। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে কিছুকাল উৎকট তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে তা নিষ্ফল জেনে নিবৃত্ত হন।

চলিত কথায় 'যোগ' বললে যা বোঝায় গীতায় তজ্জাতীয় কিছু কিছু প্রক্রিয়া বিহিত আছে, যথা ৬।১১-১৪ শ্লোকে—যোগী অনতি-উচ্চ অনতি-নীচ, কুশাসনে অজিন ও চেল বিছিয়ে স্থিরভাবে ব'সে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে যোগাভ্যাস করবেন। এই 'যোগ' 'আত্মবিশুদ্ধয়ে', মনের বিশুদ্ধির জন্য; এর উদ্দেশ্য—'নির্বাণপরমা মৎসংস্থা শান্তি', নির্বাণ অভিমুখী ব্রহ্ম-আশ্রিত শান্তি, অণিমালঘিমাদি অদ্ভুত ঐশ্বর্যলাভ নয়।

যজ্ঞ

৩।১০-১৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—ব্রহ্মা মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গেই যজ্ঞ সৃষ্টি ক'রে এই বিধান দিলেন যে, মনুষ্যগণ যজ্ঞ ক'রে দেবগণকে তুষ্ট করবে এবং দেবগণও মনুষ্যের ইষ্টসাধন করবেন। এইরূপ পরস্পর আদান-প্রদান দ্বারা মনুষ্যগণ শ্রেয়োলাভ করবে। যে লোক যজ্ঞ না ক'রে অর্থাৎ দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে ভোগ করে, সে চোর। তার পর ব্রহ্ম, অক্ষর, ব্রহ্মা, কর্ম, যজ্ঞ, পর্জন্য, অন্ন, প্রাণী—এক হ'তে অপরের উৎপত্তি নির্দেশ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—এই প্রবর্তিত চক্রের (আদান-প্রদানের) অনুবর্তী যে না হয় সেই পাপাত্মার জীবনই বৃথা। এরপর আবার ৪।২৩-৩৩ শ্লোকে বলছেন—অনাসক্ত মুক্ত জ্ঞানীর যজ্ঞাচরিত সমস্ত কর্ম বিলীন হয়; তাঁর সমস্ত যজ্ঞই ব্রহ্মময় (অথবা ব্রহ্মই তাঁর যজ্ঞ); অনেকে অনেক প্রকার যজ্ঞ করেন—দৈবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-বিষয়-প্রাণ ইত্যাদির আহুতি, দ্রব্যযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়জ্ঞান যজ্ঞ, কুম্ভক প্রাণায়ামাদি; এঁরা সকলেই যজ্ঞাবশিষ্ট ভোগ ক'রে ব্রহ্মলাভ করেন; যে অযজ্ঞ, অর্থাৎ কোনও যজ্ঞ করে না তার ইহকাল পরকাল নেই। এই প্রকার অনেক যজ্ঞই ব্রহ্মার মুখে বিস্তারিত হয়েছে, এবং সে সমস্তই কর্মজ; তা জেনে মুক্ত হও। শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে বলছেন—দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

এই সকল শ্লোক থেকে পাওয়া যাচ্ছে—

(১) পুরাকাল হ'তে 'যজ্ঞচক্র' অর্থাৎ দেবতা-মানবের মধ্যে আদান-প্রদানের একটা ব্যবস্থা চ'লে আসছিল। যজ্ঞ না করা অপরাধ গণ্য হ'ত।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের মত বলেছেন—'এই চক্রের অনুসরণ যে না করে সে অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারাম, তার জীবনই বৃথা।'

(২) কিন্তু পরে আবার বলেছেন—'অনাসক্ত জ্ঞানীর যজ্ঞাচরিত কর্ম বিলীন হয়; ব্রহ্মকে নিয়েই তাঁর যজ্ঞ।' এর তাৎপর্য—অনাসক্ত জ্ঞানীর ফলাশা নেই, অতএব তাঁর যজ্ঞের আড়ম্বর নিরর্থক। যজ্ঞচক্র সম্বন্ধে তাঁর

যা কর্তব্য আছে তা তিনি ব্রহ্মযজ্ঞ ক'রে 'ব্রহ্মকর্মসমাধি' দ্বারাই, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ ক'রেই সম্পন্ন করবেন।

(৩) গীতায় বহুবিধ অনুষ্ঠান যজ্ঞ ব'লে গণ্য হয়েছে। বেদের অর্থ-বোধের চেষ্টাও যজ্ঞ (স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ)। কতকগুলি অনুষ্ঠান রূপক হিসাবেই যজ্ঞ, যথা—সংযম-অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-আহুতি। কুম্ভকাদি প্রক্রিয়াও যজ্ঞ। এগুলিকেও রূপক বলা যেতে পারে—অপানে প্রাণ-আহুতি।

(৪) ঐ সকল যজ্ঞকারী সকলেই যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন ক'রে ব্রহ্মলাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বা গীতাকার হয়তো নিজের মত না ব'লে ব্রহ্মার মুখের কথামাত্র অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি তার পরেই বলছেন—'অযজ্ঞের ইহকাল পরকাল নেই!' অতএব তাঁর মতে সকলেরই কোনও না কোনও যজ্ঞ করা অবশ্যকর্তব্য। ১৮।৫ শ্লোকেও যজ্ঞের আবশ্যকতা উক্ত হয়েছে।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন—'ব্রহ্মার মুখে এই যে নানা প্রকার যজ্ঞ উক্ত হয়েছে সে সমস্তই কর্মজ; তা জেনে মুক্ত হও।' এর এক অর্থ হ'তে পারে—তোমাকে যেরূপ হ'ক যজ্ঞ করতেই হবে; যজ্ঞের ফল আত্মাকে স্পর্শ করে না, যজ্ঞকর্মেই নিবদ্ধ থাকে; অতএব কেবল কর্তব্যবোধে যজ্ঞ করলে তোমার মুক্তির ব্যাঘাত হবে না। অথবা এই কথা শ্রীকৃষ্ণের বক্রোক্তিও হতে পারে। —ব্রহ্মা যে সব যজ্ঞের কথা বলেছেন সে সমস্তই কর্মজ ('ক্রিয়াবিশেষবহুলাং' ২।৪৩), জ্ঞানজ নয়; অর্থাৎ শুধুই কর্ম, বুদ্ধি-চালিত নয়। ওসকল যজ্ঞ সাধারণের জন্য। তাদের যজ্ঞ চাই, কিন্তু তারা অজ্ঞ, কেবল ফরমাশ খাটতে পারে, অতএব তাদের জন্য কর্মজ যজ্ঞের ব্যবস্থা, যাতে বহু আড়ম্বর, বহু ক্রিয়া। ওরূপ যজ্ঞ না করলে তোমার কোনও ক্ষতি নেই, তবে 'লোকসংগ্রহের' জন্য করতে পার। তোমার উপযুক্ত যজ্ঞ অন্যবিধ।

(৬) পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ', অর্থাৎ আড়ম্বরবহুল যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানচর্চাই শ্রেষ্ঠ।

(৭) 'যজ্ঞ' শব্দ যেরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তাতে অনেক কর্মকেই যজ্ঞ বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামভাবে সতত কর্ম করতে বলেছেন। অর্জুন সেই উপদেশ অনুসারে চললে অনেক যজ্ঞই তাঁর করা হবে। আর, যদি তিনি জ্ঞানযজ্ঞ করেন তবে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞও করা হবে! গীতার শেষে (১৮৷৭০) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'যিনি আমাদের এই 'ধর্ম্য-সংবাদ' (অর্থাৎ গীতা) অধ্যয়ন করেন তাঁর দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে পূজিত হই।'

যজ্ঞ ও নিষ্কাম কর্ম

পুরাকালে 'যজ্ঞ' বললে যে প্রক্রিয়া বোঝাত তার কতকগুলি নির্দিষ্ট অঙ্গ ছিল, যথা—(১) যজমান বা যজ্ঞকর্তা, (২) যে দেবতার তুষ্টির জন্য যজ্ঞ হ'ত, (৩) যে দ্রব্য দেবতাকে নিবেদিত হ'ত, (৪) যে অভীষ্টলাভের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ত, অর্থাৎ যজ্ঞের সংকল্প। যজ্ঞের উদ্দেশ্য—দেবতার প্রাপ্য দেবতাকে দিয়ে অভীষ্ট আদায়। এই অভীষ্ট ব্যক্তিগত হ'তে পারে, যথা—পুণ্যসঞ্চয়, ধনপুত্রলাভ; অথবা সামাজিক হ'তে পারে, যথা—সুবৃষ্টি, মারীভয় নিবারণ। যিনি উদ্‌যোগী হয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করতেন তিনিই যজমান। যা দেবতাকে দেওয়া হ'ত তা প্রধানত হবি বা ঘৃত, কিন্তু পশু, শস্য, পুরোডাশ ইত্যাদিও দেওয়া চলত এবং এ সমস্তই 'হবি' বলে গণ্য হ'ত। অগ্নিই প্রধান দেবতা, তাঁকে সহজে পাওয়া যায় এবং তিনি মূর্তিমান হয়ে হবি গ্রহণ করেন। অপর দেবতারা স্বয়ং দেখা দিতেন না, এজন্য অগ্নিকে তাঁদের প্রতিভূ বা প্রতীক মনে ক'রে আহুতি দেওয়া হ'ত। নিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ করে অগ্নি যা ফেলে রাখতেন তা অতি পবিত্র 'যজ্ঞশিষ্ট' (যজ্ঞাবশিষ্ট) অমৃততুল্য বস্তু। যজমান তা সবান্ধবে খেয়ে ধন্য হতেন।

কালক্রমে এই যজ্ঞে রূপক এল। অনেক অনুষ্ঠান, যাতে কোনও অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, যজ্ঞ ব'লে গণ্য হ'তে লাগল। যা অর্পণ বা ত্যাগ করা যায় তাই হবি। যাতে বা যে উদ্দেশ্যে অর্পণ করা যায় তাই অগ্নি। দেবগণ জনসাধারণের মঙ্গল বিধান করেন, অতএব তাঁরা জনহিতের বা সমাজের প্রতীক। দেবতাকে বা অগ্নিতে অর্পণ করার অর্থ—জনহিতকল্পে কোনও দ্রব্য নিয়োগ করা, যথা পূর্তযজ্ঞে জলাশয়াদি। হবির অর্থ ব্যাপক হয়ে দাঁড়াল। যা কিছু নিয়োগ করা যেতে পারে—বিত্ত, সামর্থ্য, এমনকি নিজের

বল, বুদ্ধি জ্ঞান ইন্দ্রিয় পর্যন্ত। অবশেষে সংকল্প অর্থাৎ যে অভীষ্টের কামনায় যজ্ঞ হচ্ছে তা পর্যন্ত হবির অন্তর্গত হ'ল, নিষ্কাম যজমান যজ্ঞকাল পর্যন্ত উৎসর্গ করতে লাগলেন। যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনের অর্থ হ'ল—উৎকৃষ্ট বস্তুতে যজ্ঞকর্তার আর স্বত্ব রইল না, তা দেবতার অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পত্তি হ'ল, তবে যজ্ঞকর্তা জনসাধারণেরই একজন হিসাবে তা ভোগ ক'রে কৃতার্থ হতে পারেন। দেবতা জনহিতের প্রতীক—এই ধারণা হয়তো সর্বত্র স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু সংকল্পবিনিয়োগের ফলই হ'ল ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ এবং পরার্থে দান। এই জন্যই 'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্' (৪।৩০)।

অবশ্য সকলেই সংকল্প উৎসর্গ ক'রে যজ্ঞ করত না। তথাপি অধিকাংশ যজ্ঞই সমাজহিতকর, সেজন্য কোনও যজ্ঞ না করার চেয়ে কাম্যযজ্ঞও বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হ'ত। ব্যাপক দৃষ্টিতে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান মাত্রই যজ্ঞ। কিন্তু যে কর্মে আহুতিদানরূপ আড়ম্বর থাকত, তাই যজ্ঞ নামে বিশেষিত হ'ত। এখনও অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ (৪।৩৩), এবং পরে আবার বলেছেন—যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ (১০।২৫)। জপের অর্থ মন্ত্র আওড়ানো নয়। জপ ও ধ্যান সমার্থক, একাগ্রচিন্তার দ্বারা জ্ঞানলাভের চেষ্টা।

ধর্ম ও স্বধর্ম

যা সমাজকে ধারণ করে, অর্থাৎ যে আচার-ব্যবহার সমাজরক্ষার অনুকূল, তাই ধর্ম। ধর্ম religion নয়, কেবল moralityও নয়। আহার, বিহার, শিক্ষা, বৃত্তি, উপার্জন, স্বজনপালন, শত্রুদমন, সদাচার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই ধর্মের অন্তর্গত। কেবল সমাজের হানিকর কর্ম অধর্ম। কোনও এককালে ভারতবর্ষে গুণকর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হ'ত, কিন্তু পরে বর্ণ, বৃত্তি ও ধর্ম জাতিগত হ'য়ে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হ'ত, যথা দ্রোণ কৃপাদির ক্ষত্রিয়বৃত্তি। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোকই বর্ণগত ধর্মপালন করত। গীতায় 'স্বধর্ম' শব্দের স্পষ্ট অর্থ—স্বীয় বর্ণের নির্দিষ্ট

ধর্ম। গীতাযুগের সামাজিক অবস্থা কল্পনা করলে এই অর্থ সংকীর্ণ বোধ হবে না। তখনকার শিক্ষার ধারা বর্ণ বা বংশগত ছিল; যে লোক যে বর্ণে জন্মাত সেই বর্ণের নির্দিষ্ট আচরণই তার পক্ষে সুসাধ্য এবং স্বভাবের অনুকূল হ'ত। 'পরধর্ম' অর্থাৎ অপর বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্ম তার অপরিচিত এবং সমাজ কর্তৃক ভর্ৎসিত, সেজন্য 'ভয়াবহ'। স্বধর্ম তার বর্ণসম্মতও বটে এবং শিক্ষাস্বভাবেরও অনুকূল। কিন্তু বর্তমান কালে বর্ণগত ধর্ম লোপ পেয়েছে, সেজন্য 'স্বধর্মের' প্রাচীন অর্থ ধরলে গীতার বক্তব্য নিরর্থক হয়। এখনকার সমাজে বর্ণগত কর্মভেদ নেই, গুণকর্ম অনুসারেও বর্ণভেদ নেই। ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু নূতন ধর্মশাস্ত্র লিখিত হয়নি। এখন নিজের শিক্ষা, প্রতিবেশ, এবং স্বভাব বা রুচির অনুকূল ধর্মই স্বধর্ম। স্বধর্ম শব্দের এই ব্যাপক অর্থ ধরলেই গীতাবাক্যের তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে।

গীতার দার্শনিক মত

প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে দুই প্রকার সত্তা স্বীকৃত হয়—পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ বা আত্মা অসংখ্য; প্রকৃতি একই, যদিও তাঁর প্রকাশ বহুরূপে। পুরুষ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি গুণান্বিত ও সদা ক্রিয়ারত। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হ'লে প্রথমে 'মহৎ' উৎপন্ন হয়। 'মহৎ' কি সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন বুদ্ধি, কেহ বলেন মন, কেহ বলেন চিন্তা, কেহ বলেন চেতনা। মহৎ থেকে ক্রমে ক্রমে অপর সমস্ত উৎপন্ন হয়েছে। পুরুষ বা আত্মা যখন মহতের অংশ আপনাতে আরোপিত ক'রে গুণান্বিত এক স্বতন্ত্র সত্তা কল্পিত করে, তখন 'অহংকার' (আমিত্ব বোধ) উৎপন্ন হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়, স্থূলভূত প্রভৃতি অন্যান্য 'তত্ত্ব' উৎপন্ন হয়। এ সমস্তই প্রকৃতির বিকার এবং বস্তুত সত্তাবিহীন। মূল প্রকৃতি অব্যক্ত, কিন্তু পুরুষের সহিত সংযোগের ফলে উক্ত বিবিধ তত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং পুরুষ প্রকৃতির ব্যক্ত রূপ দেখতে পায়। পুরুষ তখন আপনাতে নানা গুণের আরোপ করে এবং তার ফলে সুখ-দুঃখাদির অধীন হয়। সাধনার দ্বারা পুরুষ তার স্বতন্ত্র নির্গুণ অবস্থা বা 'কৈবল্য' ফিরে পেতে পারে, তখন সুখ-দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

গীতাকার এই সাংখ্যতত্ত্ব মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি একে বেদান্তের অনুগামী ক'রে বলেন—পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই মূল ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা।

ব্রহ্মের এক অনির্বচনীয় শক্তি আছে—'মায়া'। তার ফলে জীব ও জগৎ স্বতন্ত্র সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ আমি আছি এবং আমা হ'তে পৃথক জগৎ আছে এই ধারণা হয়। ব্রহ্মের এই দ্বিধা প্রকাশই প্রকৃতি। সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতির দুই ভেদ বর্ণিত হয়েছে—'অপরা' ও 'পরা'। জীবাত্মা থেকে পৃথক যে জগৎ প্রতীয়মান হয় (objects), তাই অপরা প্রকৃতি। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আত্মা না থাকলেও 'মায়াবশে' বহু স্বতন্ত্র জীবাত্মা বা পুরুষের প্রতীতি হয়; এই পুরুষবর্গ (subjects) 'জীবভূতা পরা প্রকৃতির' অন্তর্গত—'যয়েদং ধার্যতে জগৎ' (৭।৫), যার দ্বারা এই জগতের ধারণা (conception) উৎপন্ন হয়। সাংখ্যমতে বহু পুরুষ বা বহু জীবাত্মার অস্তিত্ব সত্য, কিন্তু গীতার মতে তাদের অস্তিত্ব ব্যবহারিক সত্য মাত্র।

অষ্টম, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে গীতাকার মনুষ্যের সত্তার বিশ্লেষ করেছেন। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদির নাম 'অধ্যাত্ম', এদের সমষ্টিই মানুষের স্বভাব (character, individuality)। 'ক্ষরের ভাব' অর্থাৎ নিত্যবিকারী স্থূল শরীর 'অধিভূত'। দেহে যে পুরুষ বা জীবাত্মা অধিষ্ঠান করেন তিনি 'অধিদৈবত'। এই পুরুষের ব্যক্তিত্ববোধ আছে, কিন্তু বস্তুত সকল পুরুষ এক এবং তিনিই সকল দেহরূপে যজ্ঞের 'অধিযজ্ঞ' বা অধিষ্ঠাতা দেবতা। এই অধিযজ্ঞরূপ পুরুষ, যিনি 'সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি' (৮।২০), 'যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি' (৮।২২)—ইনিই 'পুরুষঃ পরঃ', 'অব্যক্ত অক্ষর', 'পরম অক্ষর', 'পরমাত্মা'।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে এই তত্ত্ব আরও বিস্তারিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়মনাদিযুক্ত বিকারশীল দেহই 'ক্ষেত্র' এবং পরমাত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফল (১৩।২৬), অর্থাৎ আত্মা দেহধারী হলেই সমস্ত জগতের প্রতীতি উৎপন্ন হয়, নতুবা জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

সাধকের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সহিত তাঁর সম্বন্ধের বোধও পরিবর্তিত হয়। ১৫।১৬ শ্লোকে গীতাকার দুই প্রকার পুরুষের কথা বলেছেন—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। 'ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে'। সাধারণ বদ্ধ জীব যারা বিকারশীল ইন্দ্রিয়মনাদিযুক্ত দেহকেই 'আমি' মনে করে, তারা ক্ষর। আর যিনি কূটস্থ, অর্থাৎ স্বীয় আত্মাকে নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত,

প্রকৃতি হ'তে স্বতন্ত্র ব'লে বুঝেছেন, তিনি অক্ষর। কিন্তু যিনি কূটস্থ অক্ষর, তাঁরও প্রতীতি থাকতে পারে যে তাঁর থেকে পৃথক আর এক সত্তা আছে—প্রকৃতি। গীতাকার এক উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ (১৫।১৭-১৮) উল্লেখ করেছেন, যিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত 'পুরুষোত্তম' বা পরমাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও গীতায় ভক্তিবাদ

মহাভারতে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান আছে যা প্রাচীন বিশ্বাসেরই উপযোগী। মহাভারতের লেখক বহু হ'তে পারেন, কিন্তু যিনি গীতা রচনা করেছেন তিনি মহাভারতের সাধারণ ধারাই অনুসরণ করেছেন। অতএব মহাভারতে বর্ণিত অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গীতার শ্রীকৃষ্ণের সংগতি থাকা স্বাভাবিক। গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের মুখে তত্ত্বকথা শোনাবেন ব'লেই যে শ্রীকৃষ্ণের চার হাত (১১।৪৬) এবং অন্যান্য পৌরাণিক অলংকার ছেঁটে ফেলবেন এমন আশা করা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বারংবার বলেছেন—আমিই ব্রহ্মা, আমিই ইন্দ্র, বাসুদেবঃ সর্বং, আমাকেই উপাসনা কর, যে আমাকে দ্বেষ করে তাকে আমি নরকে নিক্ষেপ করি, ইত্যাদি। এসকল উক্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু সরল ব্যাখ্যা এই মনে হয় যে গীতাকার তাঁর দুরূহ প্রসঙ্গের অবকাশে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য পৌরাণিক রীতিতেই কীর্তন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা, তিনি বাস্তবিক কিরূপ ছিলেন—তার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। গীতাকার তাঁকে ধর্মসংস্থাপক নরদেহধারী পুরুষোত্তমরূপে চিত্রিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ জ্ঞানমূলক। কিন্তু জ্ঞানলাভের ক্ষমতা সকলের নেই। সমস্ত বুঝে উপদেশ পালন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু যদি বোঝবার ক্ষমতা না থাকে তবে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উপদেশ মেনে চললেও ফল হয়। চিকিৎসকের ব্যবস্থিত ঔষধের গুণাগুণ বুঝে নিয়ে তারপর ঔষধ সেবন করা সকল রোগীর সাধ্য নয়। চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা বা ভক্তির বশেই সাধারণ রোগী ঔষধ সেবন করে। ব্যবস্থার কারণ যে বুঝতে চায় তারও শ্রদ্ধা ও 'অনসূয়া' আবশ্যক, নতুবা বোঝবার সামর্থ্যই আসবে না। এইজন্যই গীতায় বারংবার ভক্তিশ্রদ্ধার অবতারণা হয়েছে। যিনি জ্ঞান চান, শ্রদ্ধা তাঁর সহায়, এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাবে।

যাঁর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা নেই, তিনি শ্রদ্ধার দ্বারাই নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারবেন। ভক্তি বা শ্রদ্ধার অবলম্বন চাই, গীতাকার ধর্মব্যাখ্যাতা পুরুষোত্তমরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সেই অবলম্বন বলেছেন।

উপসংহার

গীতাকে যোগশাস্ত্র বলা হয়। এই যোগের অর্থ—আত্মোন্নতির জন্য সর্বতোভাবে সাধনা, spiritual, moral and physical culture। বঙ্কিমচন্দ্র একেই 'অনুশীলন' নাম দিয়েছেন। যিনি এই সাধনা করেন তাঁর সামাজিক বৃত্তি যাই হ'ক—গীতাকার তাঁকে যোগী বলেন। এই যোগসাধনার উপায়—ইন্দ্রিয়সংযম, আসক্তিত্যাগ, নিষ্কাম কর্মাচরণ বা কর্মযোগ, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন বা জ্ঞানযোগ, এবং পুরুষোত্তমরূপে কল্পিত গীতাধর্মের ব্যাখ্যাতা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিত ভক্তি বা ভক্তিযোগ। গীতাকার নির্বিচারে সর্বপ্রকার ভোগ বর্জন করতে বলেন না, সমাজত্যাগী কৃচ্ছ্রসাধক তপস্বী হ'তেও বলেন না। তাঁর আদর্শ রাজর্ষি জনক। যিনি উপযুক্ত অধিকারী, তিনি সমাজে থেকে নিজ স্বভাব অনুযায়ী সমাজধর্ম পালন করেও এই সাধনা করতে পারেন। মানুষ কর্ম না ক'রে থাকতে পারে না, সেজন্য গীতাকার কর্মপ্রবৃত্তিকে রুদ্ধ না ক'রে সমস্ত চেষ্টাকেই সাধনার অঙ্গ করতে বলেছেন। এরই নাম কর্মযোগ, যা গীতোক্ত সাধনার প্রধান উপায়। সাধারণ মানুষ কেবল আপনার বা স্বজনের হিতার্থ কর্ম করে। কর্মযোগী সর্বভূতের সহিত একাত্মা হ'য়ে নিষ্কামভাবে সর্বভূতের হিতার্থ কর্ম ক'রে স্বভাবদত্ত নিজ কর্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। এই কর্মযোগচর্চার ফলে তাঁর সাধনার অন্যান্য অঙ্গও (জ্ঞান, ভক্তি) উৎকর্ষলাভ করে। গীতাকারের মতে কর্মবর্জন ক'রে কেবল জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ কঠিন। ভক্তিকেও তিনি উচ্চস্থান দিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞানই সাধনার উচ্চতম সোপান, 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' (৪।৩৩), সমস্ত কর্ম জ্ঞানেতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে, এবং ভক্তির পরেও বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয়, 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্, দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে' (১০।১০), যাঁরা সতত যোগযুক্ত প্রীতিপূর্বক ভজমান তাঁদের আমি এ প্রকার বুদ্ধিযোগ দিই, যাতে তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন।

কিন্তু গীতা সর্বসাধারণের জন্য রচিত হয়নি। 'ইদং তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন, ন চাহশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি' (১৮।৬৭), এই গীতোক্ত ধর্ম তোমার কদাচ তপস্যাহীনকে বক্তব্য নয়, অভক্তকে নয়, অশ্রবণেচ্ছুকে নয়, যে আমাকে অসূয়া করে তাকেও নয়। কাম্য কর্মে আসক্ত বিষয়সেবী অজ্ঞ-লোকের বুদ্ধিভেদ করতে গীতাকার নিষেধ করেছেন, 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' (৩।২৬), ফললোভে কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাবে না। গীতার উপদেশ—জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ আচরণ দ্বারা সামাজিক আদর্শ রক্ষা করবেন, যাতে জনসাধারণ একটা সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগম মার্গ অনুসরণ করতে পারে। বিষয়াসক্ত অজ্ঞলোকের বুদ্ধিভেদ করলে কুতার্কিক সমাজদ্রোহীর উদ্ভব হবে এই আশঙ্কা গীতাকারের ছিল। বর্তমান কালে গীতা সম্বন্ধে এই সতর্কতা অবলম্বন করা অসম্ভব, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, আপামর সাধারণকে গীতা মুখস্থ করিয়ে কোনও লাভ নেই।

তৎকালপ্রচলিত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর গীতাকারের শ্রদ্ধা নেই. কিন্তু নিম্ন অধিকারীর পক্ষে এসকল কর্ম তিনি হিতকর বলেই মনে করেন। শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বর্জনীয় বলা হয়নি, কারণ তাতে ইতর সাধারণের আদর্শবিপর্যয়ের সম্ভাবনা।

গীতায় শান্ত সহিষ্ণু মৃদু অহিংস হবার বহু উপদেশ আছে, কিন্তু ক্লীবের তুল্য পীড়ন সইতেও নিষেধ আছে। দুষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই গীতার উপলক্ষ্য। 'তস্মাৎ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব'—এই বাক্য বহু স্থলে গীতাধর্ম বিবৃতির সহিত জড়িত আছে। বিশ্বরূপ বর্ণনায় ব্রহ্মের ভয়াবহ সংহারমূর্তিই প্রকটিত হয়েছে। গীতাধর্ম শৌর্যবীর্যাদি পুরুষোচিত গুণের এবং সমাজরক্ষার্থ নিষ্ঠুরতারও পরিপন্থী নয়।

গীতায় বহু প্রসঙ্গ আছে যা অনেক আধুনিক পাঠকের ধারণার বিরোধী। জন্মান্তরবাদ, দেহ থেকে উৎক্রান্ত সূক্ষ্মশরীর (১৫।৮), দেবযান, পিতৃযান (৯।২৫) প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব, এমন কি তাঁর ঐতিহাসিকত্ব অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হ'তে পারে। গীতার অনেক অংশ দুর্বোধ্য, ভাষ্যটীকা-

কারণগের ব্যাখ্যাও বহু স্থলে বিভিন্ন। কিন্তু সমস্ত অস্পষ্ট ও বিসংবাদী বিষয় বাদ দিলেও যা থাকে তা অতুলনীয়। বহু পূর্বে বহু প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে রচিত হলেও গীতায় সর্বকালের উপযোগী শ্রেষ্ঠ সাধনা-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

অন্বয় ও অনুবাদ

১। প্রচলিত অন্বয় না ক'রে বাংলা শব্দবিন্যাস প্রণালীতে করা হয়েছে। যথা—যুযুধানঃ চ বিরাটঃ—যুযুধান এবং বিরাট।

২। মূলে যে শব্দ পাদপূরণের জন্য অথবা যা অনুবাদে অনাবশ্যক, অন্বয়ে তা ' ' মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যথা—"সোমদত্তিস্তথৈবচ"—'তথা এব' চ সোমদত্তি—এবং সোমদত্তি।

৩। মূলে যা উহ্য, অন্বয়ে বা অনুবাদে তা [ ] মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যথা—বিষীদঃ [সন্] ইদং অব্রবীৎ। প্রাণ ও ধন [এর মায়া] ত্যাগ ক'রে।

৪। মূলের শব্দ যথাসম্ভব অনুবাদে বজায় আছে।

৫। অনুবদের বাচ্য প্রায়ই অন্বয়ানুযায়ী করা হয়েছে। যথা—ইদং তে কদাচন অতপস্কায় বাচ্যং ন—এ (এই গীতোক্ত উপদেশ) তোমার কদাচ তপস্যা-হীনকে (অসাধককে) বক্তব্য নয়।

প্রথম অধ্যায়

(অর্জুনবিষাদ)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ।—(১) সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ মামকাঃ চ এব পাণ্ডবাঃ কিং অকুর্বত?

সঞ্জয়ঃ উবাচ।—(২) তদা পাণ্ডব-অনীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা রাজা দুর্যোধনঃ আচার্যং উপসংগম্য বচনং অব্রবীৎ। (৩) আচার্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদ-পুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাং এতাং মহতীং চমূং পশ্য।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন।—(১) হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসু (যুদ্ধাভিলাষী) আমার [পুত্রগণ] এবং পাণ্ডবগণ কি করলে?

সঞ্জয় বললেন।—(২) তখন পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহিত দেখে রাজা দুর্যোধন আচার্যের (দ্রোণের) কাছে গিয়ে [এই] কথা বললেন। (৩) হে আচার্য, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) কর্তৃক ব্যূহিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই মহতী চমূ (বিপুল সৈন্য) দেখুন।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুংগবঃ ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সোমদত্তিস্তথৈবচ ॥ ৮ ॥

(৪) অত্র শূরাঃ, মহেষ্বাসাঃ, যুধি ভীমার্জুনসমাঃ যুযুধানঃ, চ বিরাটঃ, চ মহারথঃ দ্রুপদঃ। (৫) ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, চ বীর্যবান্ কাশিরাজঃ, চ কুন্তিভোজঃ পুরুজিৎ, চ নরপুংগবঃ শৈব্যঃ, (৬) চ বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ, চ বীর্যবান্ উত্তমৌজাঃ, সৌভদ্রঃ, চ দ্রৌপদেয়াঃ—সর্বে মহারথাঃ এব। (৭) দ্বিজোত্তম, অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ 'মম' সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ; তে সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি। (৮) ভবান্, চ ভীষ্মঃ, চ কর্ণঃ, চ সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ, অশ্বত্থামা চ বিকর্ণঃ, 'তথা এব' চ সোমদত্তিঃ।

(৪) এখানে শূর, মহাধনুর্ধর, যুদ্ধে ভীমার্জুনসম যুযুধান (সাত্যকি) এবং বিরাট, এবং মহারথ দ্রুপদ, (৫) ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, এবং বীর্যবান্ কাশিরাজ, এবং কুন্তিভোজ পুরুজিৎ, এবং নরপুংগব শৈব্য, (৬) এবং পরাক্রান্ত যুধামন্যু, এবং বীর্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ—সকল মহারথই [আছেন]। (৭) হে দ্বিজোত্তম, আমাদেরও যে সকল বিশিষ্ট সৈন্যের নায়কগণ [আছেন], তাঁদের জানুন; আপনাকে জ্ঞাপনার্থ তাঁদের [নাম] বলছি—(৮) আপনি, এবং ভীষ্ম, এবং কর্ণ, এবং যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা এবং বিকর্ণ, এবং সোমদত্তি (ভুরিশ্রবা)।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯॥

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০॥

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্বমেব হি॥ ১১॥

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

(৯) চ অন্যে বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ; সর্বে নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ যুদ্ধবিশারদাঃ। (১০) ভীষ্ম-অভিরক্ষিতং অস্মাকং তৎ বলং অপর্যাপ্তং; তু ইদং এতেষাং ভীম-অভিরক্ষিতং বলং পর্যাপ্তম্। (১১) সর্বেষু অয়নেষু চ যথাভাগং অবস্থিতাঃ ভবন্তঃ সর্বং এব হি ভীষ্মং 'এব' অভিরক্ষন্তু।

(১২) তস্য হর্ষং সঞ্জনয়ন্ প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ সিংহনাদং বিনদ্য উচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ।

(৯) এবং অন্য বহু শূর আমার জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত; সকলেই নানাশস্ত্রধারী, যুদ্ধবিশারদ। (১০) ভীষ্মদ্বারা রক্ষিত আমাদের এই বল (সেনা) অপর্যাপ্ত (অপরিমিত); কিন্তু ওই ওদের ভীমদ্বারা রক্ষিত বল পর্যাপ্ত (পরিমিত)। (১১) সকল ব্যূহদ্বারেই যথাভাগে (নিজ নিজ বিভাগ অনুসারে) অবস্থিত হ'য়ে আপনারা সর্বপ্রকারেই ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

(১২) [এমন সময়] তাঁর (দুর্যোধনের) হর্ষ সঞ্জাত ক'রে প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) সিংহনাদ নাদিত ক'রে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ বাজালেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহনন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

(১৩) ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ পণব-আনক-গোমুখাঃ সহসা 'এব' অভ্যহনন্ত সঃ শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ। (১৪) ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ চ পাণ্ডবঃ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ। (১৫) হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ। (১৬) কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং, চ নকুলঃ সহদেবঃ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ। (১৭) চ পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ, চ মহারথঃ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ চ বিরাটঃ, চ অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ,

(১৩) তখন শঙ্খ ও ভেরী ও পণব আনক[১] গোমুখ[২] সহসা বেজে ওঠায় সেই শব্দ তুমুল হ'ল। (১৪) তখন শ্বেত-অশ্বযুক্ত মহাস্যন্দনে (রথে) স্থিত মাধব ও পাণ্ডব (অর্জুন)-ও দিব্য শঙ্খ বাজালেন। (১৫) হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভীমকর্মা বৃকোদর মহাশঙ্খ পৌণ্ড্র বাজালেন। (১৬) কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, এবং নকুল সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক [নামক শঙ্খ বাজালেন]। (১৭) এবং পরমধনুর্ধর কাশ্য (কাশিরাজ) এবং মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট

১। ভেরী পণব আনক—ঢাক ঢোল জাতীয়। ২। গোমুখ—শিঙা জাতীয়।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টবা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
অর্জুন উবাচ
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥

(১৮) পৃথিবীপতে, দ্রুপদঃ চ দ্রৌপদেয়াঃ, চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ, সর্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ। (১৯) সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ নভঃ চ পৃথিবীং 'চ এব' ব্যনুনাদয়ন্ ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।

(২০) অথ ধার্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টবা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধনুঃ উদ্যম্য, (২১) মহীপতে, তদা হৃষীকেশং ইদং বাক্যং আহ।—

অর্জুনঃ উবাচ।—অচ্যুত, উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়,

এবং অপরাজিত সাত্যকি,

(১৮) হে পৃথিবীপতে (ধৃতরাষ্ট্র), দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীপুত্রেরা, এবং মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র, সর্ব দিকে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজালেন। (১৯) সেই তুমুল শব্দ নভ ও পৃথিবী অনুনাদিত ক'রে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের হৃদয় বিদীর্ণ করলে।

(২০) অনন্তর ধার্তরাষ্ট্রগণকে (কুরুপক্ষের সৈন্যকে) ব্যবস্থিত দেখে শস্ত্রসম্পাত আসন্ন হওয়ায় কপিধ্বজ পাণ্ডব (অর্জুন) ধনু উঠিয়ে, (২১) হে মহীপতে (ধৃতরাষ্ট্র), তখন হৃষীকেশকে এই কথা বললেন।—

অর্জুন বললেন।—হে অচ্যুত (কৃষ্ণ), উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ রাখ,

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

(২২) যাবৎ অহং যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ এতান্ নিরীক্ষে—অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্। (২৩) যুদ্ধে দুর্বুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ এতে যে অত্র সমাগতাঃ তান্ যোৎস্যমানান্ অহং অবেক্ষে।

সঞ্জয়ঃ উবাচ।—(২৪) ভারত, গুড়াকেশেন এবং উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা (২৫) ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ চ সর্বেষাং মহীক্ষিতাং [প্রমুখতঃ] ইতি উবাচ—পার্থ, এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য।

(২২) যতক্ষণ আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত এদের দেখি—এই রণসমুদ্যমে (আসন্ন যুদ্ধে) কাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। (২৩) যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি ধার্তরাষ্ট্রের (দুর্যোধনের) প্রিয়চিকীর্ষু (প্রিয়সাধনেচ্ছু) এই যাঁরা এখানে সমাগত, সেই সকল যুদ্ধার্থীকে আমি দেখি।

সঞ্জয় বললেন।—(২৪) হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র), গুড়াকেশ (অর্জুন) কর্তৃক এই প্রকারে উক্ত (অনুরুদ্ধ) হ'য়ে হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে রথোত্তম স্থাপন ক'রে, (২৫) ভীষ্মদ্রোণের এবং সকল রাজগণের সম্মুখীন হ'য়ে এই বললেন—হে পার্থ, এই সকল সমবেত কুরুগণকে দেখ।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥ ২৬ ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয় সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ২৭ ॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ॥ ২৮ ॥

অর্জুন উবাচ

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥

(২৬) অথ পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি পিতৄন্, পিতামহান্, আচার্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্, শ্বশুরান্, চ এব সুহৃদঃ স্থিতান্, অপশ্যৎ (২৭) 'সঃ' কৌন্তেয় তান্ সর্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য (২৮) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদঃ [সন্] ইদং অব্রবীৎ—

অর্জুনঃ উবাচ।—কৃষ্ণ, ইমান্ যুযুৎসূন্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্টবা (২৯) মম গাত্রাণি সীদন্তি, চ মুখং পরিশুষ্যতি, চ মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ জায়তে।

(২৬) অনন্তর পার্থ সেখানে উভয়সেনাতেই পিতা (পিতৃস্থানীয়), পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, এবং সখা, শ্বশুর এবং সুহৃদ্‌গণকে অবস্থিত দেখলেন। (২৭) কৌন্তেয় (অর্জুন) সেই সকল বন্ধুগণকে (আত্মীয়-গণকে) অবস্থিত দেখে (২৮) পরম কৃপায় আবিষ্ট [ও] বিষণ্ণ হ'য়ে এই বললেন—

অর্জুন বললেন।—হে কৃষ্ণ, এই সকল যুযুৎসু স্বজনদের সমবেত দেখে (২৯) আমার গাত্র (অঙ্গ) সকল অবসন্ন হচ্ছে, এবং মুখ পরিশুষ্ক হচ্ছে, এবং আমার শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ হচ্ছে।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০ ॥
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১ ॥
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥ ৩২ ॥
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ ॥

(৩০) হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে, চ এব ত্বক্‌ পরিদহ্যতে। অবস্থাতুং চ শক্নোমি ন, মে মনঃ চ ইব ভ্রমতি। (৩১) চ, কেশব, বিপরীতানি নিমিত্তানি পশ্যামি। আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ চ অনুপশ্যামি ন। (৩২) কৃষ্ণ, বিজয়ং কাঙ্ক্ষে ন, রাজ্যং চ সুখানি চ ন। গোবিন্দ, নঃ রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ বা জীবিতেন কিম্‌? (৩৩) যেষাং অর্থে নঃ রাজ্যং, ভোগাঃ, চ সুখানি কাঙ্ক্ষিতং, তে ইমে প্রাণান্‌ চ ধনানি ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ। (৩৪) আচার্যাঃ, পিতরঃ, পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ, তথা সম্বন্ধিনঃ—

(৩০) হাত থেকে গাণ্ডীব স্রস্ত হচ্ছে, এবং ত্বক্‌ পরিদগ্ধ হচ্ছে। অবস্থান করতেও পারছি না, আমার মনও যেন ঘুরছে। (৩১) এবং, হে কেশব, বিপরীত (অশুভ) লক্ষণসকল দেখছি। যুদ্ধে স্বজন হত্যা ক'রে শ্রেয়ও দেখতে পাচ্ছি না। (৩২) হে কৃষ্ণ, বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্য ও সুখ-সকলও নয়। হে গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কি [প্রয়োজন], ভোগে বা জীবনে কি [প্রয়োজন]? (৩৩) যাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ, ও সুখ-সকল আকাঙ্ক্ষিত, সেই তারা প্রাণ ও ধন [এর মায়া] ত্যাগ ক'রে যুদ্ধে অবস্থান করছে। (৩৪) আচার্য, পিতা (পিতৃস্থানীয়), পুত্র, এবং পিতামহ, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ—

এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮ ॥

(৩৫) মধুসূদন, মহীকৃতে কিং নু, অপি ত্রৈলোক্যরাজস্য হেতোঃ ঘ্নতঃ অপি এতান্ হন্তুং ইচ্ছামি ন। (৩৬) জনার্দন, ধার্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ? এতান্ আততায়িনঃ হত্বা অস্মান্ পাপং এব আশ্রয়েৎ। (৩৭) তস্মাৎ, সবান্ধবান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং বয়ং অর্হাঃ ন; হি, মাধব, স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম? (৩৮) যদি অপি লোভ-উপহত-চেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং চ মিত্রদ্রোহে পাতকং পশ্যন্তি ন,

(৩৫) হে মধুসূদন, মহীর নিমিত্ত কি (পৃথিবীর জন্য দূরে থাক), এমন কি ত্রৈলোক্যরাজ্যের হেতু—নিহত হ'য়েও এঁদের হত্যা করতে ইচ্ছা করি না। (৩৬) হে জনার্দন, ধার্তরাষ্ট্রগণকে হত্যা ক'রে আমাদের কি প্রীতি (সুখ) হবে? এই সকল আততায়ীদের হত্যা করলে আমাদের পাপই আশ্রয় করবে। (৩৭) সেজন্য, সবান্ধব ধার্তরাষ্ট্রগণকে হত্যা করতে আমরা যোগ্য নই (হত্যা করা আমাদের অনুচিত); কারণ হে মাধব, স্বজন বধ ক'রে কি ক'রে সুখী হব? (৩৮) যদিও লোভে হতচিত্ত (জ্ঞানহীন) এরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহে পাতক দেখছে না,

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্‌।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্‌ভির্জনার্দন ॥ ৩৯ ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ ॥ ৪১ ॥
সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসংকরকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥

(৩৯) জনার্দন, কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্‌ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং কথং জ্ঞেয়ং ন? (৪০) কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্মাঃ প্রণশ্যন্তি; ধর্মে নষ্টে অধর্মঃ কৃৎস্নং কুলং উত অভিভবতি। (৪১) কৃষ্ণ, অধর্ম-অভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি; বার্ষ্ণেয়, স্ত্রীষু দুষ্টাসু, বর্ণসংকরঃ জায়তে। (৪২) সংকরঃ কুলঘ্নানাং চ কুলস্য নরকায় এব। এষাং লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ পিতরঃ হি পতন্তি। (৪৩) কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসংকরকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্মাঃ চ কুলধর্মাঃ উৎসাদ্যন্তে।

(৩৯) [তথাপি] হে জনার্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষের দ্রষ্টা আমাদের এই পাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জ্ঞান কেন হবে না? (কুলক্ষয়ের দোষ জেনে আমরা কেন এই পাপ করব?) (৪০) কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম প্রনষ্ট হয়; ধর্ম নষ্ট হ'লে অধর্ম সমস্ত কুলকেই অভিভূত করে। (৪১) হে কৃষ্ণ, অধর্মের অভিভব (আক্রমণ হ'লে কুলস্ত্রীরা দুষ্টা হয়; হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশজাত), স্ত্রী দুষ্টা হ'লে বর্ণসংকর জন্মায়। (৪২) সংকরজাতি কুলঘ্নগণের এবং কুলের নরকের হেতুস্বরূপই। তাদের পিণ্ডোদকবর্জিত পিতৃগণ নিশ্চয় পতিত হয়। (৪৩) কুলঘ্নগণের এই সকল বর্ণসংকরকারক দোষের ফলে শাশ্বত জাতিধর্ম ও কুলধর্ম সকল উৎসাদিত হয়।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪ ॥

অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

(৪৪) জনার্দন, উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং নরকে নিয়তং বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম। (৪৫) অহোবত বয়ং মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতাঃ—যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ। (৪৬) যদি শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্তরাষ্ট্রাঃ অপ্রতীকারং অশস্ত্রং মাং রণে হন্যুঃ, তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ।—(৪৭) সংখ্যে এবং উক্ত্বা শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জুনঃ সশরং চাপং বিসৃজ্য রথোপস্থে উপাবিশৎ।

(৪৪) হে জনার্দন, উৎসন্নকুলধর্মগণের (যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়েছে এমন লোকের) নরকে নিয়ত বাস হয় এইরূপ [আমরা] শুনেছি। (৪৫) হায়, আমরা মহাপাপ করতে চেষ্টিত হয়েছি—যখন রাজ্যসুখলোভে স্বজন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি। (৪৬) যদি শস্ত্রপাণি ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রতিকারবিমুখ অশস্ত্র [অবস্থায়] আমাকে রণে হত্যা করে, তা আমার মঙ্গলতর হবে।

সঞ্জয় বললেন।—(৪৭) যুদ্ধে (যুদ্ধস্থলে) এই প্রকার ব'লে শোকে উদ্বিগ্ন-চিত্ত অর্জুন সশর ধনু বিসর্জন ক'রে (রেখে দিয়ে) রথের আসনে উপবেশন করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(সাংখ্য যোগ)

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ।—(১) তথা কৃপয়া আবিষ্টং অশ্রুপূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণং বিষীদন্তং তং মধুসূদনঃ ইদং বাক্যং উবাচ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(২) অর্জুন, বিষমে ইদং অনার্যজুষ্টং অস্বর্গ্যং অকীর্তিকরং কশ্মলং ত্বা কুতঃ সমুপস্থিতম্? (৩) পার্থ, ক্লৈব্যং গমঃ মাস্ম; এতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে ন। পরন্তপ, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ।

অর্জুনঃ উবাচ।—(৪) অরিসূদন মধুসূদন, সংখ্যে পূজার্হৌ ভীষ্মং চ দ্রোণং প্রতি ইষুভিঃ অহং কথং যোৎস্যামি?

সঞ্জয় বললেন।—(১) তখন কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণ-আকুলনয়ন বিষাদগ্রস্ত তাঁকে (অর্জুনকে) মধুসূদন এই কথা বললেন।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥
ন চৈতদ্‌বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

(৫) মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা ইহলোকে ভৈক্ষ্যং ভোক্তুং হি শ্রেয়ঃ; তু গুরূন্ হত্বা ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্[১] ভোগান্ ভুঞ্জীয়। (৬) যৎ বা জয়েম, বা যদি ন জয়েয়ুঃ—কতরং নঃ গরীয়ঃ এতৎ চ বিদ্ম ন। যান্ হত্বা জিজীবিষামঃ এব ন তে ধার্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(২) হে অর্জুন, [এই] বিষম কালে এপ্রকার অনার্যজুষ্ট (অনার্য ব্যক্তির আচরিত) স্বর্গের প্রতিবন্ধক অকীর্তিকর মোহ তোমার কোথা থেকে উপস্থিত হ'ল? (৩) হে পার্থ, ক্লৈব্য পেয়ো না, এ তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ ক'রে ওঠ।

অর্জুন বললেন।—(৪) হে অরিসূদন মধুসূদন, যুদ্ধে পূজার্হ ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি বাণ দ্বারা (তাঁদের প্রতি শরসন্ধান ক'রে) আমি কি ক'রে লড়ব? (৫) মহানুভাব গুরুগণকে হত্যা না করে ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোগ করাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু গুরুগণকে হত্যা করলে ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থকাম[১] (অর্থকাম রূপ) ভোগ্যসকল ভোগ করতে হবে। (৬) যদি বা জয়ী হই, অথবা যদি আমাদের জয় করে—কোন্‌টি আমাদের শ্রেয় তাও জানি না। যাদের হত্যা ক'রে বেঁচে থাকতেও চাই না সেই ধার্তরাষ্ট্রগণ সম্মুখে অবস্থিত [রয়েছেন]।

১। তিলক ৫ম শ্লোকের অন্বয় করেন—অর্থকামান্ গুরূন্, অর্থাৎ ভীষ্মাদি গুরুজন যাঁরা দুর্যোধনের অর্থভোগী।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

(৭) কার্পণ্যদোষ-উপহতস্বভাবঃ ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি, যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ মে নিশ্চিতং ব্রূহি। অহং তে শিষ্যঃ; ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি। (৮) ভূমৌ অসপত্নং ঋদ্ধং রাজ্যং, অপি সুরাণাং আধিপত্যং অবাপ্য চ, যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাং উচ্ছোষণং শোকং অপনুদ্যাৎ [তৎ] হি প্রপশ্যামি ন।

সঞ্জয়ঃ উবাচ।—(৯) পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশং গোবিন্দং এবং উক্ত্বা ন যোৎস্যে—ইতি উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব 'হ'।

(৭) কার্পণ্যদোষে (বুদ্ধির দৈন্যে) উপহতস্বভাব (অভিভূতচিত্ত) [হ'য়ে], ধর্মসংশয়ে মূঢ়চিত্ত [হ'য়ে] আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি, যা শ্রেয় হয় তা আমাকে নিশ্চিত বল। আমি তোমার শিষ্য; তোমার শরণাপন্ন আমাকে উপদেশ দাও। (৮) ভূতলে অসপত্ন (অপ্রতিদ্বন্দ্বী) রাজ্য, এমন কি সুরগণের আধিপত্য পেলেও যা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণকর শোক অপনোদন করতে পারে, এমন কিছু দেখছি না।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥
শ্রীভগবানুবাচ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

(১০) ভারত, উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তং [অর্জুনং] হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব ইদং বচঃ উবাচ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১১) ত্বং অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ, চ প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে; গতাসূন্ চ অগতাসূন্ পণ্ডিতাঃ অনুশোচন্তি ন। (১২) অহং জাতু আসং ন, ত্বং ন, ইমে নরাধিপাঃ ন—[ইতি] তু ন 'এব'। অতঃপরং বয়ং সর্বে ভবিষ্যামঃ ন—[ইতি] চ ন 'এব'। (১৩) দেহিনঃ যথা অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ; ধীরঃ তত্র মুহ্যতি ন। (১৪) কৌন্তেয়, মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ, আগম-অপায়িনঃ, অনিত্যাঃ। ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব।

সঞ্জয় বললেন।—(৯) পরন্তপ গুড়াকেশ (অর্জুন) হৃষীকেশ গোবিন্দকে এইপ্রকার ব'লে, যুদ্ধ করব না—এই ব'লে নীরব হলেন।

(১০) হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র), উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত সেই অর্জুনকে হৃষীকেশ যেন উপহাস ক'রে এই কথা বললেন।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১১) তুমি অশোচ্যগণের জন্য অনুশোচনা করছ, আবার প্রজ্ঞাবাক্য (জ্ঞানের কথা) বলছ। যে মৃত এবং যে মরেনি, তাদের

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

জন্য পণ্ডিতগণ অনুশোচনা করেন না। (১২) আমি [পূর্বে] কখনও ছিলাম না, তুমি [ছিলে] না, এই সকল জনাধিপ [ছিলেন] না—এমনও নয়। (১৩) দেহীর (দেহধারী আত্মার) যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা, সেইরূপ দেহান্তরপ্রাপ্তি [ঘটে]। ধীর ব্যক্তি (স্থিরচিত্ত জ্ঞানী) তাতে মোহগ্রস্ত হন না। (১৪) হে কৌন্তেয়, মাত্রার স্পর্শসমূহ (রূপরসাদির ইন্দ্রিয়সহিত সংস্পর্শ, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ানুভূতি) শীতোষ্ণ সুখদুঃখদায়ক, আগম ও অপায় বিশিষ্ট (উৎপত্তি এবং বিনাশশীল), [অতএব] অনিত্য। হে ভারত, সে সকল সহ্য কর।

(১৫) পুরুষর্ষভ, যং সমদুঃখসুখং ধীরং পুরুষং এতে ব্যথয়ন্তি ন, সঃ হি অমৃতায় কল্পতে। (১৬) অসতঃ ভাবঃ বিদ্যতে ন, সতঃ অভাবঃ বিদ্যতে ন। তত্ত্বদর্শিভিঃ 'তু' অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ। (১৭) যেন ইদং সর্বং ততং, তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি। কশ্চিৎ অস্য অব্যয়স্য বিনাশং কর্তুং অর্হতি ন।

(১৫) হে পুরুষর্ষভ, যে সমদুঃখসুখ (দুঃখে ও সুখে সমভাবাপন্ন) ধীর পুরুষকে এরা (ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ানুভূতি সকল) ব্যথা দেয় না, তিনিই অমৃতত্বলাভের যোগ্য। (১৬) অসৎ বস্তুর স্থিতি নেই, সৎ বস্তুর বিনাশ নেই। তত্ত্বদর্শিগণদ্বারা এদের উভয়েরই অন্ত (চরম তথ্য) দৃষ্ট হয়েছে। (১৭) যাঁর দ্বারা এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্যাপ্ত, তাঁকেই অবিনাশী জেনো। কেউ এই অব্যয়ের বিনাশ করতে পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

(১৮) অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য নিত্যস্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ; ভারত, তস্মাৎ যুধ্যস্ব। (১৯) যঃ এনং হন্তারং বেত্তি, চ যঃ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ বিজানীতঃ ন। অয়ং হন্তি ন, হন্যতে ন। (২০) অয়ং কদাচিৎ জায়তে বা ম্রিয়তে ন; বা ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ন—[ইতি চ] ন। অয়ং অজঃ, নিত্যঃ, শাশ্বতঃ, পুরাণঃ; শরীরে হন্যমানে হন্যতে ন। (২১) যঃ এনং অবিনাশিনং নিত্যং অজং অব্যয়ং বেদ, পার্থ, সঃ পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি, কং হন্তি?

(১৮) অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য শরীরীর (শরীরধারী আত্মার) এই দেহ সকল বিনাশশীল উক্ত হয়; হে ভারত, অতএব যুদ্ধ কর। (১৯) যে এঁকে (আত্মাকে) হন্তা জ্ঞান করে, এবং যে এঁকে হত মনে করে, তারা উভয়ে জানে না। ইনি হনন করেন না, হত হন না। (২০) ইনি কদাচ জন্মেন না বা মরেন না; অথবা [এখন] হ'য়ে (উৎপন্ন হ'য়ে) পুনর্বার হবেন না—এও নয়। ইনি জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়, অনাদি; শরীর হত হ'লে [এই আত্মা] হত হন না। (২১) যে এঁকে অবিনাশী নিত্য জন্মহীন অক্ষয় জেনেছে, হে পার্থ, সেই পুরুষ কি ক'রে কাকে হনন করায়, কাকে [বা] হনন করে?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

(২২) নরঃ যথা জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি [বাসাংসি] গৃহ্ণাতি, তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি [শরীরাণি] সংযাতি। (২৩) শস্ত্রাণি এনং ছিন্দন্তি ন, পাবকঃ এনং দহতি ন, আপঃ চ এনং ক্লেদয়ন্তি ন, মারুতঃ শোষয়ন্তি ন। (২৪) অয়ং অচ্ছেদ্যঃ, অয়ং অদাহ্যঃ, অয়ং অক্লেদ্যঃ, এব চ অশোষ্যঃ। অয়ং নিত্যঃ, সর্বগতঃ, স্থাণুঃ, অচলঃ, সনাতনঃ। (২৫) অয়ং অব্যক্তঃ, অয়ং অচিন্ত্যঃ, অয়ং অবিকার্যঃ—[ইতি] উচ্যতে। তস্মাৎ এনং এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং অর্হসি ন।

(২২) নর যেমন জীর্ণ বস্ত্রসকল ত্যাগ ক'রে অপর নব বস্ত্রসকল গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীরসকল ত্যাগ ক'রে অন্য নব শরীর-সকল পান। (২৩) শস্ত্রসকল (কোনও অস্ত্র) এ'কে ছিন্ন করে না, পাবক এ'কে দগ্ধ করে না, জলও একে ক্লিন্ন (আর্দ্র) করে না, বায়ু শুষ্ক করে না। (২৪) ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন (চিরন্তন)। (২৫) ইনি অব্যক্ত, ইনি অচিন্ত্য, ইনি অবিকার্য—এইরূপ উক্ত আছে। অতএব এ'কে (আত্মাকে) এপ্রকার জেনে অনুশোচনা করতে পার না।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ ২৮ ॥
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈবচান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

(২৬) অথ চ এনং নিত্যজাতং বা নিত্যং মৃতং মন্যসে, তথাপি, মহাবাহো, এনং শোচিতুং ত্বং অর্হসি ন। (২৭) হি, জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, চ মৃতস্য জন্ম ধ্রুবম্। তস্মাৎ অপরিহার্যে অর্থে শোচিতুং ত্বং অর্হসি ন। (২৮) ভারত, ভূতানি অব্যক্ত-আদীনি, ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি 'এব'; তত্র কা পরিদেবনা? (২৯) কশ্চিৎ এনং আশ্চর্যবৎ পশ্যতি, তথা এব চ অন্যঃ আশ্চর্যবৎ বদতি; চ অন্যঃ এনং আশ্চর্যবৎ শৃণোতি; অপি কশ্চিৎ শ্রুত্বা চ এব এনং বেদ ন।

(২৬) আর যদি এঁকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত (বারংবার জন্মমৃত্যুশীল) মনে কর, তথাপি, হে মহাবাহো, এঁর জন্য শোক করতে তুমি পার না। (২৭) কারণ, জাত ব্যক্তির মৃত্যু ধ্রুব, এবং মৃতের জন্ম (পুনর্জন্ম) ধ্রুব। অতএব অপরিহার্য (অনিবার্য) বিষয়ে শোক করতে তুমি পার না। (২৮) হে ভারত, জীব সকল আদিতে অব্যক্ত (জন্মের পূর্বে অজ্ঞাত), মধ্যে (জীবিতকালে) ব্যক্ত, নিধনে (মরণান্তে) অব্যক্ত; তাতে (এক্ষেত্রে) কিসের খেদ? (২৯) কেউ এঁকে (আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ দেখে (মনে করে), কেউ [এঁর সম্বন্ধে] আশ্চর্যবৎ বলে; এবং অন্য কেউ [এঁর সম্বন্ধে] আশ্চর্যবৎ শোনে; অথচ কেউ শুনেও এঁকে জানে না।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

(৩০) ভারত, অয়ং দেহী সর্বস্য দেহে নিত্যং অবধ্যঃ; অস্মাৎ ভূতানি সর্বাণি শোচিতুং ত্বং অর্হসি ন। (৩১) অপি, স্বধর্মং অবেক্ষ্য চ [ত্বং] বিকম্পিতুং অর্হসি ন; হি, ধর্মাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে। (৩২) অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্। পার্থ, সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ ঈদৃশং যুদ্ধং লভন্তে। (৩৩) অথ চেৎ ত্বং ইমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি; ততঃ স্বধর্মং চ কীর্তিং 'চ' হিত্বা পাপং অবাপ্স্যসি। (৩৪) অপি ভূতানি চ তে অব্যয়াং অকীর্তিং কথয়িষ্যন্তি; সম্ভাবিতস্য অকীর্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে।

(৩০) হে ভারত, এই দেহী (আত্মা) সর্বদেহে নিত্য অবধ্য; অতএব প্রাণিগণের জন্য শোক করতে তুমি পার না। (৩১) আর, স্বধর্ম দেখেও (স্বধর্মের কর্তব্য বুঝেও) তুমি বিকম্পিত হ'তে পার না; কারণ, ধর্ম্য যুদ্ধের চেয়ে ক্ষত্রিয়ের আর অন্য শ্রেয় নেই। (৩২) অনাবৃত স্বর্গদ্বার আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছে। হে পার্থ, সুখী (সুখান্বেষী কিংবা ভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়গণ ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করেন। (৩৩) আর যদি তুমি এই ধর্ম্য সংগ্রাম না কর, তবে স্বধর্ম ও কীর্তি হারিয়ে পাপগ্রস্ত হবে। (৩৪) এবং লোকেও তোমার অক্ষয় অকীর্তি বলবে; সম্মানিত ব্যক্তির অকীর্তি মরণকেও অতিক্রম করে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

(৩৫) মহারথাঃ চ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং মংস্যন্তে—যেষাং ত্বং বহুমতঃ ভূত্বা চ লাঘবং যাস্যসি। (৩৬) তব অহিতাঃ তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি; ততঃ দুঃখতরং নু কিম্? (৩৭) হতঃ বা, স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে; তস্মাৎ, কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ [সন্] উত্তিষ্ঠ। (৩৮) ততঃ সুখদুঃখে 'সমে কৃত্বা', লাভ-অলাভৌ জয়-অজয়ৌ [সমৌ কৃত্বা] যুদ্ধায় যুজ্যস্ব; এবং [কৃতে] পাপং অবাপ্স্যসি ন।

(৩৫) মহারথগণও তোমাকে ভয়ে রণ থেকে বিরত মনে করবেন—যাঁদের কাছে তুমি বহুসম্মানিত হয়েও হীনতা প্রাপ্ত হবে। (৩৬) তোমার অহিত-কারিগণ তোমার সামর্থ্য নিন্দা ক'রে বহু অকথ্য কথা বলবে; তার চেয়ে দুঃখতর আর কি [আছে]? (৩৭) হত হও যদি, স্বর্গ পাবে; জিতলেও মহীভোগ করবে। অতএব, হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় (স্থিরসংকল্প) হ'য়ে ওঠ। (৩৮) সেজন্য সুখদুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-অজয় সমান জ্ঞান ক'রে যুদ্ধে নিযুক্ত হও; এরূপ করলে পাপগ্রস্ত হবে না।

(যুদ্ধের বিরুদ্ধে অর্জুন নানাপ্রকার লোকপ্রচলিত আপত্তি তুললেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যেন উপহাস ক'রে—'প্রহসন ইব'—প্রথমে সাংখ্যসন্ন্যাসিগণের মামুলী কথা—আত্মার অবিনাশিতা ইত্যাদি—বোঝালেন। তারপর ক্ষত্রিয়-ধর্মের কর্তব্য, লোকনিন্দার ভয়, রাজ্য বা স্বর্গলাভ ইত্যাদি সাধারণ যুক্তির অবতারণা করলেন। অবশেষে ৩৯ শ্লোক থেকে গীতাধর্মবিবৃতি আরম্ভ করলেন।)

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

(৩৯) পার্থ, সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতাঃ; যোগে তু ইমাং [বুদ্ধিং] শৃণু, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্ত [সন্] কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি। (৪০) ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে; অস্য ধর্মস্য স্বল্পং অপি মহতো ভয়াৎ ত্রায়তে। (৪১) কুরুনন্দন, ইহ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা; অব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ঃ 'হি' বহুশাখাঃ চ অনন্তাঃ।

(৩৯) হে পার্থ, সাংখ্য-অনুসারে ঐপ্রকার বুদ্ধি (যুক্তি) তোমাকে বলা হল; যোগ (কর্মযোগ) অনুসারেও এই বুদ্ধি শোন, যে বুদ্ধির সহিত যুক্ত হলে কর্মবন্ধ পরিহার করবে। (৪০) এতে উপক্রমের নাশ নেই (উদ্‌যোগ নিষ্ফল হয় না), প্রত্যবায় (বিঘ্ন) নেই; এই ধর্মের স্বল্পও মহাভয় হতে ত্রাণ করে। (৪১) হে কুরুনন্দন, এতে (এই কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মিকা বা কার্যাকার্যনির্ণয়ের বুদ্ধি) এক (একনিষ্ঠ, একই প্রকার); অব্যবসায়িগণের (যাদের সংকল্প অনিশ্চিত তাদের) বুদ্ধি বহুশাখা (বহু সিদ্ধান্তের অভিমুখী) এবং অনন্ত (অশেষপ্রকার; অথবা যার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না, inconclusive)।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচঃ প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

(৪২—৪৪) পার্থ, অবিপশ্চিতঃ, বেদবাদরতাঃ, ন-অন্যৎ-অস্তি-ইতি-বাদিনঃ, কামাত্মনঃ, স্বর্গপরাঃ ইমাং যাং জন্মকর্মফলপ্রদাং ক্রিয়াবিশেষবহুলাং পুষ্পিতাং বাচঃ ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি প্রবদন্তি, তয়াপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকো বুদ্ধিঃ সমাধৌ 'চ' বিধীয়তে ন। (৪৫) বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ; অর্জুন, নিস্ত্রৈগুণ্যঃ, নির্দ্বন্দ্বঃ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ, নির্যোগক্ষেমঃ, আত্মবান্ ভব। (৪৬) সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে [সতি] উদপানে যাবান্ অর্থঃ, বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বেষু বেদেষু তাবান্ অর্থঃ।

(৪২—৪৪) হে পার্থ, অপণ্ডিত, বেদবাদরত (কেবল বেদের কথা যে বলে), [বেদবাক্যভিন্ন] আর কিছুই নেই—এই মতাবলম্বী, কামাত্মা (কামনাময়), স্বর্গপরায়ণ (স্বর্গলোভী) [ব্যক্তিগণ] এই যে জন্মকর্মফলপ্রদ (জন্মান্তর ও কর্মফলদায়ক), ক্রিয়া বিশেষবহুল (বহু অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর বিশিষ্ট), পুষ্পিত (রঞ্জিত, flowery) বাক্য ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির উদ্দেশে বলে, তার দ্বারা (সেই বাক্য দ্বারা) অপহৃতচিত্ত (মুগ্ধ) ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তগণের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট (একাগ্র) হয় না (অর্থাৎ, বেদবাদীদের কথা ভুলে যারা ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা ঐহিক পারত্রিক স্বার্থ সিদ্ধ করতে চায়, তাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না)। (৪৫) বেদসকল ত্রৈগুণ্যের বিষয়ে (ত্রিগুণাত্মক পার্থিব বিষয় বর্ণনায়) পূর্ণ; হে অর্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য, নির্দ্বন্দ্ব (রাগদ্বেষাদির অতীত), নিত্যসত্ত্বস্থ (সদা সত্ত্বগুণাশ্রিত) যোগক্ষেমরহিত (সঞ্চয় ও রক্ষণে নিস্পৃহ), আত্মবান্ (আত্মনির্ভরশীল) হও। (৪৬) সর্বদিকে জলপ্লাবন হলে জলাশয়ে যে প্রয়োজন, জ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠের সর্ববেদে সেই প্রয়োজন (অর্থাৎ, বিশেষ প্রয়োজন নেই)।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

(৪৭) কর্মণি এব তে অধিকারঃ, ফলেষু কদাচন মা; কর্মফলহেতুঃ ভূঃ মা; অকর্মণি [অপি] তে সঙ্গঃ মা অস্তু। (৪৮) ধনঞ্জয়, যোগস্থঃ [সন্] সঙ্গং ত্যক্ত্বা সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা কর্মাণি কুরু; সমত্বং যোগ উচ্যতে। (৪৯) ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগাৎ কর্ম দূরেণ হি অবরং; বুদ্ধৌ শরণং অন্বিচ্ছ; ফল হেতবঃ কৃপণাঃ। (৫০) বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ সুকৃতদুষ্কৃতে উভে জহাতি; তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব; কর্মসু কৌশলং [হি] যোগঃ।

(৪৭) কর্মেই তোমার অধিকার (ক্ষমতা), ফলে কদাচ নয়; কর্মফলার্থী হ'য়ো না; নৈষ্কর্মেও তোমার আসক্তি না হ'ক। (৪৮) হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হ'য়ে আসক্তি ত্যাগ ক'রে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমান হ'য়ে (অবিচলিত থেকে) সকল কর্ম কর; সমত্বকে যোগ বলে। (৪৯) হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম (সাধারণ বা কাম্য কর্ম) নিতান্তই নিকৃষ্ট; বুদ্ধির শরণ অন্বেষণ কর; ফলাকাঙ্ক্ষীরা কৃপণ (দীন, হীনমতি)। (৫০) বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুকৃত-দুষ্কৃত উভয়ই পরিহার করে (পাপপুণ্যে নির্লিপ্ত থাকে); অতএব যোগের (বুদ্ধিযোগের) জন্য উদ্‌যোগী হও; কর্মে কৌশলই যোগ।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যথা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

(৫১) বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা হি জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ [সন্তঃ] অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি। (৫২) যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য চ শ্রুতস্য নির্বেদং গন্তাসি। (৫৩) যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ নিশ্চলা [সতী] সমাধৌ অচলা স্থাস্যতি, তদা যোগং অবাপ্স্যসি।

অর্জুনঃ উবাচ।—(৫৪) কেশব, সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য ভাষা কা? স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিং আসীত, কিং ব্রজেত?

(৫১) বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মজ ফল ত্যাগ ক'রেই জন্মবন্ধনমুক্ত হ'য়ে অনাময় (দুঃখরহিত) পদ পান। (৫২) যখন তোমার বুদ্ধি মোহকলিল (মোহের কালুষ্য অথবা মোহের গহন) পার হবে, তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় সম্বন্ধে (যা শোনবার আছে এবং যা শুনেছ এমন শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে) নির্বেদ (ঔদাসীন্য, ঔৎসুক্যের অভাব) প্রাপ্ত হবে। (৫৩) যখন শ্রুতি (বেদ) দ্বারা বিপ্রতিপন্ন (বিভ্রান্ত) তোমার বুদ্ধি নিশ্চলা হ'য়ে (বিবিধ শাস্ত্রবাক্যে বিচলিত না হ'য়ে) সমাধিতে সচলা থাকবে (একনিষ্ঠ হ'য়ে থাকবে), তখন যোগ-প্রাপ্ত হবে।

অর্জুন বললেন।—(৫৪) হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিতধী কি বলেন, কিরূপে থাকেন, কিরূপে চলেন?

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্‌বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

শ্রীভগবান উবাচ।—(৫৫) পার্থ, যদা সর্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি তদা আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে। (৫৬) দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে। (৫৭) যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ, শুভাশুভং প্রাপ্য তৎ তৎ অভিনন্দতি ন চ দ্বেষ্টি ন, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠাতা। (৫৮) কূর্মঃ যথা সর্বশঃ অঙ্গানি [সংহরতে, তথা] ইব অয়ং যদা ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সংহরতে, [তদা] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

শ্রীভগবান বললেন।—(৫৫) হে পার্থ, যখন সর্বপ্রকার মনোগত কামনা ত্যাগ করেন, তখন আপনাতেই আপনি তুষ্ট [এমন পুরুষ] স্থিতপ্রজ্ঞ উক্ত হন। (৫৬) দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ, অনুরাগ-ভয়-ক্রোধ-বিরহিত মুনি (সাধক) স্থিতধী উক্ত হন। (৫৭) যিনি সর্বত্র (সর্বভূতে বা সর্ববিষয়ে) স্নেহহীন (মমতাশূন্য), শুভাশুভ পেয়ে সেই সেই বিষয়ে আনন্দিত হন না এবং বিদ্বেষযুক্ত হন না, তাঁর প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী)। (৫৮) কূর্ম যেমন সর্বদিক থেকে অঙ্গ সকল সংহরণ করে (খোলকের ভিতর টেনে নেয়), সেই প্রকারে ইনি যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সংহরণ করেন, তখন তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥
যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

(৫৯) নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ রসবর্জং বিনিবর্তন্তে, [তু] পরং দৃষ্ট্বা অস্য রসঃ অপি নিবর্ততে। (৬০) কৌন্তেয়, যততঃ বিপশ্চিতস্য পুরুষস্য অপি মনঃ প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং 'হি' হরন্তি। (৬১) তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্তঃ [সন্] মৎপরঃ আসীত; হি, ইন্দ্রিয়াণি যস্য বশে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (৬২) বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে;

(৫৯) নিরাহার[১] দেহীর (উপবাসী ব্যক্তির দুর্বলতার ফলে) বিষয়সকল (বিষয়ানুভূতি) রস বর্জন ক'রে (আসক্তিকে ফেলে রেখে, আসক্তি অপরিবর্তিত রেখে) নিবৃত্ত হয় (বিষয়ের অনুভূতি না থাকলেও আসক্তি থাকে); কিন্তু পরমতত্ত্ব জানলে রসও (আসক্তি, অনুরাগ) নিবৃত্ত হয়। (৬০) হে কৌন্তেয়, যত্নপরায়ণ পণ্ডিত পুরুষেরও মন প্রমথনকারী (বিক্ষোভকর) ইন্দ্রিয়গণ সবলে হরণ করে। (৬১) তাদের সকলকে (সকল ইন্দ্রিয়কে) সংযত ক'রে যোগযুক্ত [এবং] মৎপরায়ণ হয়ে থাকতে হবে; কারণ, ইন্দ্রিয়গণ যার বশে তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (৬২) বিষয়সমূহের ধ্যান (চিন্তা) করতে করতে পুরুষের তাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়; আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে (কামনাপূরণে বাধা হলে) ক্রোধ উৎপন্ন হয়;

---

১ ভাষ্যকারদের অর্থ—যে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় আহরণ করে না, ইন্দ্রিয়ভোগে অক্ষম আতুরাদি।

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

(৬৩) ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। (৬৪) তু বিধেয়াত্মা রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ প্রসাদং অধিগচ্ছতি। (৬৫) প্রসাদে [সতি] অস্য সর্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে; হি প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধিঃ আশু পর্যবতিষ্ঠতে। (৬৬) অযুক্তস্য বুদ্ধি নাস্তি, অযুক্তস্য ভাবনা চ ন; অভাবয়তঃ শান্তিঃ চ ন; অশান্তস্য সুখঃ কুতম্?

(৬৩) ক্রোধ থেকে সম্মোহ[২] (অবিবেক; কিংবা ভ্রান্ত ধারণা) হয়, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম (ধর্মশাস্ত্রের বিধান সম্বন্ধে ভ্রান্তি), স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হ'লে [মানুষ] বিনষ্ট হয়। (৬৪) কিন্তু আত্মসংযমী পুরুষ রাগদ্বেষবর্জিত আত্মবশ্য (নিজের বশীভূত) ইন্দ্রিয়গণদ্বারা বিষয়-সকলে বিচরণ ক'রে (বিষয় ভোগ ক'রে) প্রসাদ (প্রসন্নতা) প্রাপ্ত হন। (৬৫) প্রসাদ হ'লে তাঁর সর্বদুঃখের নাশ হয়; কারণ প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। (৬৬) অযুক্তের (অযোগযুক্তের) বুদ্ধি নেই, অযুক্তের ভাবনা[২] (আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ; কিংবা তৃপ্তি) নেই, ভাবনাহীনের শান্তিও নেই; অশান্তের সুখ কোথায়?

---

১ সম্মোহ—১০।৪ অসম্মোহ দেখ।

২ ভাবনা—৩।১১—১২ শ্লোকে 'ভাবয়ত, ভাবিত' তৃপ্তি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ॥ ৬৮ ॥
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদবৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

(৬৭) চরতাং ইন্দ্রিয়াণাং যৎ হি মনঃ অনুবিধীয়ন্তে, তৎ—বায়ুঃ [যথা] অম্ভসি নাবং [হরতি, তথা] ইব—অস্য প্রজ্ঞাং হরতি। (৬৮) তস্মাৎ, মহাবাহো, যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্বশঃ নিগৃহীতানি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠাতা। (৬৯) যা সর্বভূতানাং নিশা, তস্যাং সংযমী জাগর্তি; যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি, পশ্যতঃ মুনেঃ সা নিশা। (৭০) যদ্বৎ আপঃ আপূর্যমাণং অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রং প্রবিশন্তি, তদ্বৎ সর্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি স [এব] শান্তিং আপ্নোতি, কামকামী ন।

(৬৭) বিচরণকারী (নানা বিষয়ের প্রতি ধাবমান) ইন্দ্রিয়গণের যাকেই মন অনুসরণ করে, তা (সেই ইন্দ্রিয়)—বায়ু যেমন জলমধ্যে নৌকা হরণ করে সেইপ্রকার—তার (অসংযমীর) প্রজ্ঞা হরণ করে। (৬৮) অতএব, হে মহাবাহো, যার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সকল হ'তে সর্বতোভাবে নিগৃহীতিত (আকর্ষিত, সংযত) হয়েছে, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (৬৯) যা সর্বপ্রাণীর [পক্ষে] নিশা (রাত্রিতুল্য অজ্ঞানময়) তাতে সংযমী জেগে থাকেন (সজ্ঞানে কর্ম করেন); যাতে প্রাণিগণ (সাধারণ লোক) জেগে থাকে (ব্যাপৃত থাকে), দৃষ্টিশালী মুনির (স্থিতপ্রজ্ঞ সাধকের) তা নিশা (রাত্রিতুল্য বিরতিক্ষেত্র) (অর্থাৎ সাধারণ লোক ও স্থিতপ্রজ্ঞের জীবনযাত্রা বিভিন্ন)। (৭০) যেমন [নদী বৃষ্টি ইত্যাদির] জলরাশি আপূর্যমাণ (জলগ্রহণশীল) [তথাপি] অচলপ্রতিষ্ঠ (অনুচ্ছ্বসিত, বিকাররহিত) সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইপ্রকার সর্বকামনা যাঁতে প্রবেশ করে (লয় হ'য়ে যায়), তিনিই শান্তি পান; কাম্যকামী (কাম্যফলাকাঙ্ক্ষী) নয়।

বিহায় কামান্‌ যঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

(৭১) যঃ পুমান্‌ সর্বান্‌ কামান্‌ বিহায় নিস্পৃহঃ নির্মমঃ নিরহংকারঃ [সন্‌] চরতি, সঃ শান্তিং অধিগচ্ছতি। (৭২) পার্থ, এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ; এনাং প্রাপ্য বিমোহ্যতি ন; অপি অস্যাং স্থিত্বা অন্তকালে ব্রহ্মনির্বাণং ঋচ্ছতি।

(৭১) যে পুরুষ সকল কামনা ত্যাগ করে নিস্পৃহ নির্মম নিরহংকার (আমার প্রয়োজন—এই বোধশূন্য) হ'য়ে চলেন, তিনি শান্তি পান। (৭২) হে পার্থ, এই ব্রাহ্মী স্থিতি; এ পেলে [মানুষ] মোহগ্রস্ত হয় না; এবং এতে থেকে অন্তকালে ব্রহ্মনির্বাণ পায়।

তৃতীয় অধ্যায়
(কর্মযোগ)

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ।—(১) জনার্দন, চেৎ কর্মণঃ বুদ্ধিঃ তে জ্যায়সী মতা, তৎ কেশব, কিং ঘোরে কর্মণি মাং নিয়োজেয়সি? (২) ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন [ত্বম্]মে বুদ্ধিং ইব মোহয়সি; যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ তৎ একং নিশ্চিত্য বদ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(৩) অনঘ, অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং, কর্মযোগেন যোগিনাম্।

অর্জুন বললেন।—(১) হে জনার্দন, যদি কর্মের চেয়ে বুদ্ধি তোমার শ্রেষ্ঠ মনে হয়, তবে, হে কেশব, কেন ঘোর কর্মে আমাকে নিযুক্ত করছ? (২) বিমিশ্রিতের তুল্য (গোলমেলে) বাক্যে তুমি আমার বুদ্ধি যেন মোহগ্রস্ত করছ; যাতে আমি শ্রেয় পেতে পারি সেইরূপ একটি [বাক্য] নিশ্চিত ক'রে বল।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৩) হে অনঘ, এই লোকে (জগতে) দ্বিবিধ নিষ্ঠা (স্থিতি, আস্থা, সাধনার জন্য আশ্রিত মার্গ) আমার দ্বারা পূর্বে উক্ত হয়েছে—জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যগণের (সাংখ্যসন্ন্যাসিগণের), কর্মযোগ দ্বারা যোগিগণের।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

(৪) পুরুষঃ কর্মণঃ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যং অশ্নুতে ন; সন্ন্যসনাৎ এব চ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ন। (৫) কশ্চিৎ জাতু ক্ষণং অপি অকর্মকৃৎ তিষ্ঠতি ন 'হি'; প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ [সন্] সর্বঃ হি কর্ম কার্যতে। (৬) যঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে, সঃ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে। (৭) অর্জুন, তু যঃ ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ [সন্] কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগং আরভতে, সঃ বিশিষ্যতে।

(৪) পুরুষ কর্মের অনারম্ভদ্বারা (কর্মের চেষ্টা ত্যাগ ক'রে) নৈষ্কর্ম্য লাভ (কর্মত্যাগের ফল লাভ) করে না; সন্ন্যাস (কর্মত্যাগ) দ্বারাও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। (৫) কেউ কখনও ক্ষণমাত্র অকর্মকারী থাকে না (থাকতে পারে না); প্রকৃতিজ গুণসমূহদ্বারা (স্বভাবধর্ম অনুসারে) অবশ হ'য়ে সকলকেই কর্ম করতে হয়। (৬) যে কর্মেন্দ্রিয়গণকে (মুখহস্তপদাদি) সংযত ক'রে মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল স্মরণ করতে থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মা (আত্মপ্রতারক) মিথ্যাচার উক্ত হয় (অর্থাৎ তার কর্মেন্দ্রিয় সংযমরূপ আচরণ নিষ্ফল)। (৭) হে অর্জুন, কিন্তু যে ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়) গণকে মন-দ্বারা নিয়মিত (সংযত) ক'রে অনাসক্ত হ'য়ে কর্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করে, সে বিশিষ্টতর (শ্রেষ্ঠ)।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়োহ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥ ৯ ॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বে এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব স ॥ ১২ ॥

(৮) ত্বং নিয়তং কর্ম কুরু, হি, অকর্মণঃ কর্ম জ্যায়ঃ; চ অকর্মণঃ তে শরীরযাত্রা অপি প্রসিদ্ধেৎ ন। (৯) যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্মবন্ধনঃ; কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গঃ [সন্] তদর্থং কর্ম সমাচর। (১০) পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ—অনেন প্রসবিষ্যধ্বে, এষঃ বঃ ইষ্ট-কামধুক্ অস্তু। (১১) অনেন দেবান্ ভাবয়ত; তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ। (১২) হি যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ বঃ ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে, [অতঃ] তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ ভুঙ্‌ক্তে, সঃ স্তেনঃ এব।

(৮) তুমি নিয়মিত কর্ম কর, কারণ অকর্মের চেয়ে কর্ম শ্রেষ্ঠ; এবং অকর্মা হ'লে তোমার শরীরযাত্রাও সিদ্ধ হবে না। (৯) যজ্ঞার্থ কর্মের অন্যত্র (যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কর্ম করলে) এই লোক (মনুষ্যগণ) কর্মবন্ধনযুক্ত হয়; হে কৌন্তেয়, অনাসক্ত হ'য়ে তার (যজ্ঞের) জন্য কর্ম কর। (১০) পুরাকালে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি ক'রে বলেছিলেন—এর (এই যজ্ঞের) দ্বারা বৃদ্ধিলাভ কর, এ তোমাদের অভীষ্টকামাপূরক হ'ক। (১১) এর দ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত কর, ঐ দেবগণ তোমাদের তৃপ্ত করুন। পরস্পরকে তৃপ্ত ক'রে পরম শ্রেয় লাভ কর। (১২) যেহেতু, যজ্ঞদ্বারা তৃপ্ত দেবগণ তোমাদের অভীষ্ট ভোগসকল দেবেন, অতএব তাঁদের দত্ত (বস্তু) তাঁদের না দিয়ে যে ভোগ করে সে চোরই।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥
অন্নাদ্‌ ভবতি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্‌ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্‌।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৫ ॥
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

(১৩) যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে; তু যে আত্মকারণাৎ পচন্তি তে পাপাঃ অঘং ভুঞ্জতে। (১৪) অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি, পর্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ, যজ্ঞাৎ পর্জন্যঃ ভবতি, যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ। (১৫)[২] কর্ম ব্রহ্ম-উদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং; তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্‌। (১৬) এবং প্রবর্তিতং চক্রং যঃ ইহ অনুবর্ততি ন, পার্থ, সঃ অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং জীবতি।

(১৩) যজ্ঞাবশিষ্টভোজী (দেবগণকে দিয়ে যিনি খান) সাধুগণ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন; কিন্তু যারা আত্মকারণে (কেবল নিজের তৃপ্তির জন্য) পাক (রন্ধন) করে সেই পাপিগণ দুঃখ ভোগ করে। (১৪) অন্ন থেকে প্রাণীরা হয়, পর্জন্য (মেঘ) থেকে অন্ন হয়; যজ্ঞ থেকে পর্জন্য হয়, যজ্ঞ কর্ম থেকে উৎপন্ন। (১৫)[২] কর্ম ব্রহ্ম (বেদ) থেকে উদ্ভূত জেনো, ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষর (পরমাত্মা) থেকে সমুদ্ভূত; অতএব সর্বগত ব্রহ্ম (বেদ) যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। (১৬) এই প্রকারে প্রবর্তিত চক্র (cycle) যে ইহলোকে অনুসরণ করে না, হে পার্থ, সেই পাপজীবী ইন্দ্রিয়সেবী বৃথা জীবিত থাকে।

১। এই অন্বয় ও ব্যাখ্যা শংকরানুযায়ী। শ্রীধরের মতে শেষ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরমাত্মা। যদি 'সমুদ্ভবঃ' পাঠ ধরা হয়, তবে অর্থ সরল হয়—কর্ম ব্রহ্মা থেকে, ব্রহ্মা অক্ষর (ব্রহ্ম, পরমাত্মা) থেকে উৎপন্ন, অতএব সর্বগত ব্রহ্ম (পরমাত্মা) যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

(১৭) তু যঃ মানবঃ আত্মরতিঃ এব চ আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ স্যাৎ, তস্য কার্যং ন বিদ্যতে। (১৮) ইহ তস্য কৃতেন অর্থঃ ন 'এব', অকৃতেন [অপি] কশ্চন ন; অস্য সর্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ চ ন। (১৯) তস্মাৎ অসক্তঃ [সন্] সততং কার্যং কর্ম সমাচর; হি, পুরুষঃ অসক্তঃ [সন্] কর্ম আচরন্ পরং আপ্নোতি। (২০) জনকাদয়ঃ কর্মণা এব হি সংসিদ্ধিং আস্থিতাঃ। লোকসংগ্রহং 'এব' সংপশ্যন্ অপি [ত্বং কর্ম] কর্তুং অর্হসি।

(১৭ কিন্তু যে মানব আত্মরতি (আত্মজ্ঞানে অনুরক্ত) এবং আত্মতৃপ্ত এবং আপনাতেই সন্তুষ্ট থাকে (অর্থাৎ, বিষয়ভোগনিরপেক্ষ থাকে), তার কর্তব্য থাকে না। (১৮) ইহলোকে তার করার অর্থ (সার্থকতা, প্রয়োজন) নেই, না-করাতেও কিছু (কোনও ক্ষতি) নেই; তার সর্বভূতে কোনও অর্থ-মূলক অবলম্বনও নেই (প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অপরের উপর কোনও নির্ভরও নেই। অর্থাৎ যে মানব আত্মরতি আত্মতৃপ্ত, তার যজ্ঞ করা না-করা সমান)। (১৯) অতএব অনাসক্ত হ'য়ে সতত করণীয় কর্ম সমাচরণ কর; কারণ, পুরুষ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করলে পরমগতি পায়। (২০) জনকাদি কর্মদ্বারাই সংসিদ্ধি পেয়েছিলেন। লোকসংগ্রহের (লোকরক্ষার) প্রতি দৃষ্টি রেখেও তুমি কর্ম করতে বাধ্য।

যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্‌।
সংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

(২১) শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি ইতরঃ জনঃ এব তৎ তৎ [আচরতি]; সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ততে। (২২) পার্থ, ত্রিষু লোকেষু মে কিঞ্চন কর্তব্যং ন অস্তি, অনবাপ্তং [বা] অবাপ্তং ন; এব চ [অহং] কর্মণি বর্তে। (২৩) হি, পার্থ, যদি অহং জাতু অতন্দ্রিতঃ [সন্‌] কর্মণি ন বর্তেয়ং, [তদা] মনুষ্যাঃ সর্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে। (২৪) চেৎ অহং কর্ম ন কুর্যাং; ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ; অহং চ সংকরস্য কর্তা স্যাং, ইমা প্রজাঃ উপহন্যাম্‌।

(২১) শ্রেষ্ঠ [পুরুষ] যে যে আচরণ করেন, ইতর (সাধারণ) জনও সেই সেই আচরণ করে; তিনি যা প্রমাণ করেন (প্রমাণ বা পালনীয় গণ্য করেন; অথবা প্রমাণ স্থাপন করেন lays down as standard of conduct) লোকে তার অনুবর্তী হয়। (২২) হে পার্থ, ত্রিলোকে আমার কিছুই কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য নেই; তথাপি আমি কর্মে নিযুক্ত আছি। (২৩) কারণ, হে পার্থ, যদি আমি কখনও অতন্দ্রিত (অনলস) হ'য়ে কর্মে নিযুক্ত না থাকতাম, তবে মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করত। (২৪) যদি আমি কর্ম না করতাম, এই লোকসমূহ উৎসন্ন হ'ত; আমিও সংকরের (বর্ণসংকরের) কর্তা হতাম, এই সকল প্রজা নষ্ট করতাম।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্‌বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ ২৫ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্‌।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ ॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

(২৫) ভারত, অবিদ্বাংসঃ যথা কর্মণি সক্তাঃ [সন্তঃ কর্ম] কুর্বন্তি, বিদ্বান্‌ তথা লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ [সন্‌] অসক্তঃ [কর্ম] কুর্যাৎ। (২৬) কর্মসঙ্গিনাং অজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ ন; বিদ্বান্‌ যুক্তঃ [সন্‌] সর্বকর্মাণি সমাচরন্‌ জোষয়েৎ[২]। (২৭) প্রকৃতেঃ গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ক্রিয়মাণানি; অহংকারবিমূঢ়াত্মা অহং কর্তা ইতি মন্যতে। (২৮) তু, মহাবাহো, গুণকর্ম-বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে ইতি মত্বা সজ্জতে ন।

(২৫) হে ভারত, অবিদ্বান্‌রা যেমন কর্মে আসক্ত হয়ে কর্ম করে, বিদ্বান্‌ তেমনই লোকসংগ্রহে (লোকরক্ষায়) অভিলাষী হ'য়ে অনাসক্তভাবে কর্ম করবেন। (২৬) কর্মসঙ্গী (ফললোভে কর্মাসক্ত) অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ (নিজ আচরণ দ্বারা লৌকিক কর্তব্যকর্মে সংশয়) জন্মাবেন না; বিদ্বান্‌ ব্যক্তি কর্মযোগযুক্ত হ'য়ে সর্ব কর্ম সমাচরিত ক'রে লোকসেবা করবেন। (২৭) প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা কর্মসকল ক্রিয়মাণ [হয়]; অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত পুরুষ আমি কর্তা এই মনে করে। (২৮) কিন্তু হে মহাবাহো, গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ (যিনি জানেন যে, গুণ ও কর্ম আত্মা থেকে ভিন্ন এবং দুই-ই প্রাকৃতিক ব্যাপার) গুণসকল গুণেতেই বর্তে (পরস্পর ক্রিয়া করে মাত্র, আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক নেই) এই মনে বুঝে আসক্ত হন না।

---

১ জোষয়েৎ—পাঠান্তর 'যোজয়েৎ'—কর্মে নিয়োজিত রাখবেন।

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তে নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

(২৯) প্রকৃতেঃ গুণসম্মূঢ়াঃ গুণকর্মসু সজ্জন্তে; তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ কৃৎস্নবিৎ বিচালয়েৎ ন। (৩০) অধ্যাত্মচেতসা ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্নস্য নিরাশীঃ নির্মমঃ বিগতজ্বরঃ ভূত্বা যুধ্যস্ব। (৩১) যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ [সন্তঃ] মে মতং নিত্যং অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি কর্মভিঃ মুচ্যন্তে। (৩২) যে অভ্যসূয়ন্তঃ ([সন্তঃ] মে এতৎ মতং অনুতিষ্ঠন্তি ন, তান্ সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ অচেতসঃ নষ্টান্ বিদ্ধি।

(২৯) প্রকৃতির গুণদ্বারা সম্মোহিত ব্যক্তিগণ গুণ ও কর্মে আসক্ত হয়। (আমারই গুণ, আমারই কর্ম এই ভাবে); সেই সকল অপূর্ণ জ্ঞানবান্ মন্দ (নিকৃষ্ট) ব্যক্তিকে পূর্ণজ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিচলিত করবেন না। (৩০) অধ্যাত্ম-চিত্তে (আত্মনিষ্ঠ বিবেক বুদ্ধির দ্বারা) আমাতে (পরমাত্মায়) সর্ব কর্ম সন্ন্যস্ত করে নিরাশী হয়ে (ফলাশা শূন্য হয়ে) নির্মম (কর্মফল আত্মাকে স্পর্শ করে না এই জ্ঞানযুক্ত) বিগতশোক হ'য়ে যুদ্ধ কর। (৩১) যে সকল মানব শ্রদ্ধাবান্ অসূয়াবিহীন হ'য়ে (এই উপদেশের মিথ্যা ছিদ্র অনুসন্ধান না করে) আমার মত (অনুমোদিত বিধি) নিত্য অনুষ্ঠান করে, তারাও কর্ম (কর্মবন্ধন) থেকে মুক্ত হয়। (৩২) কিন্তু যারা অসূয়াপরবশ হয়ে (বেদের প্রাধান্য-হানির ভয়ে বিদ্বেষগ্রস্ত হ'য়ে) আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, সেই সর্ব-জ্ঞানবিমূঢ় চৈতন্যহীন মানবগণকে নষ্ট বলে জানবে।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌহ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

(৩৩) জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে। ভূতানি প্রকৃতিং [এব] যান্তি; নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? (৩৪) ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ; তয়োঃ বশং আগচ্ছেৎ ন; হি, তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ। (৩৫) স্বধর্মঃ বিগুণঃ [অপি] সু-অনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ শ্রেয়ান্। স্বধর্মে নিধনং [অপি] শ্রেয়ঃ, [তু] পরধর্মঃ ভয়াবহঃ।

(৩৩) জ্ঞানবানও নিজ প্রকৃতির অনুযায়ী (প্রকৃতিদত্ত নিজ গুণাবলীর বশে) চেষ্টা করেন (কার্যে প্রবৃত্ত হন, চলেন)। প্রাণিগণ প্রকৃতিরই অনুবর্তী হয়; নিগ্রহ কি করবে? (সবলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ বৃথা)। (৩৪) প্রতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ে (সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই) রাগ (প্রীতি, সুখ) দ্বেষ (অপ্রীতি, কষ্ট) ব্যবস্থিত আছে (সংলগ্ন আছে); তাদের (রাগ দ্বেষের) বশে আসবে না; কারণ, তারা এর (আমার অনুমোদিত মার্গের) পরিপন্থী। (৩৫) স্বধর্ম (নিজ জাতি বা স্বভাবের অনুযায়ী কর্মসংবলিত ধর্ম) বিগুণ হ'লেও (অপর ধর্মের তুলনায় তাতে কোনও বাঞ্ছিত গুণের অভাব থাকলেও) সু-অনুষ্ঠিত (অনায়াসে অনুষ্ঠিত, কিংবা লৌকিক দৃষ্টিতে সুন্দর অনুষ্ঠান-যুক্ত) পরধর্মের চেয়ে শ্রেয় (অধিক হিতকর)। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ (স্বপ্রকৃতিবিরুদ্ধ ব'লে বিপৎসংকুল, risky)।

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অর্জুনঃ উবাচ।—(৩৬) বার্ষ্ণেয়, অথ কেন প্রযুক্তঃ [সন্] অয়ং পূরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি?

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(৩৭) [সঃ] রজোগুণোসমুদ্ভবঃ এষঃ কামঃ, এষঃ ক্রোধঃ—মহাশনঃ, মহাপাপ্মা; এনং ইহ বৈরিণং বিদ্ধি। (৩৮) যথা ধূমেন বহ্নিঃ চ মলেন আদর্শঃ আব্রিয়তে, যথা উল্বেন গর্ভঃ আবৃতঃ, তথা তেন ইদং আবৃতম্। (৩৯) কৌন্তেয়, এতেন নিত্যবৈরিণা কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন জ্ঞানিনঃ চ জ্ঞানং আবৃতম্।

অর্জুন বললেন।—(৩৬) হে বার্ষ্ণেয়, কিন্তু কার দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে এই পূরুষ অনিচ্ছুক হ'য়েও সবলে নিয়োজিতের তুল্য পাপ আচরণ করে?

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৩৭) তা রজোগুণসমুদ্ভব এই কাম (কামনা), এই ক্রোধ (কামনা প্রতিহত হ'লে যা উৎপন্ন হয়)—মহাভোজী (সর্বগ্রাসী), মহাপাপের মূল; তাকে ইহলোকে বৈরী বলে জেনো। (৩৮) যেমন ধূমের দ্বারা বহ্নি এবং মলের দ্বারা আদর্শ (আরশি) আবৃত হয়, যেমন জরায়ুর দ্বারা গর্ভ (ভ্রূণ) আবৃত [থাকে], সেইরূপ তার দ্বারা (কামক্রোধদ্বারা) এই সমস্ত (প্রাণিগণ) আবৃত আছে। (৩৯) হে কৌন্তেয়, এই নিত্যবৈরী কামরূপ দুষ্পূরণীয় অনল দ্বারা জ্ঞানিগণেরও জ্ঞান আবৃত [হয়]।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

(৪০) ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ, বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানং উচ্যতে। এতৈঃ জ্ঞানং আবৃত্য এষঃ দেহিনং বিমোহয়তি। (৪১) তস্মাৎ, ভরতর্ষভ, ত্বং আদৌ হি ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং এনং পাপ্মানং প্রজহি। (৪২) ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ মনঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং, বুদ্ধিঃ মনসঃ তু পরা; যঃ বুদ্ধেঃ তু পরতঃ, সঃ। (৪৩) মহাবাহো, এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি।

(৪০) ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি এর (কামের) অধিষ্ঠান বলে উক্ত হয়। এই-সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধিদ্বারা) জ্ঞানকে আবৃত ক'রে এ (কাম) দেহীকে বিমোহিত করে। (৪১) অতএব, হে ভরতর্ষভ, তুমি আদিতেই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত ক'রে, জ্ঞান বিজ্ঞান[১] নাশক এই পাপকে হনন্ কর। (৪২) ইন্দ্রিয়গণ পর (দেহের চেয়ে সূক্ষ্ম বা উপরিস্থ বা শ্রেষ্ঠ) উক্ত হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের পরে, বুদ্ধি মনেরও পরে; যিনি বুদ্ধিরও পরে, তিনি (আত্মা)। (৪৩) হে মহাবাহো, এইরূপে বুদ্ধির যিনি উপরিস্থ তাঁকে (আত্মাকে) বুঝে নিজের (চেষ্টার) দ্বারা আপনাকে সুদৃঢ় ক'রে কামরূপ দুর্ধর্ষ শত্রুকে হনন কর।

---

১ জ্ঞান—পরোক্ষ বা শাস্ত্রাদিলব্ধ জ্ঞান; বিজ্ঞান—প্রত্যক্ষ বা নিজ অনুভবলব্ধ জ্ঞান। (শংকর)।

চতুর্থ অধ্যায়
(জ্ঞানযোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ ॥ ২ ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমং ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১) অহং বিবস্বতে ইমং অব্যয়ং যোগং প্রোক্তবান্; বিবস্বান্ মনবে প্রাহ; মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ। (২) এবং রাজর্ষয়ঃ পরম্পরা প্রাপ্তং ইমং [যোগং] বিদুঃ; পরন্তপ, সঃ মহতা কালেন ইহ নষ্টঃ। (৩) [ত্বং] মে ভক্তঃ চ সখা অসি, ইতি সঃ 'এব' পুরাতনঃ 'অয়ং' যোগঃ অদ্য ময়া তে প্রোক্তঃ; হি, এতৎ উত্তমং রহস্যম্।

অর্জুনঃ উবাচ।—(৪) ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরং; ইতি ত্বং আদৌ প্রোক্তবান্—এতৎ কথং বিজানীয়াম্?

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১) আমি বিবস্বান্ (সূর্য) কে এই অপরিবর্তনীয় যোগ বলেছিলাম; বিবস্বান্ [তৎপুত্র] মনুকে বলেছিলেন; মনু [তৎপুত্র] ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। (২) এইপ্রকারে রাজর্ষিগণ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জেনেছিলেন; হে পরন্তপ, তা দীর্ঘকালক্রমে ইহলোকে নষ্ট হয়েছে। (৩) তুমি আমার ভক্ত ও সখা হও, এজন্য সেই পুরাতন যোগ আজ আমার দ্বারা তোমাকে উক্ত হ'ল; কারণ, এ উত্তম (অতি শ্রেষ্ঠ) রহস্য।

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপঃ ॥ ৫ ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(৫) অর্জুন, মে চ তব বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি; অহং তানি সর্বাণি বেদ; পরন্তপ, ত্বং বেত্থ ন। (৬) অজঃ সন্ অপি, অব্যয়াত্মা ভূতানাং ঈশ্বরঃ সন্ অপি [অহং] স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি। (৭) ভারত, যদা যদা 'হি' ধর্মস্য গ্লানিঃ অধর্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি তদা অহং আত্মানং সৃজামি। (৮) সাধূনাং পরিত্রাণায় চ দুষ্কৃতাং বিনাশায়, ধর্মসংস্থাপনার্থায় [অহং] যুগে যুগে সম্ভবামি।

অর্জুন বললেন।—(৪) তোমার জন্ম অদূরে (অল্পকালপূর্ব), বিবস্বানের জন্ম দূরে (বহুপূর্বে); অতএব তুমি আদিতে বলেছিলে এ কি ক'রে জানব (বিশ্বাস করব)?

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৫) হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে; আমি সেসব জানি; হে পরন্তপ, তুমি জান না। (৬) জন্মহীন হ'য়েও, অবিকারী সর্বভূতের ঈশ্বর (নিয়ন্তা) হ'য়েও, আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান ক'রে আপনার মায়াবলে সম্ভব হই (জন্মগ্রহণ করি)। (৭) হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি (হানি) অধর্মের অভ্যুত্থান (বৃদ্ধি) হয় তখন আমি আপনাকে সৃষ্টি করি (জন্মগ্রহণ করি)। (৮) সাধুগণের পরিত্রাণজন্য এবং দুষ্কৃতগণের বিনাশজন্য, ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ ॥

(৯) অর্জুন, মম এবং দিব্যং জন্ম চ কর্ম যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম এতি ন, মাং এতি। (১০) বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাং উপাশ্রিতাঃ জ্ঞানতপসা পূতাঃ বহবঃ [পুরুষাঃ] মদ্‌ভাবং আগতাঃ। (১১) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে অহং তান্ তথা এব ভজামি; পার্থ, মনুষ্যাঃ সর্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে। (১২) কর্মণা সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ ইহ দেবতাঃ যজন্তে; হি, মানুষে লোকে কর্মজাসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি।

(৯) হে অর্জুন, আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যে যথার্থরূপে জানে, সে দেহ ত্যাগ ক'রে পুনর্জন্ম পায় না, আমাকে পায়। (১০) আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত মৎপরায়ণ আমার আশ্রিত জ্ঞানসাধনায় পূত বহু পুরুষ আমার ভাব (মোক্ষ) পেয়েছেন। (১১) যারা যেভাবে (যে প্রয়োজনে) আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাদের সেই ভাবেই (সেই প্রয়োজন সিদ্ধির দ্বারাই) ভজনা করি (তুষ্ট করি); হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ (আমি সর্বপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির মূল, সেজন্য আমার অভিমুখ পথ) অনুসরণ করে। (১২) যারা কর্ম সকলের সিদ্ধি চায় তারা ইহলোকে দেবতাগণকে (ইন্দ্রাদি, যাঁরা ইহলোকেই যজ্ঞফল দেন) যজন করে; কারণ, মনুষ্যলোকে কর্মজ-সিদ্ধি ক্ষিপ্র হয় (অর্থাৎ, যারা ফল কামনায় দেবোদ্দেশে যজ্ঞাদি করে, তারা শীঘ্রই কাম্যফল পায়, তাদের প্রয়োজন তাতেই সিদ্ধ হয়)।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

(১৩) গুণকর্মবিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং; অব্যয়ং মাং তস্য কর্তারং অপি অকর্তারং বিদ্ধি। (১৪) কর্মাণি মাং লিম্পন্তি ন, কর্মফলে মে স্পৃহা ন; ইতি যঃ মাং অভিজানাতি সঃ কর্মভিঃ বধ্যতে ন। (১৫) পূর্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি এবং জ্ঞাত্বা কর্ম কৃতং; তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃত কর্ম এব কুরু। (১৬) কর্ম কিং, অকর্ম কিং—ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ; তে তৎ কর্ম প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। (১৭) কর্মণঃ 'হি' অপি বোদ্ধব্যং, বিকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যং, অকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যং; কর্মণঃ গতি গহনা।

(১৩) গুণানুরূপ কর্মবিভাগ অনুসারে চাতুর্বর্ণ্য আমার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে; অব্যয় (বিকারহীন) আমাকে তার কর্তা অথচ অকর্তা (ব'লে) জেনো। (কর্তা—কারণ, প্রকৃতিজ গুণানুসারে বর্ণবিভাগ স্বত হয়েছে। কর্তা—কারণ, আমি প্রকৃতির প্রভু)। (১৪) কর্মসকল আমাকে লিপ্ত করে না, কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই; এই প্রকারে আমাকে যে জানে সে কর্মদ্বারা বদ্ধ হয় না। (১৫) পূর্ববর্তী মুমুক্ষুগণও এই প্রকার জেনে কর্ম করেছেন; অতএব তুমি পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক পূর্বে কৃত কর্মই কর। (১৬) কর্ম কি, অকর্ম কি—এ বিষয়ে কবিগণ (পণ্ডিতগণ)ও মোহযুক্ত; তোমাকে সেই কর্ম বলছি যা জেনে অশুভ থেকে মুক্তি পাবে। (১৭) কর্ম সম্বন্ধেও জানা উচিত, বিকর্ম (অবিহিত কর্ম) সম্বন্ধেও জানা উচিত, অকর্ম (কর্মহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা) সম্বন্ধেও জানা উচিত; কর্মের গতি (তত্ত্ব) গহন (দুর্জ্ঞেয়)।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মবিৎ॥ ১৮ ॥

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০ ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১ ॥

(১৮) যঃ কর্মণি অকর্ম চ যঃ অকর্মণি কর্ম পশ্যেৎ মনুষ্যেষু সঃ বুদ্ধিমান্, সঃ যুক্ত, কৃৎস্নকর্মবিৎ। (১৯) যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ, বুধাঃ তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং পণ্ডিতং আহুঃ। (২০) কর্মফলআসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ সঃ কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ [সন্] অপি এব কিঞ্চিৎ করোতি ন। (২১) নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্মা, ত্যক্ত সর্বপরিগ্রহঃ [পুরুষঃ] কেবলং শারীরং কর্ম কুর্বন্ কিল্বিষং আপ্নোতি ন।

(১৮) যিনি [সর্ববিধ] কর্মে অকর্ম (আত্মার নিষ্ক্রিয়তা) এবং অকর্মে (আত্মার নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও) কর্ম (কর্ম কৃত হচ্ছে এইরূপ) দেখেন, মনুষ্য মধ্যে তিনি বুদ্ধিমান্, তিনি [ই] যোগযুক্ত, সর্বকর্মবিৎ। (১৯) যাঁর সর্ব কর্ম কামসংকল্পবর্জিত (নিষ্কাম), জ্ঞানিগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাকে (জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাঁর কর্মফলাসক্তি ভস্মীভূত হয়েছে এমন ব্যক্তিকে) পণ্ডিত বলেন। (২০) কর্মফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে নিত্যতৃপ্ত নিরাশ্রয় (যিনি ফলের উপর নির্ভর করেন না) [হ'য়ে] তিনি কর্মে উদ্যমসহকারে প্রবৃত্ত হ'য়েও যেন কিছুই করেন না। (২১) ফলাশাশূন্য, সংযতচিত্ত, সকল ভোগ্যবস্তুর আহরণে উদাসীন পুরুষ কেবল শরীরদ্বারা কর্ম করে (মন অনাসক্ত রেখে; কিংবা কেবল শরীররক্ষার্থ কর্ম করলে) পাপগ্রস্ত হন না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

(২২) যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ, বিমৎসরঃ, সিদ্ধৌ চ অসিদ্ধৌ সমঃ [পুরুষঃ] কৃত্বা অপি নিবধ্যতে ন। (২৩) গতসঙ্গস্য, মুক্তস্য, জ্ঞান-অবস্থিত-চেতসঃ, যজ্ঞায় আচরতঃ সমগ্রং কর্ম প্রবিলীয়তে। (২৪) ব্রহ্ম অর্পণং, ব্রহ্মাগ্নৌ, ব্রহ্মহবিঃ, ব্রহ্মণাহুতং; ব্রহ্মকর্মসমাধিনা তেন ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্। (২৫) অপরে যোগিনঃ দৈবং যজ্ঞং এব পর্যুপাসতে; অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞং উপজুহ্বতি।

(২২) যদৃচ্ছালাভে (লোভ না করে যা পাওয়া যায় তাতে) সন্তুষ্ট, সুখ-দুঃখাদিতে অবিচলিত, বিদ্বেষহীন, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন পুরুষ [কর্ম] করেও নিবদ্ধ হন না। (২৩) আসক্তিরহিত, মুক্ত, জ্ঞানে নিবিষ্টচিত্ত [পুরুষের পক্ষে] যজ্ঞার্থে আচরণকারী (যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর) সমগ্র কর্ম বিলীন হয় (নিষ্প্রয়োজন; অথবা অনুষ্ঠিত হলেও তা বন্ধনহীন)। (২৪) [তাঁর পক্ষে] ব্রহ্মই অর্পণ (নিবেদনস্বরূপ), ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হবি ব্রহ্মদ্বারা-হুত [হয়]; ব্রহ্মে কর্ম সমাহিত হওয়ায় তাঁর পক্ষে ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য বস্তু। (২৫) কোন কোন যোগী দৈবযজ্ঞই (ইন্দ্রাদির উদ্দেশে) অনুষ্ঠান করেন; কেউ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞ আহুতি দেন। (অর্থাৎ, যিনি আত্মার নিষ্ক্রিয়তা জেনেছেন তাঁর কাছে ব্রহ্মই যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গ—হোতা, অগ্নি, হবি, যজ্ঞফল, যজ্ঞক্রিয়া। তিনি ব্রহ্মদ্বারা ব্রহ্ম আহুতি দেন, এই অর্থে যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ আহুতি দেন, অর্থাৎ কার্য করেই কার্যফল ত্যাগ করেন)।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

(২৬) অন্যে সংযমাগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি; অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ জুহ্বতি। (২৭) অপরে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্বাণি ইন্দ্রিয়কর্মাণি চ প্রাণকর্মাণি জুহ্বতি। (২৮) [কেচিৎ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ, [বা] তপোযজ্ঞাঃ [বা] যোগযজ্ঞাঃ; তথা অপরে সংশিত-ব্রতাঃ যতয়ঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ। (২৯) [কেচিৎ] অপানে প্রাণং [জুহ্বতি; কেচিৎ] প্রাণে অপানং [জুহ্বতি]; তথা অপরে প্রাণ-অপান-গতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ [ভবন্তি]।

(২৬) কেউ সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আহুতি দেন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমই তাঁর যজ্ঞ); অন্য কেউ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকল আহুতি দেন (অর্থাৎ, বিষয়সকল ইন্দ্রিয়েরই ভোগ্য আত্মার ভোগ্য নয়, এই ধারণাই তাঁর পক্ষে যজ্ঞ[১])। (২৭) অপর কেউ জ্ঞানদ্বারা উদ্‌বোধিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে সর্ব ইন্দ্রিয়কর্ম (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া) এবং প্রাণকর্ম (শ্বাসাদি ক্রিয়া) আহুতি দেন (অর্থাৎ সমস্ত শরীরব্যাপার সংযত করাই তাঁর যজ্ঞ)। (২৮) কেউ দ্রব্যযজ্ঞ (দ্রব্য-উৎসর্গ), বা তপোযজ্ঞ (কৃচ্ছ্রব্রত), বা যোগযজ্ঞ (প্রাণায়ামাদি) করেন; আবার অপর কোন দৃঢ়ব্রত যতিগণ শাস্ত্রার্থজ্ঞানলাভরূপ যজ্ঞও করেন। কেউ বা অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু[২] আহুতি দেন (পূরক), কেউ বা প্রাণবায়ুতে অপান-বায়ুআহুতি দেন (রেচক), আবার অপর কেউ কেউ প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ ক'রে (কুম্ভক) প্রাণায়ামপরায়ণ হন।

---

১ শ্রীধর।

২ প্রাণ—প্রশ্বাস বা গ্রাহ্য শ্বাস। অপান—নিঃশ্বাস বা ত্যাজ্য শ্বাস।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেন জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধিতান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

(৩০) অপরে নিয়তাহারাঃ [সন্তঃ] প্রাণেন প্রাণান্ জুহ্বতি; এতে যজ্ঞবিদঃ সর্বে অপি যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ [ভবন্তি]। (৩১) যজ্ঞশিষ্ট-অমৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। কুরুসত্তম, অযজ্ঞস্য অয়ং লোকঃ ন অস্তি, অন্যঃ কুতঃ?

(৩২) এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ ব্রহ্মণঃ মুখে বিততাঃ; তান্ সর্বাণ কর্মজান্ বিদ্ধি; এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে। (৩৩) পরন্তপ, দ্রব্য ময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্; পার্থ, অখিলং সর্বং কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

(৩০) অপর কেউ কেউ নিয়তাহার হ'য়ে (আহার সংযম ক'রে) প্রাণবায়ুদ্বারা প্রাণবায়ুসকলকে আহুতি দেন (?); এই যজ্ঞবিদ্‌গণ সকলেই যজ্ঞদ্বারা ক্ষয়িতপাপ হন। (৩১) যজ্ঞাবশিষ্টরূপ অমৃত যাঁরা ভোজন করেন তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। হে কুরুসত্তম, অযজ্ঞকারীর ইহলোক নেই, অন্য লোক (পরলোক) কোথায়? (অর্থাৎ তাও নেই)।

(৩২) এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মার মুখে (বেদে) বিস্তারিত হয়েছে; যে সকল কর্মজ (কর্মসংবলিত; অথবা কেবল অন্ধকর্মমূলক, জ্ঞানমূলক নয়) জানবে; এরূপ জানলে মুক্তি পাবে। (৩৩) হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; হে পার্থ, অখিল সমস্ত কর্ম জ্ঞানে সমাপ্ত (সম্যক্ উদ্‌যাপিত) হয়।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

(৩৪) তৎ, প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন [চ] সেবয়া বিদ্ধি; তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি— (৩৫) যৎজ্ঞাত্বা পুনঃ [ত্বং] এবং মোহং যাস্যসিন; পাণ্ডব, যেন অশেষাণি ভূতানি আত্মনি, অথো ময়ি, দ্রক্ষ্যসি। (৩৬) চেৎ সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি [ত্বং] পাপকৃত্তমঃ অসি, [তথাপি] জ্ঞান-প্লবেন সর্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। (৩৭) অর্জুন, যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। (৩৮) ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং হি ন বিদ্যতে; যোগসংসিদ্ধঃ কালেন তৎ স্বয়ং আত্মনি বিন্দতি।

(৩৪) অতএব, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন (নানাপ্রকার প্রশ্ন) ও সেবার দ্বারা জেনে নাও; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দেবেন—(৩৫) যা জানলে পুনর্বার তুমি এমন মোহগ্রস্ত হবে না; হে পাণ্ডব, যার দ্বারা নিখিল প্রাণিসমূহকে আপনাতে, অনন্তর আমাতে (পরমাত্মাতে) দেখবে। (৩৬) যদি সর্ব পাপীর চেয়েও তুমি পাপিষ্ঠ হও, তথাপি জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা সর্ব-পাপ পার হবে। (৩৭) হে অর্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিতে কাষ্ঠসকল ভস্মসাৎ হয়, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সর্ব কর্ম (কর্মবন্ধন) ভস্মসাৎ করে। (৩৮) ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছুই নেই; যোগসংসিদ্ধ (বুদ্ধিযোগ-দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধিপ্রাপ্ত) [পুরুষ] কালক্রমে তা স্বয়ং [আপনা থেকে] আপনাতে লাভ করেন।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥
যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

(৩৯) শ্রদ্ধাবান্, তৎপরঃ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিং অধিগচ্ছতি। (৪০) চ, অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি; সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, পরং ন, সুখং ন। (৪১) ধনঞ্জয়, যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ আত্মবন্তং কর্মাণি নিবধ্নন্তি ন। (৪২) তস্মাৎ, অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং এনং সংশয়ং আত্মনঃ জ্ঞান-অসিনা ছিত্ত্বা যোগং আতিষ্ঠ; ভারত, উত্তিষ্ঠ।

(৩৯) শ্রদ্ধাবান, তৎপর (জ্ঞানলাভে একাগ্রচিত্ত) সংযতেন্দ্রিয় [পুরুষ] জ্ঞান লাভ করেন; জ্ঞান লাভ ক'রে অচিরে পরমা শান্তি পান। (৪০) কিন্তু, অজ্ঞ এবং অশ্রদ্ধাবান্ সংশয়াত্মা [পুরুষ] বিনষ্ট হয়; সংশয়াত্মার ইহলোক নেই, পরলোক নেই, সুখ নেই। (৪১) হে ধনঞ্জয়, যোগদ্বারা যাঁদের সমস্ত কর্ম সন্ন্যস্ত হয়েছে (কর্মযোগাভ্যাসের ফলে যাঁরা নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করতে পারেন), জ্ঞানদ্বারা যাঁদের সংশয় সম্যক্ ছিন্ন হয়েছে, [এরূপ] আত্মবান্ (আত্মজ্ঞানসম্পন্ন) [পুরুষ] কে কর্মসকল নিবন্ধ করে না। (৪২) অতএব, অজ্ঞানসম্ভূত [তোমার] হৃদয়স্থ এই সংশয় আপনার জ্ঞান-অসি দ্বারা ছেদন ক'রে যোগ (বুদ্ধিযোগ কর্মযোগ জ্ঞানযোগ) অবলম্বন কর; হে ভারত, ওঠ।

পঞ্চম অধ্যায়
(সন্ন্যাস যোগ)

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ সংশসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

অর্জুনঃ উবাচ।—(১) কৃষ্ণ, কর্মণাং সন্ন্যাসং, পুনঃ যোগং চ শংসসি; এতয়োঃ যৎ শ্রেয়ঃ তৎ একং মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি।

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(২) সন্ন্যাসঃ চ কর্মযোগঃ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ; তু তয়োঃ কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে। (৩) যঃ দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি চ ন, সঃ নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ; হি, মহাবাহো, নির্দ্বন্দ্বঃ বন্ধাৎ সুখং প্রমুচ্যতে। (৪) বালাঃ সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ প্রবদন্তি, পণ্ডিতাঃ ন; একং অপি সম্যক্ আস্থিতঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে।

অর্জুন বললেন।—(১) হে কৃষ্ণ, কর্মসকলের সন্ন্যাস, আবার [তাদের] যোগও প্রশংসা করছ; এই দুই-এর মধ্যে যা শ্রেয় তাই একটি আমাকে সুনিশ্চিত বল।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(২) সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়েই মোক্ষপ্রদ; কিন্তু এদের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস (আসক্তির আশংকায় কর্মবর্জন) অপেক্ষা কর্মযোগ

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

(৫) যৎ স্থানং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে; যঃ সাংখ্যং চ যোগং 'চ' একং পশ্যতি, সঃ [এব] পশ্যতি। (৬) তু, মহাবাহো, অযোগতঃ সন্ন্যাসং আপ্তুং দুঃখং; যোগযুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি। (৭) বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়ঃ, সর্বভূতাত্মা যোগযুক্তঃ [সন্] কুর্বন অপি লিপ্যতে ন।

শ্রেষ্ঠ। (৩) যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না (যাঁর বিরাগ কিংবা অনুরাগের বিষয় কিছু নেই, অর্থাৎ যিনি নির্দ্বন্দ্ব) তিনি নিত্যসন্ন্যাসী গণ্য হন (কর্ম করলেও তিনি সন্ন্যাসী); কারণ, হে মহাবাহো, নির্দ্বন্দ্ব [পুরুষ] বন্ধন (সকাম কর্মের বন্ধন) থেকে সুখে (অনায়াসে) মুক্ত হন। (৪) বালকগণ (অল্পবুদ্ধিগণ) সাংখ্য (সন্ন্যাসমার্গ) ও যোগ (কর্মযোগমার্গ) পৃথক বলে, পণ্ডিতগণ নয় (তা বলেন না); একটিকে সম্যক্ আশ্রয় করলে উভয়ের ফল পাওয়া যায়।

(৫) যে স্থান (অবস্থা, মোক্ষ) সাংখ্য (কর্মসন্ন্যাস) দ্বারা পাওয়া যায়, তাতে যোগ (কর্মযোগ) দ্বারাও যাওয়া যায়; যিনি সাংখ্য ও যোগ এক দেখেন (পরিণামে সমান মনে করেন) তিনিই [যথার্থ] দেখেন। (৬) কিন্তু, হে মহাবাহো, অযোগদ্বারা (কর্মযোগ বিনা) সন্ন্যাস পাওয়া দুঃখজনক; যোগ (কর্মযোগ) যুক্ত মুনি (সাধক) অচিরে ব্রহ্ম লাভ করেন। (৭) বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সর্বভূত যাঁর আত্মভূত হয়েছে (যিনি সর্বপ্রাণীর সহিত ঐকাত্ম্য বোধ করেন) এমন পুরুষ যোগযুক্ত (কর্মযোগযুক্ত) হয়ে কর্ম করলেও লিপ্ত হন না।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্‌ শৃণ্বন্‌ স্পৃশন্‌ জিঘ্রন্নশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥৮॥

প্রলপন্‌ বিসৃজন্‌ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

(৮—৯) ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্‌ তত্ত্ববিৎ যুক্তঃ [সন্‌]—পশ্যন্‌, শৃণ্বন্‌, স্পৃশন্‌, জিঘ্রন্‌, অশ্নন্‌, গচ্ছন্‌, স্বপন্‌, শ্বসন্‌, প্রলপন্‌, বিসৃজন্‌, গৃহ্ণন্‌, উন্মিষন্‌, নিমিষন্‌ অপি—[অহং] কিঞ্চিৎ এব করোমি ন—ইতি মন্যতে। (১০) যঃ ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্মাণি করোতি, সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রং ইব পাপেন লিপ্যতে ন। (১১) যোগিনঃ আত্মশুদ্ধয়ে সঙ্গং ত্যক্ত্বা কায়েন, মনসা, বুদ্ধ্যা, কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম কুর্বন্তি।

(৮—৯) ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলেই নিবদ্ধ থাকে এই ধারণা ক'রে (এই বুঝে) তত্ত্ববিৎ কর্মযোগযুক্ত হ'য়ে—দেখে, শুনে, স্পর্শ ক'রে, ঘ্রাণ ক'রে, আহার ক'রে, চলে, ঘুমিয়ে, শ্বাস নিয়ে, কথা বলে, [কোনও দ্রব্য] ত্যাগ ক'রে [বা] গ্রহণ ক'রে, [চক্ষু] উন্মীলন নিমীলন ক'রেও—আমি কিছুই করছি না—এই প্রকার মনে করবেন (বুঝবেন)। (১০) যিনি ব্রহ্মে অর্পণ ক'রে আসক্তি ত্যাগ ক'রে কর্মসকল করেন, তিনি জলদ্বারা পদ্মপত্রের তুল্য পাপদ্বারা লিপ্ত হন না। (১১) যোগিগণ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আসক্তি ত্যাগ ক'রে কায়, মন, বুদ্ধি, কেবল ইন্দ্রিয়গণ দ্বারাও কর্ম করেন (অর্থাৎ, তাঁদের আত্মা নির্লিপ্ত থাকে)।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্নকারয়ন্ ॥ ১৩ ॥
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

(১২) যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিং আপ্নোতি; অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ [সন্] নিবধ্যতে। (১৩) বশী দেহী সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নবদ্বারে পুরে ন কুর্বন্ ন কারয়ন্ এব সুখং আস্তে। (১৪) প্রভুঃ লোকস্য কর্তৃত্বং সৃজতি ন, কর্মাণি [চ] ন, কর্মফলসংযোগং [চ] ন; স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে। (১৫) বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং আদত্তে ন, চ সুকৃতং এব ন; অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং, তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি।

(১২) যোগযুক্ত [পুরুষ] কর্মফল ত্যাগ ক'রে নৈষ্ঠিক (নিষ্কামকর্ম-নিষ্ঠাসম্ভূত) শান্তি পান; অযুক্ত [পুরুষ] কামনাজনিত কার্যদ্বারা ফলে (কর্মসিদ্ধিবিষয়ে) আসক্ত হ'য়ে আবদ্ধ হয়। (১৩) ইন্দ্রিয়সংযমী দেহী (মানব) সর্বকর্ম মনের দ্বারা সন্ন্যস্ত ক'রে (আত্মাকে নির্লিপ্ত বুঝে) নবদ্বার পুরে (২ চক্ষু, ২ কর্ণ, ২ নাসারন্ধ্র, মুখ পায়ু, উপস্থ—এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরে) না ক'রে না করিয়ে (আত্মা নিজে কিছু করেন না বা করান না এই বুঝে) সুখে বাস করেন। (১৪) প্রভু (নবদ্বারপুরের অধিপতি আত্মা) লোকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্মসকলও নয়, কর্মফলসংযোগও নয়; স্বভাবই প্রবৃত্ত হয় (অর্থাৎ, লোকে নিজেকে কর্তা মনে করে, কিন্তু আত্মা কর্তা নয়, কর্ম বা কর্মের সঙ্গে ফলের যে সম্বন্ধ তারও উৎপাদক নয়; প্রকৃতিই উৎপাদিকা)। (১৫) বিভু (সর্বব্যাপী পরমাত্মা) কারও পাপ গ্রহণ করেন না এবং পুণ্যও নয়; অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত [থাকে] তাতে প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয় (পরমাত্মার কাছে পাপীর ও পুণ্যবানের বৈষম্য নেই; পাপ-পুণ্যবোধ প্রকৃতিরই ধর্ম। অজ্ঞান জন্য মানুষ আত্মাতে কর্তৃত্ব, কর্ম, কর্মফল, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি আরোপ করে)।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌ ॥ ১৬ ॥

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

(১৬) তু আত্মনঃ জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তেষাং তৎ জ্ঞানং আদিত্যবৎ পরং প্রকাশয়তি। (১৭) তদবুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠাঃ, তৎ-পরায়ণাঃ, জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি। (১৮) পণ্ডিতাঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি চ শুনি চ শ্বপাকে এব সমদর্শিনঃ [ভবন্তি]। (১৯) যেষাং মনঃ ব্রহ্মসমং নির্দোষং [চ] সাম্যে স্থিতং, তৈঃ ইহ এব সর্গঃ জিতঃ; তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ।

(১৬) কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁদের ঐ অজ্ঞান নাশিত হয়েছে, তাঁদের ঐ জ্ঞান (পূর্বশ্লোকোক্ত অজ্ঞান দ্বারা আবৃত জ্ঞান) আদিত্যবৎ পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। (১৭) তাঁতে (পরমাত্মায়) যাঁরা বুদ্ধি স্থাপন করেছেন, তাঁর সহিত একাত্মা, তাঁতে নিষ্ঠাবান্‌, তিনিই যাঁদের পরমগতি, জ্ঞানদ্বারা যাঁদের পাপ দূর হয়েছে, [তাঁরা] পুনরাবৃত্তি (পুনর্জন্ম) পান না। (১৮) পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, এবং কুক্কুর এবং চণ্ডালেও সমদর্শী হন। (১৯) যাঁদের মন ব্রহ্মের সমান নির্দোষ (দোষস্পর্শহীন) ও সাম্যে অবস্থিত, তাঁদের দ্বারা ইহলোকেই সংসার জিত হয়েছে; অতএব তাঁরা ব্রহ্মে অবস্থিত। (অর্থ অস্পষ্ট, অন্যরূপ অন্বয় হতে পারে)।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্‌।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

(২০) স্থিরবুদ্ধিঃ, অসম্মূঢ়ঃ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ [সন্‌] প্রিয়ং প্রাপ্য প্রহৃষ্যেৎ ন, অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ উদ্‌বিজেৎ ন। (২১) বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং [তৎ] বিন্দতি; সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা [সন্‌] অক্ষয়ং সুখং অশ্নুতে। (২২) কৌন্তেয়, যে 'হি' ভোগাঃ সংস্পর্শজাঃ, তে দুঃখযোনয়ঃ এব চ আদি-অন্তবন্তঃ; বুধঃ তেষু রমতে ন। (২৩) যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্‌ ইব এব কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং শক্নোতি, সঃ যুক্তঃ, সঃ নরঃ সুখী।

(২০) স্থিরবুদ্ধি, অসম্মূঢ়, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে অবস্থান ক'রে প্রিয়বস্তু পেয়ে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু পেয়েও উদ্‌বিগ্ন হন না। (২১) বাহ্য বিষয়ের স্পর্শে (ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবে) যিনি অনাসক্তচিত্ত, তিনি আত্মাতে যে সুখ তা লাভ করেন; তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হ'য়ে অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। (অর্থ অস্পষ্ট, অন্যরূপ অন্বয় হ'তে পারে)। (২২) হে কৌন্তেয়, যে সকল ভোগ বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শজনিত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য), তারা দুঃখের কারণ এবং আদি-অন্ত-বিশিষ্ট (ক্ষণস্থায়ী); পণ্ডিতগণ সেসকলে রত হন না। (২৩) যিনি শরীরমোচনের পূর্বে (জীবদ্দশাতেই) ইহলোকেই কামক্রোধোদ্ভব বেগ (চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি, urge) সইতে (শান্ত করতে) পারেন, তিনিই যুক্ত, সেই নরই সুখী।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব চ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
লভতে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

(২৪) যঃ অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ, তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ 'এব', সঃ যোগী ব্রহ্মভূতঃ [সন্] ব্রহ্মনির্বাণং অধিগচ্ছতি। (২৫) ক্ষীণকল্মষাঃ, ছিন্নদ্বৈধাঃ, যতাত্মানঃ, সর্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে। (২৬) কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাং অভীতঃ ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে। (২৭) বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা চ চক্ষুঃ ভ্রুবোঃ অন্তরে 'এব' [কৃত্বা] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণ-অপানৌ সমৌ কৃত্বা,

(২৪) যিনি আপন অন্তঃকরণেই সুখী (বাহ্যবিষয়ের অপেক্ষা রাখেন না), আপনাতেই পরিতৃপ্ত, এবং যিনি অন্তরে উদ্ভাসিত (যিনি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে নির্ভর না ক'রে সমস্ত বিষয়ের যাথার্থ নিজ মনে নিরূপিত করতে পারেন), সেই যোগী ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মের সহিত এতীভূত) হ'য়ে ব্রহ্মনির্বাণ পান। (২৫) যাঁদের পাপ ক্ষয় হয়েছে, দ্বৈধ ছিন্ন (সংশয় নিরস্ত) হয়েছে, যাঁরা চিত্ত সংযত করেছেন, [এরূপ] সর্বভূতহিতে রত ঋষিগণ (তত্ত্বদর্শিগণ) ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। (২৬) কামক্রোধবিযুক্ত সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞানী যতিগণের (সংযমিগণের) উভয়ত[১] (ইহলোকে পরলোকে) ব্রহ্মনির্বাণ ঘটে। (২৭) বাহ্যবিষয়ের স্পর্শ বাহিরে রেখে (বাহ্যবিষয়ের অনুভূতি রোধ ক'রে) এবং চক্ষু (দৃষ্টি) ভ্রূযুগলের মধ্যে রেখে, নাসার অভ্যন্তরে বিচরণকারী প্রাণ-অপান[২] বায়ুকে সম (কুম্ভক) ক'রে,

---

১। অভীতঃ—অন্য অর্থ ত্বরায়। ২। প্রাণ-অপান—৪।২৯ পাদটীকা দেখ।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

(২৮) যঃ মুনিঃ যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ, মোক্ষপরায়ণঃ, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ, সঃ সদা এব মুক্তঃ। (২৯) মাং যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং, সর্বলোকমহেশ্বরং, সর্বভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা [সঃ] শান্তিং ঋচ্ছতি।

(২৮) যে মুনি (সাধক) ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সংযত করেছেন, যিনি মোক্ষ-পরায়ণ, যাঁর ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ বিগত হয়েছে, তিনি সদাই মুক্ত। (২৯) আমাকে (পরমাত্মাকে) যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা (ফলগ্রাহী, যাঁতে যজ্ঞ ও তপস্যার ফল নিষ্কামভাবে অর্পিত হয়েছে), সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বভূতের সুহৃৎ (হিতসাধক; কিংবা যিনি হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তিস্বরূপ) জেনে তিনি শান্তি লাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
(অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১) যঃ কর্মফলং অনাশ্রিতঃ কার্যং কর্ম করোতি, সঃ 'চ' সন্ন্যাসী চ যোগী; নিরগ্নিঃ, অক্রিয়ঃ চ ন। (২) পাণ্ডব, যং সন্ন্যাসং 'ইতি' প্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি; হি, অসন্ন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চন যোগী ভবতি ন। (৩) যোগং আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্মকারণং উচ্যতে; যোগারূঢ়স্য তস্য শমঃ এব কারণং উচ্যতে।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১) যিনি কর্মফল আশ্রয় (কর্মফলের উপর নির্ভর) না ক'রে করণীয় কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী; নিরগ্নি নন, অক্রিয়ও নন (যিনি অগ্নিহোত্রাদি বর্জন করেছেন অথবা কোনও ক্রিয়াই করেন না তিনি সন্ন্যাসী যোগী নন)। (২) হে পাণ্ডব, যাকে সন্ন্যাস বলা যায় তাকে যোগ ব'লে জানবে; কারণ, যাঁর সংকল্প (ফলাশা) সন্ন্যস্ত হয়নি তিনি কখনও যোগী হন না। (৩) যোগ-আরোহণ-ইচ্ছু মুনির (সাধকের পক্ষে) কর্মকারণ (সাধনার উপায়) উক্ত হয় (যিনি কর্মযোগাভ্যাস করতে চান তাঁর পক্ষে কর্মই সাধনার উপায়); [কিন্তু] যোগারূঢ় হ'লে তাঁর [পক্ষে] শমই কারণ (সাধনার উপায়) উক্ত হয় (যিনি কর্মযোগসাধনায় পটু হয়েছেন তাঁকে 'নির্বাণপরমা মৎ-সংস্থা শান্তি'র জন্য ৬। ১০-১৫ শ্লোকে বর্ণিত শম-সাধনা করতে হবে। ১১।২৪ শ্লোকে শমের স্পষ্ট অর্থ শান্তি বা মনের স্থিরতা)[১]

১। শংকরকৃত অন্বয়—'যোগারূঢ়স্য পুনস্তস্যৈব শমঃ উপশমঃ সর্বকর্মভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণম্।' শম—সর্বকর্মনিবৃত্তি।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদুচ্যতে[১] ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

(৪) যদা 'হি' ইন্দ্রিয়ার্থেষু অনুষজ্জতে ন, কর্মসু [অপি] ন, তং [সঃ] সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে।

(৫) আত্মনা আত্মানং উদ্ধরেৎ, আত্মানং অবসাদয়েৎ ন; হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ। (৬) যেন আত্মনা আত্মাজিতঃ তস্য আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ; তু অনাত্মনঃ আত্মা শত্রুবৎ [আত্মনঃ] শত্রুত্বে এব বর্ততে।

(৪) যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে আসক্ত হন না, কর্মসকলেও নয়, তখন সেই সর্বসংকল্প সন্ন্যাসী যোগারূঢ় উক্ত হন।

(৫) আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করবে, আত্মাকে অবসন্ন (পতিত) করবে না; কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার রিপু। (৬) যার দ্বারা আত্মা কর্তৃক আত্মা জিত হয়েছে তার আত্মা আত্মার বন্ধু; কিন্তু অনাত্মার (যার আত্মা জিত হয়নি তার) আত্মা শত্রুবৎ আত্মার শত্রুত্বেই প্রবৃত্ত হয়। (অর্থাৎ, নিজের চেষ্টায় নিজেকে উন্নত করবে, পতিত করবে না; মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু বা শত্রু। যে নিজের চেষ্টায় আত্মজয়ী হয়েছে সে নিজের বন্ধু; যে হয়নি সে নিজের শত্রু)।

১। 'যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে' ইতি পাঠান্তর।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

(৭) জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য আত্মা শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মান-অপমানয়োঃ পরং সমাহিত। (৮) জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থঃ, বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ যোগী, যুক্তঃ—ইতি উচ্যতে। (৯) [সঃ] সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু, সাধুষু, অপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিঃ [ইতি] বিশিষ্যতে।

(৭) জিতাত্মা (যাঁর অন্তঃকরণ বশীভূত) প্রশান্ত পুরুষের আত্মা শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে এবং মান-অপমানে পরম সমাহিত (সমাধিস্থ, নির্বিকার) [থাকে]। (৮) জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা[১], কূটস্থ[২], বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, লোষ্টপ্রস্তর-কাঞ্চনে সমদর্শী যোগী (কর্মযোগী) যুক্ত (যোগারূঢ়)—এইরূপ উক্ত হন। (৯) তিনি সুহৃৎ[৩], মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, [এবং] বন্ধুর প্রতি, সাধুগণের প্রতি এবং পাপিগণের প্রতি সমবুদ্ধি, এজন্য বিশিষ্ট (শ্রেষ্ঠ) গণ্য হন।

১। জ্ঞানবিজ্ঞান—৭।২ দেখ। ২। কূটস্থ—স্থানু, অপ্রকম্প (শংকর), নির্বিকার (শ্রীধর)। ৩। সুহৃৎ—যে উপকারক প্রত্যুপকারের আশা করে না; মিত্র—স্নেহবান্; উদাসীন—যে কোনও পক্ষ অবলম্বন করে না; মধ্যস্থ—বিরুদ্ধ উভয় পক্ষের হিতৈষী; বন্ধু—সম্বন্ধযুক্ত, আত্মীয়; দ্বেষ্য—অপ্রিয় ব্যক্তি। (শংকর)।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মৎচিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

(১০) যোগী সততং রহসি স্থিতঃ একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ [সন্] আত্মানং যুঞ্জীত। (১১) [সঃ] শুচৌ দেশে স্থিরং, নাতি-উচ্ছ্রিতং, নাতিনীচং, চেল-অজিন-কুশোত্তরং আত্মনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য, (১২) তত্র আসনে উপবিশ্য, মনঃ একাগ্রং কৃত্বা, যতচিত্তেন্দ্রিয়ঃ [সন্] আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ। (১৩) [সঃ] কায়-শিরোগ্রীবং সমং অচলং ধারয়ন্, স্থিরঃ [সন্], স্বং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চ দিশঃ অনবলোকয়ন্, (১৪) প্রশান্তাত্মা, বিগতভীঃ, ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ [সন্] মনঃ সংযম্য মৎচিত্তঃ, মৎপরঃ, যুক্তঃ আসীত।

(১০) যোগী (৬।৩ শ্লোকোক্ত শমসাধক) সতত (অহরহ) নির্জন স্থানে থেকে একাকী চিত্ত ও মন সংযত ক'রে ফলাশাশূন্য [ও] অপরিগ্রহ (ভোগ্য-বস্তু সম্বন্ধে মমতাহীন) হ'য়ে যোগ করবেন। (১১) তিনি শুচিস্থানে স্থির, অনতি-উচ্চ অনতিনীচ, কুশ অজিন (চর্ম) বস্ত্র উপর্যুপরি বিছিয়ে আপনার আসন পেতে, (১২) সেই আসনে উপবেশন ক'রে মন একাগ্র ক'রে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত ক'রে আত্মশুদ্ধির জন্য যোগযুক্ত হবেন। (১৩) তিনি দেহ মস্তক গ্রীবা সমান (ঋজু) অচল রেখে, স্থির হয়ে, স্বীয় নাসিকাগ্রে চেয়ে এবং চতুর্দিক অবলোকন না করে, (১৪) প্রশান্তমনা, বিগত-ভয় (সিদ্ধি সম্বন্ধে নির্ভয়), ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত হ'য়ে মনঃসংযম ক'রে মদ্‌গত-চিত্ত, মৎপরায়ণ হ'য়ে যোগযুক্ত থাকবেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥
যদা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

(১৫) এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ নিয়তমানসঃ [সন্] যোগী নির্বাণ-পরমাং মৎসংস্থাং শান্তিং অধিগচ্ছতি।

(১৬) অর্জুন, অতি-অশ্নতঃ তু একান্তং অনশ্নতঃ চ যোগঃ ন অস্তি; অতিস্বপ্নশীলস্য চ ন, [অতি] জাগ্রতঃ এব ন। (১৭) যুক্তাহারবিহারস্য, কর্মসু যুক্তচেষ্টস্য, যুক্তস্বপ্ন-অববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি। (১৮) যদা বিনিয়তং চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, [অপি সঃ] সর্ব-কামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ [ভবতি], তদা যুক্তঃ 'ইতি' উচ্যতে। (১৯) যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ইঙ্গতে ন—আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা।

(১৫) এইপ্রকারে সদা আপনাকে যোগযুক্ত ক'রে সংযতমনা হ'য়ে যোগী নির্বাণপরমা (নির্বাণই যার পরম লক্ষ্য) মৎসংস্থা (ব্রহ্ম-আশ্রিতা) শান্তি প্রাপ্ত হন।

(১৬) হে অর্জুন, অতিভোজীর এবং একান্ত অনাহারীরও যোগ নেই (সিদ্ধি হয় না); অতিনিদ্রাশীলেরও নয়, অতিজাগ্রতেরও নয়। (১৭) উপযুক্ত আহারবিহারশীল, কর্মসকলে উপযুক্ত চেষ্টাসম্পন্ন, উপযুক্ত নিদ্রাজাগরণশীল পুরুষের যোগ দুঃখনাশক হয়। (১৮) যখন নিয়ন্ত্রিত চিত্ত আত্মাতেই অবস্থান করে, এবং তিনি সর্বকামনাতে নিস্পৃহ হন, তখন [তিনি] যুক্ত উক্ত হন। (১৯) যথা বায়ুশূন্য স্থানে দীপ চঞ্চল হয় না—আত্মার (আত্ম বিষয়ক) যোগ-যুক্ত সংযতচিত্ত যোগীর [সম্বন্ধে] এই উপমা শোনা যায়।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥

(২০) যত্র [তস্য] নিরুদ্ধং চিত্তং যোগসেবয়া উপরমতে, চ যত্র আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি; (২১) আত্যান্তিকং সুখং—যৎ বুদ্ধি-গ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ং—তৎ যত্র বেত্তি, চ অয়ং স্থিতঃ [সন্] তত্ত্বতঃ এব চলতি ন, (২২) চ যং লব্ধ্বা অপরং লাভং অধিকং মন্যতে ন, যস্মিন্ স্থিতঃ [সন্] গুরুণা দুঃখেন অপি বিচাল্যতে ন—(২৩) তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ-সংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ; সঃ যোগঃ অনির্বিণ্ণচেতস্য নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ।

(২০) যখন তাঁর নিরুদ্ধ চিত্ত যোগসেবাদ্বারা উপরমণ করে (বাহ্যবিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়) এবং যখন [সাধক] আপনার দ্বারা (আপন চেষ্টায়) আত্মাকে দেখে (উপলব্ধি ক'রে) আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন, (২১) আত্যন্তিক সুখ—যা বুদ্ধিদ্বারা [ই] গ্রাহ্য [এবং] অতীন্দ্রিয়—তা যখন জানতে পারেন, এবং তিনি [ঐ অবস্থায়] স্থিত হ'য়ে তত্ত্বজ্ঞান থেকে আর বিচলিত হন না, (২২) এবং যা লাভ করলে অপর কোনও লাভ তার অধিক মনে হয় না, যাতে স্থিত হয়ে গুরু দুঃখেও বিচলিত হন না, (২৩) সেই দুঃখসংযোগবিয়োগকে (সেই অবস্থাকে, যাতে দুঃখ স্পর্শমাত্র বিযুক্ত হ'য়ে যায়, অর্থাৎ অনুভূতিমাত্র হয় কিন্তু মানসিক বিকার হয় না) যোগ নামে জানবে; এই যোগ নির্বেদশূন্য (অবসাদশূন্য) চিত্তে নিশ্চয় আচরণীয়।

সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্‌।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্‌ ॥ ২৭ ॥

(২৪) সংকল্পপ্রভবান্‌ সর্বান্‌ কামান্‌ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা 'এব' মনসা সমন্ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য; (২৫) ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ, কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ ন। (২৬) যতঃ যতঃ চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ নিশ্চলতি, ততঃ ততঃ এতৎ নিয়ম্য আত্মনি 'এব' বশং নয়েৎ। (২৭) প্রশান্তমনসং শান্তরজসং ব্রহ্মভূতং অকল্মষং এনং যোগিনং 'হি' উত্তমং সুখং উপৈতি।

(২৪) সংকল্পজাত (ফলাশামূলক) সর্ব কামনা নিঃশেষে ত্যাগ ক'রে, মন দ্বারা সর্বদিক থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত ক'রে, (২৫) ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মস্থ ক'রে (আত্মার স্বরূপের ধ্যানে নিবিষ্ট ক'রে) ক্রমে ক্রমে উপরতি (বাহ্য বিষয় থেকে নিবৃত্তি) অভ্যাস করবে; কিছুমাত্র চিন্তা (সিদ্ধিসম্বন্ধে সন্দেহ; অথবা অপর বিষয় চিন্তা) করবে না। (২৬) যে যে বিষয়ে চঞ্চল অস্থির মন ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে তাকে সংযত ক'রে আপনার বশে আনবে। (২৭) যাঁর মন প্রশান্ত, রজোগুণ উপশমিত, [যিনি] ব্রহ্মভূত, নিষ্পাপ, এরূপ যোগীকে উত্তম (শ্রেষ্ঠ) সুখ আশ্রয় করে।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাশ্রিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

(২৮) এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ যোগী সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শং অত্যন্তং সুখং অশ্নুতে। (২৯) সর্বত্র সমদর্শনঃ, যোগযুক্তাত্মা, আত্মানং সর্বভূতস্থং চ সর্বভূতানি আত্মনি ঈক্ষতে। (৩০) যঃ মাং সর্বত্র পশ্যতি চ সর্বং ময়ি পশ্যতি, অহং তস্য প্রণশ্যামি ন, সঃ চ মে প্রণশ্যতি ন। (৩১) যঃ একত্বং আস্থিতঃ সর্বভূতাস্থিতং মাং ভজতি, সঃ যোগী সর্বথা বর্তমানঃ অপি ময়ি বর্ততে।

(২৮) এই প্রকারে সদা আপনাকে যোগযুক্ত ক'রে বিগতপাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন। (২৯) সর্বত্র সমদর্শী যোগযুক্তচিত্ত [পুরুষ] আপনাকে সর্বভূতস্থ এবং সর্বভূতকে আপনাতে দেখেন। (৩০) যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সমস্ত আমাতে দেখেন, আমি তাঁর [কাছে] নষ্ট (লুপ্ত) হই না, তিনিও আমার [কাছে] নষ্ট হন না। (৩১) যিনি একত্ব আশ্রয় ক'রে (সমস্তই এক—এই উপলব্ধি ক'রে) সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, সেই যোগী সর্বথা (যেখানে যেভাবে হ'ক) বর্তমান থাকলেও আমাতে থাকেন।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

(৩২) অর্জুনঃ, সুখং বা যদি বা দুঃখং—যঃ সর্বত্র আত্মৌপম্যেন সমং পশ্যতি সঃ পরমঃ যোগী মতঃ।

অর্জুন উবাচ।—(৩৩) মধুসূদন, অয়ং যঃ সাম্যেন যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং অহং চঞ্চলত্বাৎ পশ্যামি ন। (৩৪) কৃষ্ণ, হি, মনঃ চঞ্চলং, প্রমাথি, বলবৎ, দৃঢ়ং; অহং তস্য নিগ্রহং বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে।

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(৩৫) মহাবাহো, মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং [এতৎ] অসংশয়ং। তু, কৌন্তেয়, অভ্যাসেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে।

(৩২) হে অর্জুন, সুখ বা দুঃখ [যাই থাকুক]—যিনি সর্বত্র আত্মতুল্য সমান দেখেন (সকলের সুখসুঃখ আপনার ব'লে গণ্য করেন) তিনি পরম যোগী বিবেচিত হন।

অর্জুন বললেন।—(৩৩) হে মধুসূদন, এই যে সাম্য দ্বারা যোগ তুমি বললে, এর স্থায়িত্ব আমি [মনের] চঞ্চলত্বহেতু দেখছি না। (৩৪) হে কৃষ্ণ, কারণ, মন চঞ্চল, বিক্ষোভকর, প্রবল, দৃঢ় (অনমনীয়); আমি তার নিগ্রহ (সংযম) বায়ুর তুল্য সুদুষ্কর মনে করি।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৩৫) হে মহাবাহো, মন দুর্নিগ্রহ, চঞ্চল— তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু, হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা [মন] গৃহীত (সংযত) হয়।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

(৩৬) অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতি; তু উপায়তঃ যততা বশ্যাত্মনা অবাপ্তুং শক্যঃ।

অর্জুন উবাচ।—(৩৭) কৃষ্ণ, শ্রদ্ধয়া উপেতঃ [সন্] যোগাৎ চলিতমানসঃ অযতিঃ যোগসিদ্ধিং অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি? (৩৮) মহাবাহো, ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ অপ্রতিষ্ঠ উভয়বিভ্রষ্টঃ [সন্] ছিন্ন-অভ্রং ইব [সঃ] কচ্চিৎ নশ্যতি ন? (৩৯) কৃষ্ণ, [ত্বং] মে এতৎ সংশয়ং অশেষতঃ ছেত্তুং অর্হসি; 'হি', ত্বৎ-অন্যঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা উপপদ্যতে ন।

(৩৬) অসংযতচিত্ত [পুরুষের] পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য এই আমার মত; কিন্তু যথা উপায়ে যত্নবান্ আত্মজয়ী পুরুষের প্রাপ্তব্য।

অর্জুন বললেন।—(৩৭) হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধাদ্বারা [যোগ] প্রাপ্ত হ'য়ে [তার-পর] যোগ থেকে বিচলিতমনা অযতি (যোগভ্রষ্ট পুরুষ) যোগসিদ্ধি না পেয়ে কোন্ গতি পায়? (৩৮) হে মহাবাহো, ব্রহ্মের (ব্রহ্মলাভের) পথে বিমূঢ়, আশ্রয়শূন্য উভয়বিভ্রষ্ট (সকাম কর্মের ফললাভ ও নিষ্কাম কর্মে মুক্তিলাভ—উভয় সম্ভাবনা থেকে ভ্রষ্ট) হ'য়ে ছিন্ন মেঘের তুল্য সে কি নষ্ট হয় না? (৩৯) হে কৃষ্ণ, তুমি আমার এই সংশয় নিঃশেষে ছেদ করতে পার; তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের ছেত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অথবা যোগনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(৪০) পার্থ, ইহ চ অমুত্র তস্য বিনাশঃ বিদ্যতে ন। তাত, হি, কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং গচ্ছতি ন। (৪১) যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে। (৪২) অথবা ধীমতাং যোগিনাং 'এব' কুলে ভবতি; ঈদৃশং যৎ জন্ম এতৎ হি লোকে দুর্লভতরম্। (৪৩) তত্র পৌর্বদেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে; কুরুনন্দন, ততঃ 'চ' ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৪০) হে পার্থ, ইহলোকে ও পরলোকে তার বিনাশ (সাধনার ব্যর্থতা) হয় না। হে বৎস, কারণ, কল্যাণকারী (যে কখনও যোগাভ্যাসরূপ কল্যাণকার্য করেছে) কেউ দুর্গতি পায় না। (৪১) যোগভ্রষ্ট [পুরুষ] পুণ্যকারিগণের লোকসকল (স্বর্গাদি) পেয়ে অনন্ত বৎসর (বহুকাল) [সেখানে] বাস ক'রে শুচিস্বভাব শ্রীসম্পন্ন লোকের গৃহে জন্ম নেয়। (৪২) অথবা ধীমান্ যোগিগণের কুলে জন্মগ্রহণ করে; ঈদৃশ যে জন্ম, এও জগতে দুর্লভতর। (৪৩) সেখানে পূর্বজন্মের সেই বুদ্ধিসংযোগ লাভ ক'রে (পূর্ব-জন্মের অর্জিত বুদ্ধি ফিরে পায়); হে কুরুনন্দন, তারপর পুনর্বার সে সংসিদ্ধির জন্য যত্ন করে।

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

(৪৪) অপি তেন পূর্বাভ্যাসেন হি অবশঃ এব সঃ হ্রিয়তে, অপি যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ [সন্] শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে। (৪৫) তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ [সন্] অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ [সন্] ততঃ পরাং গতিং যাতি। (৪৬) যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ মতঃ, যোগী কর্মিভ্যঃ চ অধিকঃ; তস্মাৎ, অর্জুন, যোগী ভব। (৪৭) মদ্গতেন অন্তরাত্মনা যঃ শ্রদ্ধাবান্ [সন্] মাং ভজতে, সর্বেষাং যোগিনাং অপি সঃ যুক্ততমঃ মে মতঃ।

(৪৪) এবং সেই পূর্বাভ্যাসদ্বারাই অবশের তুল্য চালিত হয়, এবং যোগের জিজ্ঞাসু হ'য়ে শব্দব্রহ্ম (বেদ) অতিক্রম করে (অর্থাৎ আর বেদের উপর নির্ভর করে না)। (৪৫) এবং যত্নের সহিত চেষ্টাশীল যোগী পাপ থেকে সংশুদ্ধ হ'য়ে অনেক (একাধিক) জন্মে সংসিদ্ধি লাভ ক'রে তারপর পরা গতি পান। (৪৬) যোগী তপস্বীর (কৃচ্ছ্রসাধকের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর (যাঁরা কর্মবর্জন ক'রে কেবল জ্ঞানসাধনা করেন তাঁদের) চেয়েও শ্রেষ্ঠ গণ্য হন; যোগী কর্মিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব, হে অর্জুন, যোগী হও। (৪৭) মদ্গত (ব্রহ্মপরায়ণ) অন্তরাত্মাদ্বারা যিনি শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে আমাকে ভজনা করেন, সর্ব যোগিগণের মধ্যে তিনিই যুক্ততম (সর্বাপেক্ষা যোগযুক্ত) [এই] আমার মত।

সপ্তম অধ্যায়
(জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—(১) পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ [সন্‌] যোগং যুঞ্জন্‌ মাং সমগ্রং অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু। (২) অহং তে সবিজ্ঞানং ইদং জ্ঞানং অশেষতঃ বক্ষ্যামি—যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং অবশিষ্যতে ন। (৩) মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি; যততাং সিদ্ধানাং অপি কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি।

শ্রীভগবান্‌ বললেন।—(১) হে পার্থ, আমাতে মন আসক্ত রেখে আমাকে আশ্রয় ক'রে যোগযুক্ত হ'লে আমাকে সমগ্রভাবে নিঃসংশয়ে যেরূপ জানবে তা শোন। (২) আমি তোমাকে সবিজ্ঞান জ্ঞান[১] নিঃশেষে (সমস্তই) বলছি—যা জানলে এ বিষয়ে পুনর্বার অন্য কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকবে না। (৩) মনুষ্যগণের সহস্রের মধ্যে কেউ বা (অত্যল্প ব্যক্তি) সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন; যত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যে আবার কেউ বা আমাকে তত্ত্বত (প্রকৃত-রূপে) জানেন।

১। জ্ঞানবিজ্ঞান—৩।৪১ পাদটীকা দেখ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

(৪) মে ইয়ং প্রকৃতিঃ ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, খং, মনঃ, বুদ্ধি, এব চ অহংকারঃ—ইতি অষ্টধা ভিন্না। (৫) মহাবাহো, ইয়ং অপরা। ইতঃ অন্যাং জীবভূতাং মে পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি—যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে। (৬) সর্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি—ইতি উপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ। (৭) ধনঞ্জয়, মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি; সূত্রে মণিগণাঃ ইব ইদং সর্বং ময়ি প্রোতম্।

(৪) আমার এই প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহংকার—এই অষ্টপ্রকারে ভিন্ন। (৫) হে মহাবাহো, এই [প্রকৃতি] অপরা। এ থেকে অন্য, জীবভূতা (জীবাত্মা-স্বরূপিণী) আমার প্রকৃতিকে পরা ব'লে জেনো—যার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয় (অথবা, যার দ্বারা এই জগতের ধারণা, conception, হয়)। (৬) সর্বভূত এ থেকে (দ্বিবিধ প্রকৃতি থেকে) উৎপন্ন—তা অবধারণ কর। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়। (৭) হে ধনঞ্জয়, আমার চেয়ে পরতর (ultimate, শ্রেষ্ঠ) অন্য [কারণ] কিছুই নেই; সূত্রে মণিগণের তুল্য এই সমস্ত আমাতে গ্রথিত।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

(৮) কৌন্তেয়, অহং অপ্সুরসঃ, শশিসূর্যয়োঃ প্রভা, সর্ববেদেষু প্রণবঃ, খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুষঃ 'অস্মি'। (৯) চ [অহং] পৃথিব্যাং পুণ্যঃ গন্ধঃ, চ বিভাবসৌ তেজঃ 'অস্মি'; সর্বভূতেষু জীবনং, চ তপস্বিষু তপঃ 'অস্মি'। (১০) পার্থ, মাং সর্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি; অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ, তেজস্বিনাং তেজঃ 'অস্মি'। (১১) ভরতর্ষভ [অহং] বলবতাং কাম-রাগবিবর্জিতং বলং 'অস্মি'; ভূতেষু ধর্ম-অবিরুদ্ধঃ কামঃ 'অস্মি'।

(৮) হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস, শশিসূর্যে প্রভা, সর্ববেদে প্রণব, আকাশে শব্দ, নরগণে পৌরুষ। (৯) এবং আমি পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ এবং অগ্নিতে তেজ; সর্বভূতে জীবন, এবং তপস্বিগণের তপ। (অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুতে মানবের যে প্রয়োজন তার কারণ আমি; আমিই বাহ্যজগতের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধরূপে বিরাজ করি)। (১০) হে পার্থ, আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ জেনো (আমি সর্বভূতের আদিকারণ; অথবা, আমাতেই সর্ব-ভূতের স্বভাব বা গুণ নিহিত আছে); আমি বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি, তেজস্বীদের তেজ। (১১) হে ভরতর্ষভ, আমি বলবানদের কামনাআসক্তি-বর্জিত বল, প্রাণিগণে ধর্মের অবিরোধী[১] কামনা।

১। যথা প্রাণধারণার্থ পানভোজনাদির জন্য। (শংকর)।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

(১২) চ যে এব সাত্ত্বিকাঃ, রাজসাঃ, চ যে তামসাঃ ভাবাঃ [সন্তি], তান্ মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি; তু অহং তেষু ন, তে ময়ি। (১৩) ইদং সর্বং জগৎ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ মোহিতং [সৎ] এভ্যঃ পরং অব্যয়ং মাং অভিজানাতি ন। (১৪) হি, মম এষা গুণময়ী দৈবী মায়া দুরত্যয়া; যে মাং এব প্রপদ্যন্তে তে এতাং মায়াং তরন্তি। (১৫) দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ আসুরং ভাবং আশ্রিতাঃ [সন্তঃ] মাং প্রপদ্যন্তে ন।

(১২) এবং যা কিছু সাত্ত্বিক, রাজস এবং যা তামস ভাব আছে, সেসকল আমাথেকেই উৎপন্ন এই জেনো; কিন্তু আমি সে সকলে নেই, তারা[ই] আমাতে [আছে] (অর্থাৎ, আমার সত্ত্বাদিগুণ নেই; কিন্তু আমি ঐসকল গুণের কারণ)। (১৩) এই সর্বজগৎ ঐ ত্রিবিধগুণময় ভাবদ্বারা মোহিত হ'য়ে তার পরবর্তী (beyond) অব্যয়রূপ আমাকে জানতে পারে না। (১৪) কারণ, আমার ঐ গুণময়ী দৈবী (অলৌকিক, devine) মায়া দুরতিক্রমণীয়; যারা আমারই প্রপন্ন (শরণাগত) হয় তারা ঐ মায়া পার হয়। (১৫) দুষ্কর্মকারী মূঢ় নরাধমগণ মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান [হ'য়ে] আসুর ভাব আশ্রয় ক'রে আমার শরণাপন্ন হয় না।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

(১৬) ভরতর্ষভ অর্জুন, চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে—আর্তঃ, জিজ্ঞাসুঃ, অর্থার্থী চ জ্ঞানী। (১৭) তেষাং নিত্যযুক্তঃ একভক্তি জ্ঞানী বিশিষ্যতে; অহং 'হি' জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ, সঃ চ মম প্রিয়ঃ। (১৮) এতে সর্বে এব উদারাঃ, তু জ্ঞানী [মে] আত্মা এব—[ইতি] মে মতং; হি, সঃ যুক্তাত্মা অনুত্তমাং গতিং মাং এব আস্থিতঃ। (১৯) বহূনাং জন্মনাং অন্তে—সর্বং বাসুদেবঃ—ইতি জ্ঞানবান্ [সন্ সঃ] মাং প্রপদ্যতে; সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

(১৬) হে ভরতর্ষভ অর্জুন, চতুর্বিধ সুকৃতিশালী মনুষ্য আমাকে ভজনা করেন—আর্ত (বিপদ্‌গ্রস্ত), জিজ্ঞাসু (তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু), অর্থার্থী (অর্থ-অভিলাষী) ও জ্ঞানী (যাঁর জ্ঞানলাভ হয়েছে)। (১৭) তাঁদের [মধ্যে] নিত্য-যোগরত একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার প্রিয়। (১৮) এ'রা (আর্ত ইত্যাদি) সকলেই উদার (মহান্), কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মাই (আমার সহিত অভিন্ন)—এই আমার মত; কারণ, সেই যুক্তাত্মা শ্রেষ্ঠগতিস্বরূপ আমাতেই অবস্থান করেন। (১৯) বহু জন্মের অন্তে—সমস্তই বাসুদেব—এই জ্ঞানযুক্ত হ'য়ে তিনি আমার শরণাপন্ন হন; সেরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

(২০) তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ তং তং নিয়মং আস্থায় স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ [সন্তঃ] অন্য দেবতাঃ প্রপদ্যন্তে। (২১) যঃ যঃ ভক্তঃ যাং যাং তনুং শ্রদ্ধয়া অর্চিতুং ইচ্ছতি, অহং তস্য তস্য [ভক্তস্য] তাং এব অচলাং শ্রদ্ধাং বিদধামি। (২২) সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [সন্] তস্যাঃ রাধনং ঈহতে; চ ততঃ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে। (২৩) তু তেষাং অল্পমেধসাং তৎ ফলং অন্তবৎ ভবতি। দেবযজঃ দেবান্ যান্তি, অপি মদ্ভক্তাঃ মাং যান্তি।

(২০) অমুক অমুক (বিভিন্ন কামনার দ্বারা হৃতজ্ঞান [পুরুষগণ] অমুক অমুক নিয়ম (অনুষ্ঠান) অবলম্বন ক'রে নিজের প্রকৃতিদ্বারা নিয়ত হ'য়ে অন্য দেবতাগণের শরণাপন্ন হয়। (২১) যে যে ভক্ত যে যে মূর্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ভক্তের সেইপ্রকারই (আরাধ্য মূর্তির অনুযায়ী) অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। (২২) সেই সেই শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হ'য়ে তার (সেই মূর্তির) আরাধনার চেষ্টা করে, এবং তা থেকে আমার দ্বারাই বিহিত সেই (অমুক অমুক) কামনাসকলই লাভ করে (২৩) কিন্তু, সেইসকল অল্পমেধাবীর ঐ ফল (লব্ধ কাম্যফল) নশ্বর হয় (চিরভোগ্য নয়)। দেব-উপাসকগণ দেবগণকে পায় (কাম্যফল পায়—দেবগণ যার দাতা), পক্ষান্তরে, আমার ভক্তগণ আমাকে (পরমাত্মাকে) পায়।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥ ২৪ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥ ২৫ ॥
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

(২৪) মম অব্যয়ং অনুত্তমং পরং ভাবং অজানন্তঃ অবুদ্ধয়ঃ অব্যক্তং মাং ব্যক্তিং আপন্নং মন্যতে। (২৫) অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ [সন্‌] সর্বস্যপ্রকাশঃ নঃ; অয়ং লোকঃ মূঢ়ঃ [সন্‌] অজং অব্যয়ং মাং অভিজানাতি ন। (২৬) অর্জুন, অহং সমতীতানি বর্তমানানি চ ভবিষ্যাণি ভূতানি বেদ; তু কশ্চন মাং বেদ ন। (২৭) পরন্তপ ভারত, সর্গে ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্বভূতানি সম্মোহং যান্তি।

(২৪) আমার অব্যয় শ্রেষ্ঠ পরম স্বরূপ যারা জানে না সেই অবুদ্ধিগণ অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ততাপ্রাপ্ত (মূর্ত) মনে করে। (২৫) আমি যোগমায়া সমাবৃত[১] থাকায় সকলের [নিকট] প্রকাশিত নই; এই লোক (মনুষ্যগণ) মোহিত হ'য়ে অজ অব্যয় আমাকে সম্যক্‌ জানতে পারে না। (২৬) হে অর্জুন, আমি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রাণিগণকে জানি, কিন্তু কেউ আমাকে জানে না। (২৭) হে পরন্তপ ভারত, সংসারে ইচ্ছাদ্বেষ থেকে উৎপন্ন দ্বন্দ্ব-মোহের দ্বারা (কখনও সুখ কখনও দুঃখ এই অস্থিরতায়) সর্বপ্রাণী সম্মোহ[২] প্রাপ্ত হয়।

১। যোগমায়া—ঈশ্বরকে যখন কর্মপর মনে করা হয় তখন তিনি যোগী, যথা 'মহাযোগেশ্বরো হরিঃ', ১১।৯। ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় হ'য়েও স্রষ্টা পাতা হর্তারূপে প্রতীয়মান হন। এই তাঁর যোগমায়া।

২। সম্মোহ—১০।৪ অসম্মোহ দেখ।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

(২৮) তু যেষাং পুণ্যকর্মণাং জনানাং পাপং অন্তর্গতং, তে দ্বন্দ্বমোহ-নির্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ [জনাঃ] মাং ভজন্তে। (২৯) যে জরামরণমোক্ষায় মাং আশ্রিত্য যতন্তি, তে ব্রহ্ম, কৃৎস্ন অধ্যাত্মং চ অখিলং কর্ম [কিং] তৎ বিদুঃ। (৩০) যে স-অধিভূত-অধিদেবং চ স-অধিযজ্ঞং মাং বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ 'চ' প্রয়াণকালে অপি মাং বিদুঃ।

(২৮) কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্মা জনের পাপ অন্ত হয়েছে, সেই দ্বন্দ্ব-মোহনির্মুক্ত দৃঢ়ব্রত জনগণ আমাকে ভজনা করেন। (২৯) যাঁরা জরামরণ থেকে মুক্তির জন্য আমাকে আশ্রয় ক'রে যত্ন (সাধনা) করেন, তাঁরা ব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম ও অখিল কর্ম কি তা জানতে পারেন। (৩০) যাঁরা অধিভূত-অধিদেব সহিত ও অধিযজ্ঞ সহিত আমাকে জানেন, সেই যোগযুক্তচিত্ত [পুরুষ] মরণকালেও আমাকে জানেন। (অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত ইত্যাদির অর্থ পর অধ্যায়ে দেখ)।

অষ্টম অধ্যায়

(অক্ষর ব্রহ্মযোগ)

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্‌ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥
অধিভূতঃ ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

অর্জুনঃ উবাচ।—(১) পুরুষোত্তম, তৎ ব্রহ্ম কিম? অধ্যাত্মং কিম্‌? কর্ম কিম্‌? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্‌? অধিদৈবং কিম্‌ উচ্যতে? (২) মধুসূদন, অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ কঃ? অস্মিন্‌ কথম্‌? চ প্রয়াণকালে নিয়তাত্মাভিঃ [ত্বং] কথং জ্ঞেয়ঃ অসি?

শ্রীভগবান্‌ উবাচ।—(৩) পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম; স্বভাবঃ অধ্যাত্মং উচ্যতে; ভূতভাব-উদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ। (৪) দেহভৃতাং বর, ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতং; চ পুরুষ অধিদৈবতং, অত্রে দেহে অহম্‌ এব অধিযজ্ঞঃ।

অর্জুন বললেন।—(১) হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূতই বা কাকে বলে? অধিদৈব কাকে বলে? (২) হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? এতে কি ভাবে [থাকেন]? এবং মরণকালে সংযতাত্মাদ্বারা তুমি কিপ্রকারে জ্ঞেয় হও?

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

(৫) চ অন্তকালে মাং এব স্মরণ্ যঃ কলেবরং মুক্ত্বা প্রযাতি, সঃ মদ্ভাবং যাতি—অত্র সংশয়ঃ নাস্তি।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৩) পরম অক্ষর ব্রহ্ম; স্বভাব অধ্যাত্ম উক্ত হয়; ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ কর্মসংজ্ঞায় অভিহিত। (৪) হে দেহধারিগণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষরের ভাব অধিভূত, এবং পুরুষ অধিদৈবত; এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ। (ব্রহ্ম—পরম অক্ষর, যাঁর ক্ষরণ বা পরিবর্তন নেই। অধ্যাত্ম—স্বভাব, যার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ, মন বুদ্ধি অহংকার ইন্দ্রিয়গ্রাম। পূর্ববর্তী ৭।২৯ শ্লোকে কৃৎস্ন অধ্যাত্ম=অধ্যাত্মের সমষ্টি= কারণশরীর (?)। কর্ম—ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ, অর্থাৎ লোকসৃষ্টি; অন্য অর্থ, প্রাণিগণের সমৃদ্ধিসাধক উৎসর্গ, অর্থাৎ লোকহিতার্থ কর্ম। অধিভূত—ক্ষর ভাব, পরিবর্তনশীল অবস্থা, অর্থাৎ গমন, শ্রবণ মননাদি জীবিতলক্ষণবিশিষ্ট স্থূল শরীর। অধিদৈবত—পুরুষ, দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা। অধিযজ্ঞ—যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মর্ম—তিনিই (ব্রহ্ম) দেহরূপ বা জীবনরূপ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা অধিযজ্ঞ, এবং তিনিই ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ (সৃষ্টি) করেন, অথবা বিসর্গ (উৎসর্গ) গ্রহণ করেন, এবং সর্ব দেহে বা সমস্ত ভৌতিক পদার্থে অধিদৈবরূপে বর্তমান থেকে কর্ম বা সৃষ্টি করান। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (৯।১০) অধ্যক্ষ-রূপ আমার দ্বারা প্রকৃতি সচরাচর (বিশ্ব) প্রসব করে। অধ্যক্ষ—অধি-অক্ষ, supervisor, সাক্ষী, অথবা অধিষ্ঠাতা।

(৫) এবং অন্তকালে আমাকেই স্মরণ ক'রে যিনি কলেবর থেকে মুক্ত হ'য়ে প্রয়াণ করেন, তিনি আমার ভাব পান—এতে সংশয় নেই।

যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্‌ ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌ ॥ ৮ ॥

(৬) কৌন্তেয়, অপি, অন্তে যং যং ভাবং বা স্মরন্‌ কলেবরং ত্যজতি, সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ [সন্‌] তং তং এব এতি। (৭) তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাং অনুস্মর চ যুধ্য; ময়ি-অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [সন্‌] অসংশয়ং মাং এব এষ্যসি। (৮) পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্তেন ন-অন্যগামিনা চেতসা অনুচিন্তয়ন্‌ [সন্‌] দিব্যং পরমং পুরুষং যাতি।

(৬) হে কৌন্তেয়, আরও, অন্তকালে যে যে ভাবই স্মরণ ক'রে কলেবর ত্যাগ করেন, সদা (জীবিতকালে) সেইভাবে অনুরক্ত থাকায় সেই সেই [ভাব]ই প্রাপ্ত হন। (৭) অতএব, সর্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পিত হ'লে অসংশয়ে আমাকেই পাবে। (৮) হে পার্থ, অভ্যাস[১] যোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তে সর্বদা চিন্তা (ধ্যান) করলে [লোকে] দিব্য পরমপুরুষ[২] প্রাপ্ত হয়।

১। অভ্যাস—তুল্য (সিদ্ধির অনুকূল) একই প্রত্যয়ের (নিশ্চয়জ্ঞানের) আবৃত্তি (বারংবার চর্চা) এবং বিপরীত (সিদ্ধির প্রতিকূল) প্রত্যয়ের বর্জন। (শংকর)।

২। পরম পুরুষ—৮।৪ শ্লোকে যে অধিদৈবতকে পুরুষ বলা হয়েছে তিনি সাংখ্যের পুরুষ বা জীবাত্মা। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম পরম পুরুষ।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মনোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যৎ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষে ॥ ১১ ॥

(৯–১০) কবিং, পুরাণং, অনুশাসিতারং, অণোঃ অণীয়াংসং, সর্বস্য ধাতারং, অচিন্ত্যরূপং, তমসঃ পরস্তাৎ [বর্তমানং] আদিত্যবর্ণং [পুরুষং] যঃ প্রয়াণকালে অচলেন মনসা, ভক্ত্যা চ এব যোগবলেন যুক্তঃ [সন্] ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য অনুস্মরেৎ, সঃ তং দিব্যং পরং পুরুষং উপৈতি। (১১) বেদবিদঃ যং অক্ষরং বদন্তি, বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি, যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষে।

(৯—১০) কবি (সর্বজ্ঞ), পুরাণ (পূর্বতম), অনুশাসিতা (নিয়ন্তা, বিধাতা), অণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, সকলের ধাতা (আধার), অচিন্ত্যরূপ, অন্ধকারের পরে বর্তমান (অজ্ঞান-অন্ধকারের অন্তরালবর্তী) আদিত্যবর্ণ পুরুষকে যিনি মরণকালে অচল মনে, ভক্তি ও যোগবলের সহিত যুক্ত হ'য়ে, ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে (?) সম্যক্ আবিষ্ট (স্থির) ক'রে অনুসরণ (ধ্যান) করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে পান। (১১) বেদবিদ্‌গণ যাঁকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যতিগণ যাঁতে (যাঁর তত্ত্বে বা রহস্যে) প্রবেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় (মাধবগণ) ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন সেই পদ (প্রাপ্য বস্তু) তোমাকে সংক্ষেপে বলছি।

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥ ১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্‌।
যঃ প্রজাতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ ১৩ ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

(১২) সর্বদ্বারাণি সংযম্য চ মনঃ হৃদি নিরুধ্য, আত্মনঃ প্রাণং মূর্ধ্নি আধায়, যোগধারণাং আস্থিতঃ, (১৩) ওম-ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌, মাং অনুস্মরন্‌, যঃ দেহং ত্যজন্‌ প্রযাতি, সঃ পরমাং গতিং যাতি। (১৪) পার্থ, যঃ অনন্যচেতাঃ [সন্‌] সততং নিত্যশঃ মাং স্মরতি, অহং তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ সুলভঃ। (১৫) পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ মহাত্মনঃ মাং উপেত্য দুঃখালয়ং অশাশ্বতং পুনর্জন্ম আপ্নুবন্তি ন।

(১২) সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত ক'রে এবং মন হৃদয়ে নিরুদ্ধ ক'রে, আপনার প্রাণবায়ু মূর্ধায় (মস্তকে বা ভ্রূযুগলমধ্যে) স্থাপিত ক'রে, যোগ-ধারণা আশ্রয় ক'রে, (১৩) ওম্‌—এই একাক্ষর ব্রহ্ম (ব্রহ্মনাম) উচ্চারণ ক'রে আমাকে অনুস্মরণ (ধ্যান) করতে করতে যিনি দেহ ত্যাগ ক'রে যান, তিনি পরমা গতি পান। (১৪) হে পার্থ, যিনি অনন্যচিত্ত হ'য়ে সতত (বারং-বার) প্রত্যহ আমাকে স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত যোগীর [পক্ষে] সুলভ (অনায়াসলভ্য)। (১৫) পরম সংসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মারা আমাকে পেয়ে দুঃখের আলয় [স্বরূপ] অনিত্য পুনর্জন্ম পান না।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ ॥ ১৭ ॥
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

(১৬) অর্জুন, আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ; তু, কৌন্তেয়, মাং উপেত্য পুনর্জন্ম বিদ্যতে ন।

(১৭) সহস্রযুগপর্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ, [তথা] যুগসহস্র-অন্তাং রাত্রিং —[যে] বিদুঃ, তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ। (১৮) অহঃ-আগমে অব্যক্তাৎ সর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি; রাত্রি-আগমে তত্র অব্যক্তসংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে। (১৯) পার্থ, অয়ং সঃ এব ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা অবশঃ [সন্] রাত্রি-আগমে প্রলীয়তে, অহঃ-আগমে প্রভবতি।

(১৬) হে অর্জুন, ব্রহ্মভুবন অবধি লোকসমুদায় (ব্রহ্মলোক এবং অপর লোকবাসী সকলেই) পুনরাবর্তী (বাংবার সংসারে ফিরে আসে); কিন্তু, হে কৌন্তেয়, আমাকে পেলে পুনর্জন্ম থাকে না।

(১৭) সহস্রযুগব্যাপী ব্রহ্মার যে দিন, এবং সহস্রযুগে অবসান্ত [ব্রহ্মার] রাত্রি—যাঁরা জানেন সেইসকল লোকই অহোরাত্রবিৎ (অর্থ দুর্বোধ)। (১৮) ব্রহ্মার দিন আগত হ'লে অব্যক্ত [-প্রকৃতি] থেকে সমস্ত ব্যক্ত [-প্রকৃতি] উৎপন্ন হয়; [ব্রহ্মার] রাত্রি আগত হ'লে সেই অব্যক্তনামক অবস্থাতেই [সমস্ত] প্রলীন হয়। (১৯) হে পার্থ, সেই [ব্যক্তের অন্তর্গত] ভূতগ্রাম (প্রাণিবর্গ) জ'ন্মে জ'ন্মে অবশভাবে রাত্রি আগত হ'লে প্রলীন হয়, দিন আগত হ'লে উৎপন্ন হয়।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥ ২২ ॥

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

(২০) তু, তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ যঃ সনাতনঃ ভাবঃ, সঃ সর্বেষু ভূতেষুঃ নশ্যৎসু বিনশ্যতি ন। (২১) [সঃ] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ; তং পরমাং গতিং আহুঃ, যং প্রাপ্য নিবর্তন্তে ন। (২২) পার্থ, ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি, যেন ইদং সর্বং ততং, সঃ পরঃ পুরুষঃ তু অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ। (২৩) ভরতর্ষভ, যোগিনঃ যত্র কালে তু প্রযাতাঃ [সন্তঃ] অনাবৃত্তিং চ এব আবৃত্তিং যান্তি, তৎ কালং বক্ষ্যামি।

(২০) কিন্তু, সেই অব্যক্তের পরবর্তী (অব্যক্ত প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) অন্য যে অব্যক্ত সনাতন ভাব (সত্ত্ব) [আছে], তা সর্বভূত নষ্ট হ'লেও বিনষ্ট হয় না। (২১) সেই (শেষোক্ত) অব্যক্ত অক্ষর ব'লে উক্ত [হন]; তাঁকে পরমা গতি বলে, যাঁকে পেলে [মনুষ্য] প্রত্যাবর্তন করে না; তা আমার পরম ধাম (স্বরূপ)। (২২) হে পার্থ, ভূতগণ যাঁর অন্তঃস্থ, যাঁর দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত, সেই পরম পুরুষই অনন্যা (একনিষ্ঠ) ভক্তির দ্বারা লভ্য। (২৩) হে ভরতর্ষভ, যোগিগণ যে যে কালে প্রয়াণ করলে (মরলে) অনাবৃত্তি (জন্মমুক্তি) এবং (অথবা) আবৃত্তি (পুনর্জন্ম) পান, সেই কাল [সম্বন্ধে] বলছি।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

(২৪) অগ্নিঃ, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লঃ, ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণং; তত্র প্রযাতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। (২৫) তথা, ধূমঃ, রাত্রিঃ, কৃষ্ণঃ, ষণ্মাসাঃ, দক্ষিণায়নং; তত্র [প্রযাতা] যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ততে। (২৬) জগতঃ শুক্ল-কৃষ্ণে এতে 'হি' গতী শাশ্বতে মতে; একয়া অনাবৃত্তিং যাতি, অন্যয়া পুনঃ আবর্ততে।

(২৪) অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, ছ'মাস উত্তরায়ণ; তখন মৃত ব্রহ্মবিৎ মনুষ্যগণ ব্রহ্মলাভ করেন। (২৫) এবং, ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছ'মাস দক্ষিণায়ন; তখন মৃত যোগী চন্দ্রের জ্যোতি পেয়ে নিবর্তন (পুনর্জন্মলাভ) করেন। (২৬) জগতের (মনুষ্যের) শুক্ল-কৃষ্ণ এই [দুই প্রকার] গতি শাশ্বত মন্য হয় (এইপ্রকার মত অনাদিকাল থেকে চলে আসছে); একটি [গতির] দ্বারা অনাবৃত্তি (জন্মমুক্তি) পায়, অপরটির দ্বারা পুনর্বার আবর্তন (পুনর্জন্ম) পায়।

(এই তিন শ্লোকের অর্থ দুর্বোধ। টীকাকারগণ অগ্ন্যাদির অভিমানিনী দেবতা, দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কেউ বা আধ্যাত্মিক অর্থ করেছেন, কিন্তু বর্ণনা অস্পষ্টই রয়ে গেছে। সম্ভবত উত্তরমেরুপ্রদেশ-বিষয়ক বহুপ্রাচীন প্রবাদের সঙ্গে রূপক যোগ হ'য়ে দেবযান পিতৃযান নামক মরণকালীন অবস্থাদ্বয় কল্পিত হয়েছে এবং গীতাকার সেই প্রাচীন বিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন)।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭ ॥
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্‌ ॥ ২৮ ॥

(২৭) পার্থ, এতে সৃতী জানন্‌ কশ্চন যোগী মুহ্যতি ন; তস্মাৎ, অর্জুন, সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব। (২৮) ইদং বিদিত্বা, বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ এব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং, যোগী তৎ সর্বং অত্যেতি, চ আদ্যং পরং স্থানং উপৈতি।

(২৭) হে পার্থ, এই দুই গতি জানলে কোনও যোগী মোহগ্রস্ত হন না; অতএব হে অর্জুন, সর্বকালে যোগযুক্ত হও। (২৮) এ জানলে, সকল বেদে যজ্ঞে তপস্যায় ও দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট [আছে], যোগী সেসমস্ত অতিক্রম করেন (বেদযজ্ঞাদির ঊর্ধ্বে ওঠেন) এবং আদ্য (সকলের মূল) পরম-স্থান পান।

———

নবম অধ্যায়

(রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১) ইদং গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং তু অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। (২) ইদং রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং, পবিত্রং, উত্তমং, প্রত্যক্ষাবগমং, ধর্ম্যং, কর্তুং, সুসুখং, অব্যয়ম্। (৩) পরন্তপ, অস্য ধর্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাং অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্তন্তে।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১) এই গুহ্যতম বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানও[২] অসূয়াহীন (অছিদ্রান্বেষী, শ্রদ্ধাবান্) তোমাকে বলব, যা জানলে অশুভ থেকে মুক্ত হবে। (২) এই রাজবিদ্যা (জনকাদি রাজগণ কর্তৃক চর্চিত বা আবিষ্কৃত বিদ্যা) রাজগুহ্য (রহস্যের শ্রেষ্ঠ; অথবা যা রাজগণেরই জ্ঞাত), পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষবোধগম্য, ধর্ম্য (ধর্মপ্রদ), সুখে প্রয়োজ্য, অব্যয় (অশেষ[১] ফলপ্রদ)। (৩) হে পরন্তপ, এই ধর্মের [প্রতি] অশ্রদ্ধাবান্ পুরুষগণ আমাকে না পেয়ে মৃত্যু-ময় সংসারবর্ত্মে আবর্তন করে (বারংবার জন্মায়)।

১। জ্ঞান-বিজ্ঞান—৩।৪১ দেখ।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্‌।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্‌ ॥ ৭ ॥

(৪) অব্যক্তমূর্তিনা ময়া ইদং সর্বং জগৎ ততম্‌। সর্বভূতানি মৎ-সংস্থানি, চ অহং তেষু অবস্থিতঃ ন। (৫) চ, ভূতানি মৎসংস্থানি ন; মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য; মম আত্মা ভূতভৃৎ, ভূতভাবনঃ; চ ভূতস্থঃ ন। (৬) যথা নিত্যং সর্বত্রগঃ [অপি] মহান্‌ বায়ুঃ আকাশস্থিতঃ, তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানি—ইতি উপধারয়। (৭) কৌন্তেয়, সর্বভূতানি কল্পক্ষয়ে মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি; কল্পাদৌ পুনঃ অহং তানি বিসৃজামি।

(৪) অব্যক্তমূর্তি আমার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত; সর্বভূত আমাতে স্থিত, অথচ আমি সেসকলে অবস্থিত নই। (৫) আবার, ভূতসকল আমাতে স্থিত[ও] নয়; আমার ঐশ্বরিক (অলৌকিক, এককালে বিপরীত লক্ষণা-ক্রান্ত) যোগ দেখ; আমার আত্মা (সত্তা) ভূতগণের ধারক, ভূতগণের পালক; অথচ ভূতগণে অবস্থিত নয়। (পরমাত্মার জন্যই সর্বভূত আত্মবিশিষ্ট, সে কারণে এক অর্থে সর্বভূত পরমাত্মায় স্থিত। কিন্তু পরমাত্মা নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত, সেকারণে অন্য অর্থে পরমাত্মার সহিত ভূতসকলের সংযোগ নেই)। (৬) যেমন সর্বদা সর্বত্রগামী হ'য়েও মহান্‌ বায়ু (সমস্ত বায়ু) আকাশে স্থিত, সেইরূপ সর্বভূত আমাতে স্থিত—এই অবধারণ কর। (৭) হে কৌন্তেয়, সর্বভূত কল্পক্ষয়ে আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় (অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়); কল্পের আরম্ভে পুনর্বার আমি তাদের সৃষ্টি করি।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

(৮) স্বাং প্রকৃতিং অবষ্টভ্য [অহং] ইমং কৃৎস্নং, প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি। (৯) ধনঞ্জয়, চ তেষু কর্মসু অসক্তং উদাসীনবৎ আসীনং মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ন। (১০) অধ্যক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং সূয়তে; কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা জগৎ বিপরিবর্ততে।

(১১) ভূতমহেশ্বরং মম পরং ভাবং অজানন্তঃ মূঢ়াঃ মানুষীং তনুং আশ্রিতং মাং অবজানন্তি।

(৮) আমার প্রকৃতিতে (মায়ায়) অধিষ্ঠান ক'রে আমি এই সমস্ত, প্রকৃতির বশে অবশ ভূতগ্রাম (সর্বভূত) পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি। (৯) হে ধনঞ্জয়, অথচ ঐ সকল কর্মে (সৃষ্টি ও লয়ে) অনাসক্ত উদাসীনবৎ অবস্থিত আমাকে ঐসকল কর্ম আবদ্ধ করে না। (১০) অধ্যক্ষরূপ (অধিষ্ঠাতা; কিংবা দ্রষ্টা, সাক্ষী) আমার দ্বারা প্রকৃতি সচরাচর (জঙ্গম স্থাবর সহিত) [জগৎ] প্রসব করে; হে কৌন্তেয়, এই হেতু জগৎ বিপরিবর্তিত (বারংবার সৃষ্ট ও প্রলীন) হয়।

(১১) ভূতসমূহের মহেশ্বররূপ আমার পরম ভাব (সত্তা) [সম্বন্ধে] অজ্ঞ মূঢ়গণ মানুষী-তনু-আশ্রিত আমাকে অবজ্ঞা করে (ছোট ক'রে দেখে)।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

(১২) মোঘাশাঃ মোঘকর্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ [তে] মোহিনীং রাক্ষসীং চ আসুরীং প্রকৃতিং এব শ্রিতাঃ [ভবন্তি]। (১৩) পার্থ, তু মহাত্মানঃ দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ অনন্যমনসঃ [সন্তঃ] ভূতাদিং অব্যয়ং জ্ঞাত্বা মাং ভজন্তি। (১৪) সততং কীর্তয়ন্তঃ, চ দৃঢ়ব্রতাঃ যতয়ন্তঃ, চ নমস্যন্তঃ, ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ [সন্তঃ] মাং উপাসতে। (১৫) চ অপি অন্যে জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখং মাং উপাসতে।

(১২) বৃথা-আশাকারী বৃথাকর্মী বৃথাজ্ঞানী চেতনাহীন তারা মোহকরী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি (স্বভাব)ই পেয়ে থাকে। (১৩) হে পার্থ, কিন্তু মহাত্মারা দৈবী প্রকৃতি (স্বভাব) আশ্রয় ক'রে অনন্যমনা হ'য়ে ভূতসকলের আদি [এবং] অব্যয় জেনে আমাকে ভজনা করেন। (১৪) তাঁরা সতত কীর্তন (আমার মহিমা বর্ণন) ক'রে, এবং দৃঢ়ব্রত যত্নশীল হ'য়ে, এবং নমস্কার ক'রে, ভক্তির সহিত নিত্যযুক্ত হ'য়ে আমাকে উপাসনা করেন। (১৫) আবার অন্য [লোকে] জ্ঞানযজ্ঞে যজনা ক'রে একত্ব ও পৃথকত্ব দ্বারা (ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, এবং সকল সত্তাতেই ব্রহ্ম আছেন, এই বুঝে) বহুধা বিশ্বতোমুখ (বহুভাবে বিশ্বের সর্বত্র জ্ঞাতব্য) আমাকে উপাসনা করেন।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাঽহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোংকার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদাসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ ॥

(১৬) অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, অহং স্বধা, অহং ঔষধং, অহং মন্ত্রঃ, অহং এব আজ্যঃ, অহং অগ্নিঃ, অহং হুতম্। (১৭) অহং অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ; বেদ্যং, পবিত্রং ওংকারঃ, চ এব ঋক্ সাম যজুঃ। (১৮) [অহং] গতিঃ, ভর্তা, প্রভুঃ, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণং, সুহৃৎ, প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, স্থানং, নিধানং, অব্যয়ং বীজম্। (১৯) অর্জুন, অহং তপামি, অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি চ উৎসৃজামি; চ অহং অমৃতং চ এব মৃত্যুঃ চ সৎ-অসৎ।

(১৬) আমি ক্রতু (অশ্বমেধাদি শ্রৌত যজ্ঞ), আমি যজ্ঞ (ব্রতদানাদি স্মার্ত যজ্ঞ), আমি স্বধা (শ্রাদ্ধাদি কর্ম), আমি ওষধিজাত (অন্ন), আমি মন্ত্র, আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি, আমিই হুত [দ্রব্য]। (১৭) আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (ধারক), পিতামহ (পূর্বপুরুষ); জ্ঞাতব্য, পবিত্র ওংকার, এবং ঋক, সাম, যজু। (১৮) আমি গতি (পরম প্রাপ্য বিষয়), ভর্তা (পোষক), প্রভু, সাক্ষী (নির্লিপ্ত দ্রষ্টা বা অধ্যক্ষ), নিবাস (আশ্রয়), শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ (অন্তরঙ্গ), প্রভব (উৎপত্তি), প্রলয় (নাশ), স্থান (আধার), নিধান (ভাণ্ডার), অব্যয় বীজ (অক্ষয় কারণ)। (১৯) হে অর্জুন, আমি [সূর্যরূপে] তাপ দান করি, বর্ষ (বর্ষণের জন্য জল) আকর্ষণ করি ও উৎসেক করি; আমি অমৃত (অমরত্ব) ও মৃত্যু, এবং সৎ-অসৎ (নিত্য ও অনিত্য বস্তু)।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

(২০) ত্রৈবিদ্যাঃ মাং যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা সোমপাঃ পূতপাপাঃ [সন্তঃ] স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে; তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকং আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি। (২১) তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা, পুণ্যে ক্ষীণে [সতি] মর্ত্যলোকং বিশন্তি; ত্রয়ীধর্মং অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ এবং গতাগতং লভন্তে।

(২২) অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ মাং পর্যুপাসতে, নিত্য-অভিযুক্তানাং তেষাং যোগক্ষেমং অহং বহামি।

(২০) ত্রিবেদের অনুগামিগণ আমাকে যজ্ঞদ্বারা পূজা ক'রে সোমপায়ী [ও] পাপমুক্ত হ'য়ে স্বর্গপ্রাপ্তি প্রার্থনা করে; তারা পুণ্যলভ্য ইন্দ্রলোক পেয়ে স্বর্গে দিব্য দেবভোগসমূহ উপভোগ করে। (২১) তারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ ক'রে পুণ্য ক্ষয় হ'লে মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে; বেদোক্ত ধর্মে একান্ত নির্ভরশীল কাম্য-অভিলাষিগণ এইপ্রকারে [স্বর্গে ও মর্ত্যে] যাতায়াত লাভ করে।

(২২) অনন্যমনে চিন্তা (ধ্যান) ক'রে যে সকল লোক আমার উপাসনা করেন নিত্য অভিযুক্ত তাঁদের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) আমি বহন করি (অর্থাৎ, তাঁরা কর্তব্যবোধেই পুণ্য অর্জন ও সঞ্চয় করেন, স্বর্গভোগের জন্য নয়)।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

(২৩) কৌন্তেয়, যে ভক্তাঃ শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ [সন্তঃ] অন্যদেবতাঃ অপি যজন্তে, তে অপি মাং এব অবিধিপূর্বকং যজন্তি। (২৪) হি, অহং সর্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুঃ চ; তু, তে তত্ত্বেন মাং অভিজানন্তি ন, অতঃ চ্যবন্তি। (২৫) দেব-ব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, অপি মদ্‌যাজিনঃ মাং যান্তি।

(২৬) যঃ মে ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, প্রযতাত্মনঃ ভক্তি-উপহৃতং তৎ অহং অশ্নামি।

(২৩) হে কৌন্তেয়, যে ভক্তগণ শ্রদ্ধান্বিত হ'লে অন্য দেবতাও পূজা করে, তারাও আমাকেই অবিধিপূর্বক পূজা করে। (২৪) কারণ, আমি সর্ব-যজ্ঞের (সকল পূজার) ভোক্তা এবং প্রভু (অধিষ্ঠাতা)ও; কিন্তু তারা তত্ত্বত আমাকে জানে না, এজন্য [উচ্চগতি থেকে চ্যুত হয়]। (২৫) দেবপূজকগণ দেবগণকে (স্বর্গভোগাদি) পায়, পিতৃপূজকগণ পিতৃগণকে পায়, ভূত (উপ-দেবতা) পূজকগণ ভূতগণকে পায়, আর আমার পূজকগণ আমাকে পায়।

(২৬) যে আমাকে ভক্তির সহিত পত্র পুষ্প ফল জল দেয়, নিয়তচিত্ত পূজকের ভক্তি-উপহৃত সেই দ্রব্য আমি ভোজন (গ্রহণ) করি।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্‌ ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ২৯ ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতোহি সঃ ॥ ৩০ ॥

(২৭) কৌন্তেয়, যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোসি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যাসি, তৎ মৎ-অর্পণং কুরুষ্ব। (২৮) এবং কর্মবন্ধনৈঃ শুভাশুভফলৈঃ মোক্ষ্যসে; সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তঃ [সন্‌] মাং উপৈষ্যসি।

(২৯) অহং সর্বভূতেষু সমঃ; মে দ্বেষ্যঃ ন অস্তি, প্রিয়ঃ [অপি] ন; তু, যে মাং ভক্ত্যা ভজন্তি, তে ময়ি [তিষ্ঠন্তি], অপি অহং চ তেষু [তিষ্ঠামি]। (৩০) চেৎ সুদুরাচারঃ অপি অনন্যভাক্‌ [সন্‌] মাং ভজতে, সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ, হি, সঃ সম্যক্‌ ব্যবসিতঃ।

(২৭) হে কৌন্তেয়, যা কর, যা খাও, যে হোম কর, যে দান কর, যে (যার জন্য) তপস্যা কর, তা আমাকে অর্পণ কর। (২৮) এই প্রকারে কর্মবন্ধন-জনক শুভাশুভ ফল থেকে মুক্তি পাবে; সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (নিষ্কাম কর্মযোগে রত) বিমুক্ত (বন্ধনশূন্য) হ'য়ে আমাকে পাবে।

(২৯) আমি সর্বভূতে সমদর্শী; আমার অপ্রিয় নেই, প্রিয়ও নেই; কিন্তু যারা আমাকে ভজনা করে, তারা আমাতে থাকে, আমিও তাদের অন্তরে থাকি। (৩০) যদি অতিদুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্ত হ'য়ে আমাকে ভজনা করে, সে সাধু ব'লেই গণ্য, কারণ, সে সম্যক্‌ ব্যবসিত (দৃঢ়নিশ্চয়, স্থিরসংকল্প)।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাগতিম্ ॥ ৩২ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

(৩১) সঃ ক্ষিপ্রং ধর্মাত্মা ভবতি, শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি; কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি—মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ন। (৩২) পার্থ, যে পাপযোনয়ঃ অপি স্যুঃ, তথা স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ, শূদ্রাঃ, তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং যান্তি, (৩৩) পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ—[এতেষাং] পুনঃ কিম্। [অতঃ] ইমং অনিত্যং অসুখং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব। (৩৪) মন্মনাঃ, মদ্ভক্তঃ, মদ্যাজী ভব; মাং নমস্কুরু; এবং আত্মানং যুক্ত্বা মৎপরায়ণঃ [সন্] মাং এব এষ্যসি।

(৩১) সে শীঘ্র ধর্মাত্মা হয়, [এবং] চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করে; হে কৌন্তেয়, জেনো—আমার ভক্ত প্রনষ্ট হয় না। (৩২) হে পার্থ, যারা পাপ-যোনি (অন্ত্যজ)ও হয়, এবং স্ত্রী বৈশ্য শূদ্রগণ, এরাও আমাকে আশ্রয় ক'রে পরমাগতি পায়, (৩৩) পবিত্র ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ—এ'দের আর [কথা] কি। অতএব এই অনিত্য সুখহীন লোকে এসে (এই সংসারে যখন জন্মেছ তখন মুক্তির জন্য) আমাকে ভজনা কর। (৩৪) মদ্গতচিত্ত, আমার ভক্ত, আমার পূজক হও; আমাকে নমস্কার কর; এইপ্রকারে আপনাকে নিযুক্ত ক'রে মৎপরায়ণ হ'লে আমাকেই পাবে।

দশম অধ্যায়

(বিভূতি যোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাময়া ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহং আদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

যো মামজমনাদিশ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১) মহাবাহো, ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাময়া বক্ষ্যামি। (২) সুরগণাঃ মে প্রভবং বিদুঃ ন, মহর্ষয়ঃ [অপি] ন; হি, অহং সর্বশঃ দেবানাং চ মহর্ষীণাং আদিঃ। (৩) যঃ মাং অজং অনাদিং চ লোকমহেশ্বরং বেত্তি, মর্ত্যেষু সঃ অসম্মূঢ়ঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১) হে মহাবাহো, পুনর্বার আমার পরম বাক্য শোন, যা প্রীয়মাণ (প্রীত হচ্ছে এমন) তোমাকে আমি হিতকামনায় বলছি। (২) সুরগণ আমার উৎপত্তি জানেন না, মহর্ষিগণও নয়; কারণ, আমি সর্বতোভাবে দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি। (৩) যিনি আমাকে অজ অনাদি ও লোকমহেশ্বর [ব'লে] জানেন, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই অসম্মূঢ় ব্যক্তি সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হন।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥ ৫ ॥

(৪) বুদ্ধিঃ, জ্ঞানং, অসম্মোহঃ, ক্ষমা, সত্যং, দমঃ, শমঃ, সুখং, দুঃখং, ভবঃ, অভাবঃ, চ ভয়ং, চ এব অভয়ং,

(৪) বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ[১], ক্ষমা, সত্য, দম (নিগ্রহ), শম (শান্তি), সুখ, দুঃখ, ভব[২], অভাব, এবং ভয় ও অভয়,

(৫) অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ—ভূতানাং [এতে] পৃথগ্‌বিধাঃ ভাবা মত্তঃ এব।

(৫) অহিংসা, সমতা (সমজ্ঞান), তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ[৩]—প্রাণিগণের এই সকল পৃথগ্‌বিধ ভাব (মনোবৃত্তি) আমাহতেই [উৎপন্ন]।

১। অসম্মোহ—শংকরাচার্যের মতে 'প্রত্যুৎপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু দ্রব্যেষু বিবেকপূর্বিকা প্রবৃত্তিঃ', কোনও বিষয় উপস্থিত হ'লে তাকে বিচারপূর্বক গ্রহণ। রামানুজের মতে 'পূর্বগৃহীতাদ্ রজতাদেঃ বিসজাতীয়শুক্তিকাদিবস্তুনি সমজাতীয়তাবুদ্ধিনিবৃত্তিঃ', পূর্বদৃষ্ট রজতাদি বস্তুর সঙ্গে ভিন্নজাতীয় শুক্তি প্রভৃতির একত্ববোধ না করা, শুক্তিতে রজতভ্রম না করা। উভয়ভাষ্য অনুসারে 'অসম্মোহ'-এর ভাবার্থ—যথার্থ বা অভ্রান্ত ধারণা।

২। ভব, অভাব—প্রচলিত অর্থ—উদ্ভব, জন্ম, সত্তা, এবং তার বিপরীত। এই ব্যাখ্যা সংগত মনে হয় না, কারণ, ৪—৫ শ্লোকে কেবল মানসিক ভাবেরই তালিকা দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত ভব—অস্তিত্ববোধ, অভাব—নাস্তিত্ববোধ।

৩। অযশ—তালিকায় দুষ্ট ভাবের উল্লেখ নাই। সম্ভবত অযশ—অযশের আশংকা।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

(৬) সপ্তঃ মহর্ষয়ঃ, পূর্বে চত্বারঃ, তথা মনবঃ মদ্‌ভাবাঃ, মানসাঃ জাতাঃ —লোক ইমাঃ যেষাং প্রজাঃ। (৭) যঃ মম এতাং বিভূতিং চ যোগং তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে; অত্র সংশয়ঃ ন। (৮) অহং সর্বস্য প্রভবঃ, মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে—ইতি মত্বা বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ [সন্তঃ] মাং ভজন্তে। (৯) [তে] মৎ-চিত্তাঃ, মদ্‌গতপ্রাণাঃ [সন্তঃ] পরস্পরং বোধয়ন্তঃ চ নিত্যং মাং কথয়ন্তঃ তুষ্যন্তি চ রমন্তি।

(৬)[২] সপ্ত মহর্ষি (ভৃগু ইত্যাদি), পূর্বের চারজন (সনকাদি), এবং মনুগণ আমার ভাববিশিষ্ট, আমার মানসজাত—জগতে এই সকল [মনুষ্য] যাঁদের সন্ততি। (৭) যিনি আমার এই বিভূতি (ঐশ্বর্য, ঈশ্বরত্বের লক্ষণ) এবং যোগ (ঐশ্বর্যের প্রয়োগ) যথার্থত জানেন, তিনি অবিচলিত যোগের সহিত যুক্ত হন; এতে সংশয় নেই। (৮) আমি সকলের উৎপত্তির মূল, আমাহতে সমস্ত প্রবর্তিত (আরব্ধ, চালিত) হয়—এই জেনে জ্ঞানিগণ ভাব-সমন্বিত (প্রীতিযুক্ত; অথবা, ভাবনায় অভিনিবিষ্ট) হ'য়ে আমাকে ভজনা করেন। (৯) তাঁরা আমাতে চিত্ত অর্পণ ক'রে, মদ্‌গতপ্রাণ হ'য়ে পরস্পরকে বোঝাতে থেকে ও নিত্য আমার কথা ব'লে তুষ্ট হন এবং সুখে থাকেন।

১। এই শ্লোকের অন্যরূপ অন্বয়ও প্রচলিত আছে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে ॥ ১০ ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিঃ নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

(১০) সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্বকং ভজতাং তেষাং [অহং] তং বুদ্ধি-যোগং দদামি যেন তে মাং উপযান্তি। (১১) তেষাং অনুকম্পার্থং এব অহং আত্মভাবস্থঃ [সন্] ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি।

অর্জুনঃ উবাচ।—(১২) ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম, পরমং পবিত্রং, শাশ্বতং পুরুষং, দিব্যং আদিদেবং, অজং, বিভুং—(১৩) [ইতি] ত্বাং সর্বে ঋষয়ঃ তথা দেবর্ষি নারদঃ, অসিতঃ, দেবলঃ ব্যাসঃ আহুঃ; স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি।

(১০) সতত[আমার আলোচনায়] যুক্ত, প্রীতিপূর্বক ভজমান তাঁদের [জন্য] আমি এপ্রকার বুদ্ধিযোগ দিই যাতে তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন। (ভাব-সমন্বিত হবার পরেও বুদ্ধিযোগ আবশ্যক, কেবল ভক্তিতে ব্রহ্মলাভ হয় না)। (১১) তাঁদের [প্রতি] অনুকম্পার জন্যই আমি [তাঁদের] আত্মভাবস্থ হ'য়ে (অন্তঃকরণে থেকে) উজ্জ্বল জ্ঞানদীপদ্বারা অজ্ঞানজ তম নাশ করি।

অর্জুন বললেন।—(১২) আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম (আশ্রয়), পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য আদি দেব, অজ, বিভু। (১৩) এইরূপ তোমাকে সকল ঋষিগণ তথা দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস বলেছেন; স্বয়ং [তুমিও] আমাকে বলছ।

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বান্‌ সদা পরিচিন্তয়ন্‌।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্‌ ॥ ১৮ ॥

(১৪) কেশব, যৎ মাং বদসি এতৎ সর্বং ঋতং মন্যে। ভগবন্‌, তে ব্যক্তিং দেবাঃ হি বিদুঃ ন, দানবাঃ ন। (১৫) পুরুষোত্তম, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে ত্বং স্বয়ং এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ। (১৬) যাভিঃ বিভূতিভিঃ ত্বং ইমান্‌ লোকান্‌ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, [তাঃ] দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ 'হি' বক্তুং অর্হসি। (১৭) যোগিন্‌, অহং সদা পরিচিন্তয়ন্‌ ত্বাং কথং বিদ্যাম্‌? ভগবন্‌, চ কেষু কেষু ভাবেষু [ত্বং] ময়া চিন্ত্যঃ অসি? (১৮) জনার্দন, বিস্তরেণ ভূয়ঃ আত্মনঃ যোগং চ বিভূতিং কথয়; হি, অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ অস্তি ন।

(১৪) হে কেশব, যা আমাকে বলছ তা সমস্ত সত্য মনে করি (বিশ্বাস করি)। হে ভগবন্‌, তোমার ব্যক্তি (প্রকাশ, manifestation) দেবগণও জানেন না, দানবগণ(ও) নয়। (১৫) হে পুরুষোত্তম, ভূতভাবন (লোকপালক), ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে, তুমি স্বয়ংই আপনার দ্বারা আপনাকে জান। (১৬) যে সকল বিভূতিদ্বারা তুমি এই লোকসমুদায় ব্যাপ্ত ক'রে আছ, সেইসকল দিব্য আত্মবিভূতি (তোমার বিভূতি) নিঃশেষ ক'রে (সম্পূর্ণ ক'রে) বল। (১৭) হে যোগিন্‌ আমি সদা চিন্তা ক'রে তোমাকে কিরূপে জানব? হে ভগবন্‌, এবং কোন কোন ভাবে (তোমার কোন কোন প্রকাশে) তুমি আমার চিন্তনীয়? (১৮) হে জনার্দন, বিস্তার ক'রে পুনর্বার আপনার যোগ ও বিভূতি বল; কারণ, অমৃত [-তুল্য বাক্য] শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

আদিত্যানাং অহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১৯) হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি; হি, মে বিস্তরস্য অন্তঃ নাস্তি। (২০) গুড়াকেশ, অহং সর্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা; অহং ভূতানাং আদিঃ চ মধ্যং চ অন্তঃ এব চ। (২১) অহং আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাং অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ 'অস্মি', অহং নক্ষত্রাণাং শশী।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১৯) ওহে কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্য আত্মবিভূতিসকল (আমার দিব্য বিভূতিসকল) প্রাধান্যত (প্রধান প্রধানগুলি) তোমাকে বলব; কারণ, আমার বিস্তৃতির (বহুভাবে বিকাশের) অন্ত নেই। (২০) হে গুড়াকেশ, আমি সর্বভূত আশ্রয়কারী (সর্বভূতের অধিষ্ঠাতা) আত্মা; আমি ভূতগণের আদি (উৎপত্তি) এবং মধ্য (স্থিতি) এবং অন্ত (নাশ)ও। (২১) আমি আদিত্যগণের [মধ্যে] বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের [মধ্যে] অংশুমান্ রবি, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি; আমি নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্‌ ॥ ২৩ ॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্‌।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

(২২) বেদানাং সামবেদঃ 'অস্মি', দেবানাং বাসবঃ 'অস্মি', চ ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ 'অস্মি', ভূতানাং চেতনা 'অস্মি'। (২৩) চ রুদ্রাণাং শংকরঃ 'অস্মি', যক্ষরক্ষসাং বিত্তেশঃ, চ বসূনাং পাবকঃ 'অস্মি'; অহং শিখরিণাং মেরুঃ। (২৪) পার্থ, চ, মাং পুরোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি; অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং সাগরঃ 'অস্মি'। (২৫) অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ, গিরাং একং অক্ষরং 'অস্মি'; যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ 'অস্মি', স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।

(২২) বেদসমূহের [মধ্যে] সামবেদ, দেবগণের [মধ্যে] বাসব, এবং ইন্দ্রিয়গণের [মধ্যে] মন, ভূতগণের [মধ্যে] চেতনা[১]। (২৩) এবং রুদ্রগণের [মধ্যে] শংকর, যক্ষরক্ষগণের [মধ্যে] কুবের, এবং বসুগণের [মধ্যে] অগ্নি; আমি পর্বতগণের [মধ্যে] মেরু। (২৪) হে পার্থ, আরও আমাকে পুরোহিত-গণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি জেনো; আমি সেনানীগণের [মধ্যে] স্কন্দ (কার্তিকেয়), জলাশয়সকলের [মধ্যে] সাগর। (২৫) আমি মহর্ষিগণের [মধ্যে] ভৃগু, বাক্য-সকলের [মধ্যে] একাক্ষর (ওঁ); যজ্ঞসকলের [মধ্যে] জপযজ্ঞ (ধ্যানযজ্ঞ), স্থাবর-সকলের [মধ্যে] হিমালয়।

১। ২১ থেকে ৩১ শ্লোকে অধিকাংশ স্থলে এক এক শ্রেণীর প্রধানের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রমও কিছু আছে, যেমন 'ভূতানাং চেতনা'।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধিমামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

(২৬) সর্ববৃক্ষাণাং অশ্বত্থঃ, চ দেবর্ষীণাং নারদঃ, গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ। (২৭) অশ্বানাং মাং অমৃতোদ্ভবং উচ্চৈঃশ্রবসং বিদ্ধি, গজেন্দ্রাণাং ঐরাবতং, চ নরাণাং নরাধিপম্। (২৮) অহং আয়ুধানাং বজ্রং, ধেনূনাং কামধুক্ 'অস্মি'; চ প্রজনঃ[১] কন্দর্পঃ 'অস্মি'; সর্পাণাং বাসুকিঃ 'অস্মি'। (২৯) চ নাগানাং অনন্তঃ 'অস্মি'; অহং যাদসাং বরুণঃ, চ পিতৃণাং অর্যমা 'অস্মি'; অহং সংযমতাং যমঃ।

(২৬) সর্ববৃক্ষের [মধ্যে] অশ্বত্থ, এবং দেবর্ষিগণের [মধ্যে] নারদ; গন্ধর্বগণের [মধ্যে] চিত্ররথ, সিদ্ধগণের [মধ্যে] কপিল মুনি। (২৭) অশ্বগণের [মধ্যে] আমাকে অমৃতোদ্ভব (অমৃতসহ উদ্ভূত?) উচ্চৈঃশ্রবা জেনো; গজেন্দ্রগণের [মধ্যে] ঐরাবত, এবং নরগণের [মধ্যে] নরাধিপ। (২৮) আমি আয়ুধসকলের [মধ্যে] বজ্র, ধেনুগণের [মধ্যে] কামধেনু; এবং জন্মদাতা[১] কন্দর্প; সর্পগণের [মধ্যে] বাসুকি। (২৯) এবং নাগগণের [মধ্যে] অনন্ত, আমি জলচরগণের [মধ্যে] বরুণ; এবং পিতৃগণের [মধ্যে] অর্যমা; আমি দণ্ডদাতৃগণের [মধ্যে] যম।

১। প্রজনঃ কন্দর্পঃ—এখানেও শ্রেণী সূচিত হয়নি। জন্মদাতৃগণের মধ্যে কন্দর্প—এই কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা হতে পারে।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩০ ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্‌।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌ ॥ ৩২ ॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

(৩০) চ দৈত্যানাং প্রহ্লাদঃ 'অস্মি'; অহং কলয়তাং[১] কালঃ, চ অহং মৃগাণাং মৃগেন্দ্রঃ, চ পক্ষিণাং বৈনতয়ঃ। (৩১) পবতাং পবনঃ 'অস্মি'; অহং শস্ত্রভৃতাং রামঃ; চ ঝষাণাং মকরঃ 'অস্মি', স্রোতসাং জাহ্নবী 'অস্মি'। (৩২) অর্জুন, অহং সর্গাণাং আদিঃ, অন্তঃ, চ এব মধ্যং; বিদ্যানাং অধ্যাত্মবিদ্যা; অহং প্রবদতাং[২] বাদঃ। (৩৩) অক্ষরাণাং অকারঃ 'অস্মি', চ সামাসিকস্য দ্বন্দ্বঃ। অহং এব অক্ষয়ঃ কালঃ; অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা।

(৩০) এবং দৈত্যগণের [মধ্যে] প্রহ্লাদ; আমি চালকগণের[১] [মধ্যে] কাল, এবং আমি মৃগগণের [মধ্যে] মৃগেন্দ্র, এবং পক্ষিগণের মধ্যে বৈনতেয় (গরুড়)। (৩১) শোধকগণের [মধ্যে] পবন; আমি শস্ত্রধারিগণের [মধ্যে] রাম; এবং মৎস্যগণের [মধ্যে] মকর, স্রোতস্বতীগণের [মধ্যে] জাহ্নবী। (৩২) হে অর্জুন, আমি সকল সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য; বিদ্যাসকলের [মধ্যে] অধ্যাত্মবিদ্যা, আমি বাদিগণের[২] [কথার মধ্যে] বাদ (তত্ত্বনির্ণয়)। (৩৩) অক্ষরসমূহের [মধ্যে] অকার, এবং সমাসের [মধ্যে] দ্বন্দ্ব। আমিই অক্ষয় কাল, আমিই বিশ্বতোমুখ (বিশ্বের সর্বত্র যাঁর মুখ, সর্বাত্মক) ধাতা (বিধাতা)।

১। কলয়ৎ-এর বিভিন্ন অর্থ—গণনাকারী (শংকর), গণনীয় (রামানুজ), বশকারী (শ্রীধর)। কল্‌-ধাতুর গতি ও গ্রাস অর্থও হয়। 'কলয়ৎ'-এর অর্থ চালক বা গ্রাসকারী করলে সরল হয়।

২। বাদ, জল্প, বিতণ্ডা—এই ত্রিবিধ কথা (শংকর)।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তি শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭॥

(৩৪) অহং সর্বহরঃ মৃত্যুঃ, চ ভবিষ্যতাং উদ্ভবঃ 'চ'; চ নারীণাং কীর্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা। (৩৫) তথা সাম্নাং বৃহৎ সাম, অহং ছন্দসাং গায়ত্রী; মাসানাং অহং মার্গশীর্ষঃ, ঋতূনাং কুসুমাকরঃ। (৩৬) ছলয়তাং দ্যূতঃ 'অস্মি'; অহং তেজস্বিনাং তেজঃ; অহং জয়ঃ 'অস্মি', ব্যবসায়ঃ 'অস্মি', সত্ত্ববতাং সত্ত্বম্। (৩৭) বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ 'অস্মি', পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ; অপি মুনীনাং অহং ব্যাসঃ, কবীনাং উশনা কবি।

(৩৪) আমি সর্বহর মৃত্যু, এবং ভবিষ্যসকলের উদ্ভব; এবং নারীগণের (স্ত্রীগুণাবলীর মধ্যে) কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা। (৩৪) এবং সামসকলের [মধ্যে] বৃহৎ সাম (বৈদিক স্তোত্রবিশেষ), আমি ছন্দঃ-সকলের [মধ্যে] গায়ত্রী; মাসসকলের [মধ্যে] আমি মার্গশীর্ষ (মাঘ); ঋতু-সকলের [মধ্যে] বসন্ত। (৩৬) ছলনাকারিগণের [মধ্যে] দ্যূত; আমি তেজস্বি-গণের তেজ; আমি জয়, ব্যবসায় (স্থিরসংকল্প, অধ্যবসায়), সাত্ত্বিকগণের সত্ত্বগুণ। (৩৭) বৃষ্ণিগণের [মধ্যে] বাসুদেব, পাণ্ডবগণের [মধ্যে] ধনঞ্জয়; আরও, মুনিগণের [মধ্যে] ব্যাস, কবিগণের [মধ্যে] উশনা কবি (ভার্গব, শুক্র)।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ ॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌ ॥ ৪১ ॥

(৩৮) দময়তাং দণ্ডঃ 'অস্মি', জিগীষতাং নীতিঃ 'অস্মি', চ এব গুহ্যানাং মৌনং 'অস্মি'; জ্ঞানবতাং অহং জ্ঞানম্‌। (৩৯) অর্জুন, চ যৎ সর্বভূতানাং বীজং, তৎ অপি অহং; তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি যৎ ময়া বিনা স্যাৎ। (৪০) পরন্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাং অন্তঃ ন অস্তি; এষঃ বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া তু উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ (৪১) যৎ যৎ সত্ত্বং বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ, বা ঊর্জিতং, তৎ তৎ মম তেজঃ-অংশসম্ভবং এব—[ইতি] ত্বং অবগচ্ছ।

(৩৮) দমনকারীদের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের নীতি (সামদামাদি), এবং গোপনীয় সকলের (গুপ্তির উপায়ের?) [মধ্যে] মৌন; জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান। (৩৯) হে অর্জুন, এবং যা সর্বভূতের বীজ তাও আমি; এমন চরাচর (জঙ্গম-স্থাবর) ভূত (বস্তু) নেই যা আমাবিনা থাকতে পারে। (৪০) হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত নেই; এই বিভূতির বিস্তার (extent) আমার দ্বারা কেবল সংক্ষেপে উক্ত হ'ল। (৪১) যে যে সত্ত্ব (সত্তা, ভাব entity) বিভূতি (ঐশ্বর্য)-সম্পন্ন, শ্রী (সমৃদ্ধি বা শোভা)-সম্পন্ন, বা শক্তি-সম্পন্ন, সেই সেই [সত্ত্ব] আমার তেজের অংশ থেকেই উৎপন্ন—এই তুমি জেনো।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

(৪২) অথবা, অর্জুন, এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্? অহং ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ।

(৪২) অথবা, হে অর্জুন, এত বহুপ্রকারে জেনে তোমার [প্রয়োজন] কি? আমি এই সমস্ত জগৎ একাংশদ্বারা ধারণ ক'রে (অথবা ব্যাপ্ত ক'রে) আছি।

একাদশ অধ্যায়
(বিশ্বরূপদর্শন যোগ)

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

অর্জুন উবাচ।—(১) মৎ-অনুগ্রহায় পরমং গুহ্যং অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং, তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ। (২) কমলপত্রাক্ষ, ভূতানাং ভব-অপ্যয়ৌ তত্ত্বঃ ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, চ অব্যয়ং মহাত্ম্যং অপি [শ্রুতম্]। (৩) পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম, ত্বং এবং যথা আত্মানং আত্থ, তে এতৎ ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুং ইচ্ছামি। (৪) প্রভো, ময়া তৎ দ্রষ্টুং শক্যং ইতি যদি মন্যসে, ততঃ, যোগেশ্বর, মে ত্বং [তে] অব্যয়ং আত্মানং দর্শয়।

অর্জুন বললেন।—(১) আমার প্রতি অনুগ্রহজন্য পরম গুহ্য অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিষয়ক যে বাক্য তোমার দ্বারা উক্ত হয়েছে তাতে আমার এই মোহ বিগত [হ'ল]। (২) হে কমলপত্রাক্ষ, ভূতগণের উৎপত্তি-বিনাশ তোমার কাছে আমার সবিস্তারে শোনা হয়েছে, এবং [তোমার] অব্যয় মাহাত্ম্যও শোনা হয়েছে। (৩) হে পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম, তুমি এই প্রকারে যা নিজের সম্বন্ধে বললে, তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করি। (৪) হে প্রভো, আমার দ্বারা তা দেখার যোগ্য এই যদি মনে কর, তবে, হে যোগেশ্বর, আমাকে তুমি তোমার অব্যয় স্বরূপ দেখাও।

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(৫) পার্থ, মে নানাবিধানি দিব্যানি চ নানাবর্ণ-আকৃতীনি রূপাণি শতশঃ অথ সহস্রশঃ পশ্য। (৬) ভারত, আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতঃ তথা বহূনি অদৃষ্টপূর্বাণি আশ্চর্যাণি পশ্য। (৭) গুড়াকেশ, সচরাচরং কৃৎস্নং জগৎ, চ অন্যৎ যৎ দ্রষ্টুং ইচ্ছসি, অদ্য ইহ মম দেহে একস্থং পশ্য। (৮) তু, এব অনেন স্বচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং শক্যসে ন; তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৫) হে পার্থ, আমার নানাবিধ দিব্য নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট রূপসকল শতপ্রকারে ও সহস্রপ্রকারে দেখ। (৬) হে ভারত, অদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ অশ্বিযুগল মরুদ্গণ এবং বহু অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য-সকল দেখ। (৭) হে গুড়াকেশ, চরাচর সহিত সমস্ত জগৎ এবং অন্য যা দেখতে ইচ্ছা কর, অদ্য এখানে আমার দেহে একস্থ দেখ। (৮) কিন্তু, কেবল এই স্বচক্ষুর দ্বারা (তোমার চর্মচক্ষু দিয়ে) আমাকে দেখতে পাবে না; তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, আমার ঐশ্বরিক যোগ (অঘটনঘটনসামর্থ্য) দেখ।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ৯ ॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্‌।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্‌ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১ ॥
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ।—(৯) ততঃ, রাজন্‌, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবং উক্ত্বা পার্থায় পরম্‌ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস। (১০) অনেকবক্ত্রনয়নং, অনেক-অদ্ভুত-দর্শনং, অনেকদিব্য আভরণং, দিব্য-অনেক-উদ্যত-আয়ুধং, (১১) দিব্য-মাল্য-অম্বর-ধরং, দিব্যগন্ধ-অনুলেপনং, সর্বাশ্চর্যময়ং, অনন্তং, বিশ্বতোমুখং দেবম্‌। (১২) যদি দিবি সূর্যসহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ, [তর্হি] সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ। (১৩) তদা তত্র পাণ্ডবঃ দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ একস্থং অপশ্যৎ।

সঞ্জয় বললেন।—(৯) তারপর, হে রাজন্‌ (ধৃতরাষ্ট্র), মহাযোগেশ্বর হরি এইপ্রকার ব'লে পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন। (১০) অনেক বক্ত্র-নয়ন, অনেক অদ্ভুতদর্শন, অনেক দিব্য আভরণ, অনেক দিব্য উদ্যত আয়ুধ (এইসকল সমন্বিত), (১১) দিব্যমালা-অম্বরধারী, দিব্যগন্ধ-অনুলেপিত, সর্ববিধ আশ্চর্যময়, অনন্ত, বিশ্বতোমুখ (১০।৩৩ দেখ) দেব। (১২) যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উত্থিত হয়, তবেই তা সেই মহাত্মার প্রভাব সদৃশ হ'তে পারে। (১৩) সেখানে পাণ্ডব (অর্জুন) দেবদেবের শরীরে বহুধা বিভক্ত সমস্ত জগৎ একস্থ দেখলেন।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অর্জুন উবাচ
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

(১৪) ততঃ সঃ ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা [সন্] শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] দেবং অভাষত।

অর্জুন উবাচ।—(১৫) দেব, তব দেহে সর্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষ-সংঘান্ কমলাসনস্থং ঈশং ব্রহ্মাণং, চ সর্বান্ ঋষীন্, চ দিব্যান্ উরগান্ পশ্যামি। (১৬) ত্বাং অনেক বাহু-উদরবক্ত্রনেত্রং, অনন্তরূপং সর্বতঃ পশ্যামি। বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, তব অন্তং পশ্যামি ন, মধ্যং ন, আদিং পুনঃ ন।

(১৪) তারপর সেই ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট রোমাঞ্চিত হ'য়ে নতশিরে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে [সেই] দেবকে বললেন।

অর্জুন বললেন।—(১৫) হে দেব, তোমার দেহে সর্ব দেবগণ, তথা বিভিন্ন প্রাণিসংঘ, কমলাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মা, এবং সর্ব ঋষিগণ, এবং দিব্য উরগগণ দেখছি। (১৬) তোমাকে অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রশালী, অনন্তরূপ, সর্বত্র দেখছি। হে বিশ্বরূপ, তোমার অন্ত দেখি না, মধ্য নয়, আদিও নয়।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্‌।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ১৭ ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্‌।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্‌ ॥ ১৯ ॥

(১৭) কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং, 'চ' সর্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং, দুর্নিরীক্ষ্যং, দীপ্ত-অনল-অর্কদ্যুতিং অপ্রমেয়ং ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি। (১৮) ত্বং বেদিতব্যং পরমং অক্ষরং, ত্বং অস্য বিশ্বস্যপরং নিধানং, ত্বং অব্যয়ঃ, শাশ্বত-ধর্মগোপ্তা, ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ—[ইতি] মে মতঃ। (১৯) অনাদি-মধ্য-অন্তং, অনন্তবীর্যং, অনন্তবাহুং, শশিসূর্যনেত্রং, দীপ্তহুতাশবক্ত্রং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি।

(১৭) কীরীটী গদাধারী চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান্‌, তেজঃপুঞ্জ, দুর্নিরীক্ষ্য, দীপ্ত-অনল-সূর্য-সম দ্যুতিমান্‌, অপ্রমেয়, তোমাকে সর্বদিকে দেখছি। (১৮) তুমি জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি অব্যয়, শাশ্বতধর্মপালক, তুমি সনাতন পুরুষ—এই আমার ধারণা। (১৯) আদি-মধ্য-অন্তহীন, অনন্তবীর্য, অনন্তবাহু, শশিসূর্যনেত্র, দীপ্ত-হুতাশনমুখ, স্বীয় তেজে এই বিশ্বতাপনকারী তোমাকে দেখছি।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥

(২০) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদং অন্তরং 'হি' চ সর্বাঃ দিশঃ একেন ত্বয়া ব্যাপ্তম্। মহাত্মন্, তব ইদং অদ্ভুতং অগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্। (২১) অমী সুরসংঘাঃ 'হি' ত্বাং বিশন্তি, কেচিৎ ভীতাঃ [সন্তঃ] প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি। মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্বস্তি-ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি। (২২) রুদ্র-আদিত্যাঃ, বসবঃ, চ যে সাধ্যাঃ বিশ্বে, অশ্বিনৌ, মরুতঃ, উষ্মপাঃ, চ গন্ধর্বযক্ষ-অসুরসিদ্ধসংঘাঃ সর্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে।

(২০) আকাশ-পৃথিবীর এই অন্তরাল এবং সর্বদিক একমাত্র তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত। হে মহাত্মন্, তোমার এই অদ্ভুত উগ্র রূপ দেখে লোকত্রয় প্রব্যথিত [হচ্ছে]। (২১) ঐ সুরসংঘ তোমাতে প্রবেশ করছেন, কেউ বা ভীত হ'য়ে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করছেন। মহর্ষিসিদ্ধসংঘ 'স্বস্তি' এই ব'লে বিস্তারিত স্তুতিদ্বারা তোমার স্তব করছেন। (২২) রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ এবং যাঁরা সাধ্য, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, এবং গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুরসিদ্ধসংঘ সকলেই বিস্মিত হ'য়ে তোমাকে নিরীক্ষণ করছেন।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্‌।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্‌ ॥ ২৩ ॥

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

(২৩) মহাবাহো, বহুবক্ত্রনেত্রং বহুবাহু-ঊরুপাদং বহু-উদরং বহুদংষ্ট্রা-করালং তে মহৎ রূপং দৃষ্টা লোকাঃ তথা অহং প্রব্যথিতাঃ। (২৪) বিষ্ণো, নভস্পৃশং দীপ্তং অনেকবর্ণং ব্যাত্ত-আননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা অহং প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা [অস্মি], ধৃতিং চ শমং বিন্দামি ন। (২৫) দংষ্ট্রা-করালানি 'চ' কালানলসন্নিভানি তে মুখানি দৃষ্ট্বা 'এব' দিশঃ জানে ন, শর্ম চ লভে ন। দেবেশ, জগন্নিনাস, প্রসীদ।

(২৩) হে মহাবাহো, বহুবক্ত্রনেত্র বহুবাহু-ঊরুপাদ বহু-উদর বহু-দংষ্ট্রাকরাল তোমার মহৎ রূপ দেখে লোকসকল এবং আমি প্রব্যথিত [হয়েছি]। (২৪) হে বিষ্ণো, নভস্পর্শী দীপ্ত অনেকবর্ণ ব্যাত্ত-আনন (হাঁ-করা মুখ) দীপ্তবিশাল নেত্র তোমাকে দেখে আমি ব্যাকুলচিত্ত হয়েছি; ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না। (২৫) দংষ্ট্রাকরাল কালানলসন্নিভ তোমার মুখসকল দেখে দিক্‌ জানতে পারছি না, সুখও পাচ্ছি না। হে দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্‌বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যতে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখং দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা-
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

(২৬) অমী 'চ' ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে, অবনিপালসংঘৈঃ সহ 'এব' ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, তথা অসৌ সূতপুত্রঃ, অস্মদীয়ৈঃ অপি যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বাং (২৭) ত্বরমাণাঃ [সন্তঃ] তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তিঃ; কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ দশন-অন্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যতে। (২৮) নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ যথা সমুদ্রং এব অভিমুখাঃ [সন্তঃ] দ্রবন্তি, তথা অমী নরলোকবীরাঃ অভিতঃ জ্বলন্তি তব বক্ত্রাণি বিশন্তি।

(২৬) ঐ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলে, অবনিপালসংঘের সহিত ভীষ্ম, দ্রোণ, এবং ঐ সূতপুত্র, আমাদেরও মুখ্য যোদ্ধৃগণের সহিত তোমার অভিমুখে (২৭) ত্বরান্বিত হ'য়ে তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখসকলে প্রবেশ করছে; কেউ বা চূর্ণিতমস্তকে [তোমার] দশনের অন্তরালে বিলগ্ন হ'য়ে দৃষ্ট হচ্ছে। (২৮) নদীসকলের বহু জলপ্রবাহ যেমন সমুদ্রেরই অভিমুখ হ'য়ে ধাবিত হয়, সেইরূপ ঐ নরলোকবীরগণ তোমার সর্বদিকে জ্বলন্ত মুখসকলে প্রবেশ করছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

(২৯) পতঙ্গাঃ যথা নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি, তথা 'এব' লোকাঃ অপি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। (৩০) জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমন্তাৎ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ [সন্] লেলিহ্যসে। বিষ্ণো, তব উগ্রাঃ ভাসঃ সমগ্রং জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য প্রতপন্তি। (৩১) আখ্যাহি মে, কঃ ভবান্ উগ্ররূপঃ? তে নমঃ 'অস্তু'; দেববর, প্রসীদ। আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুং ইচ্ছামি। 'হি' তব প্রবৃত্তিং প্রজানামি ন।

(২৯) পতঙ্গগণ যেমন নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ সর্বলোকও নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করছে। (৩০) জ্বলন্ত বদনসকলদ্বারা সর্বদিক থেকে সমগ্র লোক গ্রাস করতে করতে লেহন করছ। হে বিষ্ণো, তোমার উগ্র প্রভা সমগ্র জগৎ তেজে পূরিত ক'রে সন্তপ্ত করছে। (৩১) বলুন আমাকে, কে আপনি উগ্ররূপ? তোমাকে নমস্কার; হে দেবেশ, প্রসন্ন হও। আদিস্বরূপ আপনাকে জানতে ইচ্ছা করি। তোমার প্রবৃত্তি জানতে পারছি না।

শ্রীভগবানুবাচ
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(৩২) অহং লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ 'অস্মি': লোকান্ সমাহর্তুং ইহ প্রবৃত্তঃ [অস্মি]। প্রতি-অনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ, ত্বাং ঋতে অপি [তে] সর্বে ভবিষ্যন্তি ন। (৩৩) তস্মাৎ ত্বং উত্তিষ্ঠ, যশঃ লভস্ব, শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ। এতে ময়া এব পূর্বং 'এব' নিহতাঃ; সব্যসাচিন্, নিমিত্তমাত্রং ভব (৩৪) ময়া হতান্ দ্রোণং 'চ' ভীষ্মং 'চ' জয়দ্রথং 'চ' কর্ণং তথা অন্যান্ যোধবীরান্ অপি ত্বং জহি। ব্যাথিষ্ঠাঃ মা, রণে সপত্নান্ জেতাসি। যুধ্যস্ব।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৩২) আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ (মহা) কাল; লোকসমূহ সংহার করতে এখানে প্রবৃত্ত আছি। প্রতি সৈন্যবাহিনীতে যে যোদ্ধৃগণ অবস্থিত [আছে], তুমি বিনাও (তুমি না মারলেও) তারা সকলেই (কেউ) ভবিষ্যতে থাকবে না। (৩৩) অতএব তুমি ওঠ, যশলাভ কর, শত্রুদের জয় ক'রে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। এরা আমার দ্বারাই পূর্বে নিহত [হয়েছে]; হে সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

(৩৪) আমার দ্বারা হত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধাকেও তুমি মার। ব্যথিত হয়ো না, রণে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুমি জয় করবে। যুদ্ধ কর।

সঞ্জয় উবাচ
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অর্জুন উবাচ
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ।—(৩৫) কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কিরীটী কৃতাঞ্জলিঃ [সন্‌] প্রণম্য কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা ভীতভীতঃ সগদ্‌গদং ভূয়ঃ এব আহ।

অর্জুনঃ উবাচ।—(৩৬) হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি চ অনুরজ্যতে, রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি] দিশঃ দ্রবন্তি, চ সিদ্ধসংঘাঃ সর্বে নমস্যন্তি —[ইতি] স্থানে।

সঞ্জয় বললেন।—(৩৫) কেশবের এই বচন শুনে কম্পমান কিরীটী (অর্জুন) কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হ'য়ে কৃষ্ণকে নমস্কার ক'রে ভয়ে ভয়ে গদ্‌গদস্বরে পুনর্বার বললেন।

অর্জুন বললেন।—(৩৬) হে হৃষীকেশ, তোমার মহিমা কীর্তনে জগৎ প্রহৃষ্ট হয় এবং অনুরাগান্বিত হয়, রাক্ষসগণও ভীত হ'য়ে দিকে দিকে ধাবিত হয় এবং সিদ্ধসংঘ নমস্কার করেন—এ সত্যই।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস,
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম,
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

(৩৭) মহাত্মন্, ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে আদিকর্ত্রে তে কস্মাৎ চ ন নমেরন্? অনন্ত, দেবেশ, জগৎ-নিবাস, ত্বং সৎ-অসৎ, তৎপরং যৎ অক্ষরং [তৎ অপি ত্বম্]। (৩৮) ত্বং আদিদেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ, ত্বং অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং; বেত্তা 'অসি' চ বেদ্যং, চ পরং ধাম; অনন্তরূপ, ত্বয়া বিশ্বং ততম্।

(৩৭) হে মহাত্মন্, ব্রহ্মার চেয়েও গরীয়ান্ আদিকর্তা তোমাকে [সকলে] কেনই বা নমস্কার না করবে? হে অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস, তুমি সৎ ও অসৎ (প্রকৃত সত্ত্ব ব্রহ্ম এবং মায়াকৃত অসৎ জগৎ), তার পরে যে অক্ষর[১] তাও তুমি। (৩৮) তুমি আদি দেব পুরাণপুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান; বেত্তা ও বেদ্য (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়) এবং পরম ধাম; হে অনন্তরূপ, তোমার দ্বারা বিশ্ব ব্যাপ্ত [রয়েছে]।

১। অক্ষর—১৫।১৬—১৮ দেখ।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

(৩৯) ত্বং বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ চ প্রপিতামহঃ। তে সহস্রকৃত্বঃ নমোনমঃ 'অস্তু'; পুনশ্চ, ভূয়ঃ অপি তে নমোনমঃ। (৪০) তে পুরস্তাৎ নমঃ, 'অথ' পৃষ্ঠতঃ [নমঃ] সর্ব, তে সর্বতঃ এব নমঃ 'অস্তু'। অনন্তবীর্য অমিতবিক্রম, সর্বং সমাপ্নোষি ততঃ ত্বং সর্বঃ অসি। (৪১) তব ইদং মহিমানং অজানতা ময়া প্রসাদাৎ বা প্রণয়েন 'অপি' সখা 'ইতি' মত্বা—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে—ইতি যৎ প্রসভং উক্তং,

(৩৯) তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ (ব্রহ্মারও উপরে)। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার; পুনশ্চ, আবার তোমাকে নমস্কার। (৪০) তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার। হে সর্ব, তোমাকে সর্বদিকেই নমস্কার। হে অনন্তবীর্য অমিতবিক্রম, সমস্ত ব্যাপ্ত ক'রে আছ এজন্যই তুমি সর্ব। (৪১) তোমার এই মহিমা না জেনে আমি প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে সখা মনে ক'রে—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে—এই-প্রকার যা হঠাৎ ব'লে ফেলেছি,

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষামহে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

(৪২) চ, অচ্যুত, বিহারশয্যা-আসনভোজনেষু একঃ অথবা তৎসমক্ষং 'অপি' অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি, অপ্রমেয়ং ত্বাং অহং তৎ ক্ষামহে। (৪৩) অপ্রতিমপ্রভাব, ত্বং অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা 'অসি', চ পূজ্যঃ, গুরুঃ, গরীয়ান্। লোকত্রয়ে অপি তৎসমঃ ন অস্তি, অভ্যধিকঃ অন্য কুতঃ? (৪৪) তস্মাৎ কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যং ঈশং ত্বাং অহং প্রসাদয়ে। দেব, পুত্রস্য [অপরাধং] পিতা ইব, সখ্যুঃ সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ[১] প্রিয়ঃ [ইব, ত্বং] সোঢ়ুং অর্হসি।

(৪২) এবং, হে অচ্যুত, বিহার শয্যা আসন ভোজনে একাকী অথবা অপরের সমক্ষে উপহাসের জন্য [তুমি] যে লাঞ্ছিত হয়েছ; অপ্রমেয় তোমার

১। প্রিয়ায়াঃ অর্হসি—এর সন্ধি 'প্রিয়ায়ার্হসি' হয় না। সেজন্য তিলক অন্বয় করেন—'প্রিয়ায় প্রিয়ঃ ইব', প্রিয় যেমন প্রিয়ের জন্য। আনন্দগিরির মতে 'প্রিয়ায়াঃ অর্হসি'—প্রিয়ায়ার্হসি ছান্দস সন্ধি।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥

(৪৫) অদৃষ্টপূর্বং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি, চ ভয়েন মে মনঃ প্রব্যথিতম্। দেব; মে তৎ রূপং দর্শয়। দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসীদ। (৪৬) অহং ত্বাং তথা এব কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুং ইচ্ছামি। সহস্রবাহো বিশ্বমূর্তে, তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ এব ভব।

কাছে আমি সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। (৪৩) অপ্রতিমপ্রভাব, তুমি এই চরাচরে লোকের পিতা, পূজ্য, গুরু [গুরু অপেক্ষাও গরীয়ান্]। লোকত্রয়েও তোমার সমান নেই, অধিকতর আর কোথায়? (৪৪) সেজন্য কায় নত ক'রে (হেঁট হয়ে) প্রণাম ক'রে স্তবনীয় ঈশ্বর তোমাকে আমি প্রসন্ন করছি। হে দেব, পুত্রের অপরাধ পিতা যেমন, সখার [অপরাধ] সখা যেমন, প্রিয়ার [অপরাধ] প্রিয় যেমন [সহ্য করেন], তুমি [ও সেইরূপ আমার অপরাধ] সহ্য করতে পার।

(৪৫) অদৃষ্টপূর্ব দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছি, এবং ভয়ে আমার মন প্রব্যথিত [হয়েছে]। হে দেব, আমাকে সেই [পূর্বের] রূপ দেখাও। হে দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। (৪৬) আমি তোমাকে সেই রূপেই কিরীট-ধারী গদাধারী চক্রহস্ত দেখতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো বিশ্বমূর্তে, সেই চতুর্ভুজ রূপেই [আবির্ভূত] হও।

শ্রীভগবানুবাচ
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্যঃ অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(৪৭) অর্জুন, ময়া প্রসন্নেন আত্মযোগাৎ তব ইদং পরং অনন্তং আদ্যং তেজোময়ং বিশ্বং রূপং দর্শিতং, মে যৎ [রূপং] তৎ-অন্যেন দৃষ্টপূর্বং ন। (৪৮) কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞ-অধ্যয়নৈঃ, ন-দানৈঃ, 'চ' ন ক্রিয়াভিঃ, ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ—এবং রূপঃ অহং নৃলোকে ত্বৎ-অন্যেন দ্রষ্টুং শক্যঃ। (৪৯) মম 'ইদং' ঈদৃক্ ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা [অস্তু], বিমূঢ়ভাবঃ চ মা [অস্তু]। ত্বং ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ [সন্] পুনঃ ইদং মে তৎ রূপং এব প্রপশ্য।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৪৭) হে অর্জুন, আমি প্রসন্ন হওয়ায় [আমার] আত্মযোগবলে তোমার এই পরম অনন্ত আদ্য তেজোময় বিশ্বরূপ দেখা হ'ল, আমার যে রূপ তুমি ভিন্ন অন্যের দ্বারা দৃষ্টপূর্ব নয়। (৪৮) হে কুরুপ্রবীর, না বেদযজ্ঞ-অধ্যয়নদ্বারা, না দানদ্বারা, না ক্রিয়াদ্বারা, না উগ্র তপস্যাদ্বারা—এইপ্রকার রূপধারী আমি নৃলোকে তুমি ভিন্ন অনের দর্শনসাধ্য। (৪৯) আমার ঈদৃশ ঘোর রূপ দেখে তোমার ব্যথা না হ'ক, বিমূঢ়ভাবও না হ'ক। তুমি বিগতভয় প্রীতমনা হ'য়ে পুনর্বার এই আমার সেই [পূর্ব] রূপই দেখ।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ।—(৫০) অর্জুনং ইতি উক্ত্বা তথা মহাত্মা বাসুদেবঃ ভূয়ঃ স্বকং রূপং দর্শয়ামাস, চ সৌম্যবপুঃ ভূত্বা ভীতং এনং পুনঃ আশ্বাসয়ামাস।

অর্জুন উবাচ।—(৫১) জনার্দন, তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীং সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গত অস্মি।

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(৫২) মম ইদং যৎ সুদুর্দর্শং রূপং দৃষ্টবান্ অসি, দেবান্ অপি নিত্যং অস্য রূপস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।

সঞ্জয় বললেন।—(৫০) অর্জুনকে এই বলে তখন মহাত্মা বাসুদেব পুনর্বার স্বকীয় রূপ দেখালেন এবং সৌম্যবপু হ'য়ে ভীত এঁকে (অর্জুনকে) পুনর্বার আশ্বাস দিলেন।

অর্জন বললেন।—(৫১) হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দেখে এখন সুস্থির সচেতন প্রকৃতিস্থ হলাম।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(৫২) আমার এই যে সুদুর্দর্শ রূপ দেখলে, দেবগণও নিত্য এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

(৫৩) মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি, এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, চ ন ইজ্যয়া দ্রষ্টুং শক্যঃ। (৫৪) পরন্তপ অর্জুন, তু অনন্যয়া ভক্ত্যা অহং এবংবিধঃ তত্ত্বেন জ্ঞাতুং চ দ্রষ্টুং চ প্রবেষ্টুং শক্যঃ। (৫৫) পাণ্ডব, যঃ মৎকর্মকৃৎ, মৎপরমঃ, মদ্ভক্তঃ, সঙ্গবর্জিতঃ, সর্বভূতেষু নির্বৈরঃ, সঃ মাং এতি।

(৫৩) আমাকে যেপ্রকারে দেখলে, এবংবিধ আমি না বেদদ্বারা, না তপস্যাদ্বারা, না দানদ্বারা, এবং না যজ্ঞদ্বারা দর্শনসাধ্য। (৫৪) হে পরন্তপ, অর্জুন, অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমি এই প্রকারে তত্ত্বত (যথার্থত) জ্ঞানের এবং দৃষ্টির এবং প্রবেশের সাধ্য [হই]। (৫৫) হে পাণ্ডব, যিনি আমার কর্ম করেন (আমাকে ফল অর্পণ ক'রে কর্ম করেন), মৎপরায়ণ, মদ্ভক্ত, আসক্তি-বর্জিত সর্বভূতে বৈরভাবহীন, তিনি আমাকে পান।

দ্বাদশ অধ্যায়
(ভক্তি যোগ)

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলংধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ ॥ ৪ ॥

অর্জুন উবাচ।—(১) এবং সততযুক্তাঃ [সন্তঃ] যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্যুপাসতে, অপি চ যে অব্যক্তং অক্ষরং [উপাসতে], তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ?

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(২) ময়ি মনঃ আবেশ্য নিত্যযুক্তা পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ [সন্তঃ] যে মাং উপাসতে, তে মে যুক্ততমাঃ মতাঃ। (৩—৪) তু যে সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ সর্বভূতহিতেরতাঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য অনির্দেশ্যং, অব্যক্তং, সর্বত্রগং, অচিন্ত্যং, চ কূটস্থং, অচলং, ধ্রুবং, অক্ষরং পর্যুপাসতে, তে এব মাং প্রাপ্নুবন্তি।

অর্জুন বললেন।—(১) এইপ্রকারে সততযুক্ত হ'য়ে যেসকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, এবং যাঁরা অব্যক্ত অক্ষর (ব্রহ্ম)কে উপাসনা করেন, তাঁদের [মধ্যে] কাঁরা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ?

শ্রীভগবান্ বললেন।—(২) আমাতে মন নিবিষ্ট ক'রে নিত্যযুক্ত, পরম শ্রদ্ধার সহিত মিলিত হ'য়ে যাঁরা আমাকে উপাসনা করেন, তাঁরা আমার [মতে]

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

(৫) তেষাং অব্যক্ত-আসক্তচেতসাং ক্লেশঃ অধিকতরঃ; হি, দেহবদ্ভিঃ অব্যক্তা গতিঃ দুঃখং অবাপ্যতে। (৬) তু যে সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ [সন্তঃ] অনন্যেন যোগেন 'এব' মাং ধায়ন্তঃ [সন্তঃ] উপাসতে, (৭) পার্থ, তেষাং ময়ি-আবেশিতচেতসাং অহং ন চিরাৎ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ সমুদ্ধর্তা ভবামি।

যুক্ততম [ব'লে] গণ্য। (৩—৪) কিন্তু যেসকল সর্বত্রসমবুদ্ধি সর্বভূতহিতে রত [পুরুষ] ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত ক'রে অনির্দেশ্য (নিরুপাধি), অব্যক্ত, সর্বত্রগ (সর্বব্যাপী), অচিন্ত্য, এবং কূটস্থ, অচল, ধ্রুব অক্ষর (ব্রহ্ম)কে উপাসনা করেন তাঁরাও আমাকে পান।

(৫) সেই অব্যক্তে আসক্তচিত্তগণের (অব্যক্তসাধকের) ক্লেশ (আয়াস) অধিকতর; কারণ দেহধারী [মনুষ্য]-গণ দ্বারা অব্যক্তে গমন (অব্যক্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি) কষ্টে প্রাপ্য হয়। (৬) কিন্তু যাঁরা সর্ব কর্ম আমাকে সন্ন্যস্ত ক'রে মৎপরায়ণ হ'য়ে অনন্য যোগে আমাকে ধ্যান ক'রে উপাসনা করেন, (৭) হে পার্থ, সেই আমাতে-নিবিষ্টচিত্ত [পুরুষ]-গণের আমি অচিরে মৃত্যুময় সংসারসাগর থেকে সমুদ্ধারকর্তা হই।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুমদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

(৮) ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়; অতঃ ঊর্ধ্বং ময়ি এব নিবসিষ্যসি—অত্র সংশয়ঃ ন। (৯) অথ [যদি] ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি, ধনঞ্জয়, ততঃ অভ্যাসযোগেন মাং আপ্তুং ইচ্ছয়। (১০) [যদি] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি, মৎকর্মপরমঃ ভব; মৎ-অর্থং কর্মাণি কুর্বন্ অপি সিদ্ধিং অবাপ্স্যসি। (১১) অথ [যদি] মৎ-যোগং-আশ্রিতঃ [সন্] এতৎ অপি কর্তুং অশক্তঃ অসি, ততঃ যতাত্মবান্ [সন্] সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু।

(৮) আমাতেই মন সমাহিত কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর (অর্থাৎ আমি যেমন সুখদুঃখের অতীত ও স্বার্থশূন্য, তুমিও সেইরূপ আমার দৃষ্টিতে সমস্ত দেখতে থাক), তা'হলে তারপর (অনন্তর) আমাতেই নিবাস করবে—এতে সংশয় নেই। (৯) আর যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করতে না পার, হে ধনঞ্জয়, তবে অভ্যাসযোগদ্বারা (৬।২৪—২৬ শ্লোকোক্ত) আমাকে পেতে ইচ্ছা কর। (১০) যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, [তবে] মৎ-কর্মপরায়ণ হও (সর্বভূতহিতে রত হ'য়ে মদর্থে কর্ম কর); আমার উদ্দেশে কর্ম করেও সিদ্ধি পাবে। (১১) আর যদি আমাতে যুক্ত হ'য়ে তাও করতে অশক্ত হও, তবে সংযতচিত্ত হ'য়ে সর্বকর্মফল ত্যাগ কর (অর্থাৎ আসক্তি বর্জন ক'রে নিষ্কামভাবে সকল কর্ম কর, তোমার স্বার্থ না থাকলেই সেই কর্ম 'মৎকর্ম' হবে)।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২ ॥

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

(১২) হি, অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ কর্ম-ফলত্যাগঃ, ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ।

(১৩) সর্বভূতানাং অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ এব চ করুণঃ, নির্মমঃ, নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী, (১৪) সততং সন্তুষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ময়ি-অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ, যঃ মদ্‌ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ। (১৫) যস্মাৎ লোকঃ উদ্‌বিজতে ন, চ যঃ লোকাৎ উদ্‌বিজতে ন, যঃ হর্ষ-অমর্ষভয়-উদ্‌বেগৈঃ মুক্তঃ, সঃ চ মে প্রিয়ঃ।

(১২) কারণ, অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান বিশিষ্টতর (সুসাধ্য), ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ [সুসাধ্য]; ত্যাগ থেকে অবিলম্বে শান্তি [আসে]।

(১৩) সর্বভূতের প্রতি বিদ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন ও করুণাশীল, মমতাহীন (স্বার্থবোধশূন্য), নিরহংকার (কর্তৃত্বাভিমানশূন্য), সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাবান্‌, (১৪) সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতস্বভাব, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতে অর্পিতমনোবুদ্ধি, [এইপ্রকার] যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। (১৫) যাঁ হ'তে লোকে উদ্‌বেগ পায় না (যিনি লোকের অশান্তির হেতু নন), এবং যিনি [অন্য] লোক হ'তে উদ্‌বেগ পান না (অন্যকৃত উপদ্রবে যাঁর শান্তি-ভঙ্গ হয় না), যিনি হর্ষ (উল্লাসজনিত চাঞ্চল্য), অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা), ভয়, উদ্‌বেগ থেকে মুক্ত, তিনিও আমার প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

(১৬) অনপেক্ষঃ, শুচিঃ, দক্ষঃ, উদাসীনঃ, গতব্যথঃ, সর্ব-আরম্ভপরিত্যাগী যঃ মদ্‌ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ। (১৭) যঃ হৃষ্যতি ন, দ্বেষ্টি ন, শোচতি ন, কাঙ্ক্ষতি ন, যঃ শুভাশুভপরিত্যাগী, ভক্তিমান্‌, সঃ মে প্রিয়ঃ। (১৮) শত্রৌ চ মিত্রে, 'চ' তথা মান-অপমানয়োঃ সমঃ, শীত-উষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গ-বিবর্জিতঃ, (১৯) তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী, যেন কেন চিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ, স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্‌ নরঃ মে প্রিয়ঃ।

(১৬) অনপেক্ষ (যিনি পরবশ নন), শুচি, দক্ষ (কর্মকুশল), উদাসীন (পক্ষপাতশূন্য[১]), ব্যথাবর্জিত (অকাতর), সর্বপ্রকার ফলভোগার্থ কর্মপরিত্যাগী,[১] [এইপ্রকার] যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। (১৭) যিনি হৃষ্ট (আহ্লাদে বিচলিত) হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভপরিত্যাগী (লৌকিক শুভাশুভ বিচারের ঊর্ধ্বে), ভক্তিমান্‌, তিনি আমার প্রিয়। (১৮) শত্রু ও মিত্রে, তথা মান-অপমানে সমান, শীত-উষ্ণ-সুখদুঃখে সমান (নির্দ্বন্দ্ব), আসক্তিবর্জিত, (১৯) নিন্দাস্তুতিতে তুল্য (অবিচলিত), মৌনী (সংযতবাক্‌), যাতে তাতে সন্তুষ্ট (অবিলাসী), বাসস্থানে অনাসক্ত[২] (সর্বত্রবাসক্ষম), স্থিরমতি, ভক্তিমান্‌ নর আমার প্রিয়।

১। শংকর। ২। রামানুজ।

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

(২০) তু যে যথা-উক্তং ইদং ধর্মামৃতং শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ [সন্তঃ] পর্যু-পাসতে, তে ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ।

(২০) এবং যাঁরা যথা-উক্ত এই ধর্মামৃত শ্রদ্ধাবান্ মৎপরায়ণ হ'য়ে পালন করেন, সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
(ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১) কৌন্তেয়, ইদং শরীরং ক্ষেত্রং—ইতি অভিধীয়তে। যঃ এতৎ বেত্তি, তৎ-বিদঃ তং ক্ষেত্রজ্ঞঃ—ইতি প্রাহুঃ। (২) ভারত, চ সর্ব-ক্ষেত্রেষু মাং অপি ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং, মম তৎ জ্ঞানং মতম্। (৩) 'চ' তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ যাদৃক্, যদ্‌বিকারি, চ যতঃ যৎ; চ সঃ যঃ, চ যৎপ্রভাবঃ, তৎ মে সমাসেন শৃণু।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১) হে কৌন্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র—এই ব'লে অভিহিত হয়। যিনি একে (এর তত্ত্ব) জানেন, এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ—এইরূপ বলেন। (২) হে ভারত, এবং সর্বক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ জানবে। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, আমার সেই জ্ঞান [ই] অভিমত (আমার মতে তাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান)। (৩) সেই ক্ষেত্র যা এবং যাদৃশ, যেরূপ বিকারশীল, এবং যা থেকে যা [হয়]; এবং সেই [ক্ষেত্রজ্ঞ] যিনি, এবং যেরূপ প্রভাবশালী, তা আমার কাছে সংক্ষেপে শোন।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

(৪) ঋষিভিঃ বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ, চ এব হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ পৃথক্ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ বহুধা গীতম্।

(৫) মহাভূতানি, অহংকারঃ, বুদ্ধিঃ, এব চ অব্যক্তং, দশ-একং চ ইন্দ্রিয়াণি, চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ, (৬) ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, সংঘাতঃ, চেতনা, ধৃতি—এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন উক্তম্।

(৪) ঋষিগণদ্বারা বিবিধ ছন্দে (বেদমন্ত্রে) এবং হেতুযুক্ত অসন্দিগ্ধ বিবিধ ব্রহ্মসূত্রপদে (উপনিষৎ বেদান্তসূত্রাদিতে) বহুপ্রকারে তা গীত হয়েছে।

(৫) মহাভূতসকল[২] (সূক্ষ্ম মহাভূত, তন্মাত্রা), অহংকার, বুদ্ধি এবং অব্যক্ত (প্রকৃতি), দশ ও এক ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, ও মন) এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় (স্থূল মহাভূত, ক্ষিতি অপ্ ইত্যাদি), (৬) ইচ্ছা, দ্বেষ (বিরাগ), সুখ, দুঃখ, সংঘাত (দেহ-ইন্দ্রিয়ের সংহতি), চেতনা (সুখ-দুঃখবোধ), ধৃতি (ধারণা)—এই [সকল নিয়ে] বিকারশীল ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হয়।

১। সাংখ্যদর্শন অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে যথাক্রমে মহৎ (বুদ্ধি), অহংকার, পঞ্চতন্মাত্রা (সূক্ষ্ম মহাভূত), দশ ইন্দ্রিয় ও মন, এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ স্থূল মহাভূত উৎপন্ন হয়েছে।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিমার্জবম্‌।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্‌ ॥ ৮ ॥
অসক্তিরণভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥

(৭) অমানিত্বং, অদম্ভিত্বং, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জবং, আচার্য-উপাসনং শৌচং, স্থৈর্যং, আত্মবিনিগ্রহঃ, (৮) ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং, এব চ অনহংকারঃ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষ-অনুদর্শনং, (৯) অসক্তিঃ, পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ, চ ইষ্ট অনিষ্ট-উপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বং, (১০) চ অনন্যযোগেন ময়ি অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং, জনসংসদি অরতিঃ, (১১) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং—এতৎ জ্ঞানং ইতি প্রোক্তং; যৎ অতঃ অন্যথা [তৎ] অজ্ঞানম্‌।

(৭) অমানিত্ব (মানে অলোভ), অদম্ভিত্ব (ধর্মধ্বজিত্বের অভাব), অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্যসেবা, শুচিতা, স্থৈর্য (অচঞ্চলতা), মনঃসংযম, (৮) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য (অনাসক্তি), এবং অনহংকার, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখ—এইসকলের দোষ-অনুদর্শন (দোষ বুঝে তা থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা), (৯) অনাসক্তি, পুত্রদারগৃহাদিতে নির্লিপ্ত ভাব, এবং ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিতে সমচিত্ততা, (১০) এবং অনন্যযোগে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি, বিজনদেশবাসে অনুরক্তি, জনসংসদে (বহুলোকের সাহচর্যে) অনিচ্ছা, (১১) অধ্যাত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা; তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে আলোচনা—এই [এই গুণাবলীই] জ্ঞান ব'লে উক্ত হয়; যা এ থেকে অন্যবিধ, তা অজ্ঞান।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

(১২) যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি—যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতং অশ্নুতে। অনাদিমৎ[১] পরং ব্রহ্ম; তৎ ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে। (১৩) তৎ সর্বতঃ পাণিপাদৎ, সর্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং, সর্বতঃ শ্রুতিমৎ, লোকে সর্বং আবৃত্য তিষ্ঠতি। (১৪) সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসং, সর্ব-ইন্দ্রিয়বিবর্জিতং, অসক্তং চ এব সর্বভৃৎ[২] নির্গুণং চ গুণভোক্তৃ। (১৫) তৎ ভূতানাং বহিঃ চ অন্তঃ, চরঃ এব অচরং, সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং, চ দূরস্থং চ অন্তিকে।

(১২) যা জ্ঞেয় তা বলছি—যা জানলে [মানুষ] অমৃতত্ব পায়। অনাদি[১] পরব্রহ্ম; তা না সৎ না অসৎ উক্ত হয়। (১৩) তা সর্বত্র পাণিপাদবিশিষ্ট, সর্বত্র অক্ষিমস্তকমুখবিশিষ্ট, সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট, জগতে সমস্ত আবৃত ক'রে আছে। (১৪) সর্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তির আভাস (প্রকাশক), [অথচ] সর্ব-ইন্দ্রিয় বিবর্জিত, অনাসক্ত অথচ সর্বপালক[২], নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা (গুণের উপলব্ধা[৩])। (১৫) তা ভূতগণের বাহিরে অথচ অন্তরে, চর অথচ অচর, সূক্ষ্মত্বহেতু অবিজ্ঞেয়, এবং দূরস্থ অথচ নিকটে।

১। অনাদিমৎ—ন-আদি-মৎ, যার আদি আছে এমন বস্তু নয় (শংকর)।

২। সর্বভৃৎ—সকলের আধার অথবা পালক।

৩। শংকর।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্‌জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্‌ভক্তঃ এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

(১৬) চ ভূতেষু অবিভক্তং চ বিভক্তং ইব স্থিতং; চ তৎ জ্ঞেয়ং ভূতভর্তৃ, গ্রসিষ্ণু, চ প্রভাবিষ্ণু। (১৭) তৎ জ্যোতিষাং অপি জ্যোতিঃ, তমসঃ পরং—[ইতি] উচ্যতে; জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যং; সর্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্। (১৮) ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং চ জ্ঞেয়ং সমাসতঃ উক্তঃ; মৎ ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মৎ-ভাবায় উপপদ্যতে।

(১৯) প্রকৃতিং চ এব পুরুষং উভৌ অপি অনাদীবিদ্ধি; চ বিকারান্ চ গুনান্ প্রকৃতিসম্ভবান্ এব বিদ্ধি।

(১৬) এবং ভূতসমূহে অবিভক্ত (undifferentiated) অথচ বিভক্তের তুল্য স্থিত; এবং সেই জ্ঞেয় ভূতপালক, গ্রাসকারক (সংহারক) ও উৎপত্তি-কারক। (১৭) তা জ্যোতিষ্কগণেরও জ্যোতি, অন্ধকারের পরে (beyond)—এইপ্রকার উক্ত হয়; তা জ্ঞান (জ্ঞানস্বরূপ), জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য; সকলের হৃদয়ে অব্যবহিতরূপে স্থিত। (১৮) এইপ্রকারে ক্ষেত্র তথা জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে উক্ত হ'ল; আমার ভক্ত এ জেনে আমার ভাব প্রাপ্ত হন।

(১৯) প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানবে; এবং বিকার ও গুণ-সমূহ প্রকৃতিসম্ভব [ব'লে]ই জানবে।

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু ॥ ২১ ॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

(২০) কার্যকারণকর্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে; সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে পুরুষঃ হেতুঃ উচ্যতে। (২১) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ [সন্] হি প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে; সৎ-অসৎযোনিজন্মসু কারণং—অস্য গুণসঙ্গঃ। (২২) অস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষঃ উপদ্রষ্টা চ অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বরঃ, চ পরমাত্মা —ইতি অপি উক্তঃ। (২৩) যঃ এবং পুরুষং চ গুণৈঃসহ প্রকৃতিং বেত্তি, সঃ সর্বথা বর্তমানঃ অপি ভূয়ঃ অভিজায়তে ন।

(২০) কার্য (দেহ) ও কারণ (ইন্দ্রিয়)-এর কর্তৃত্বে প্রকৃতি[ই] হেতু [ব'লে] উক্ত হয়, সুখদুঃখসমূহের ভোক্তৃত্বে পুরুষ (জীবাত্মা) হেতু [ব'লে] গণ্য হয়। (২১) পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিস্থ হ'য়েই প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন; [পুরুষের] সৎ-অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ—তাঁর গুণসঙ্গ (প্রকৃতিজ গুণের সংশ্রব)। (২২) এই দেহে পরম পুরুষ উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) এবং অনুমন্তা (অনুমোদক, যিনি প্রকৃতির কার্যে বাধা দেন না), ভর্তা (পালক), ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা—এও উক্ত হন। (২৩) যিনি এই-প্রকারে পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্ব অবস্থায় বর্তমান থেকেও (যে কোন ব্যাপারে নিযুক্ত থেকেও) পুনর্বার জন্মেন না।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

(২৪) কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি আত্মানং পশ্যন্তি; অন্যে সাংখ্যেন যোগেন, চ অপরে কর্মযোগেন। (২৫) তু অন্যে এবং অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে; তে অপি শ্রুতিপরায়ণাঃ [সন্তঃ] মৃত্যুং তরন্তি 'এব'।

(২৬) ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং সঞ্জায়তে; তৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ—[ইতি] বিদ্ধি। (২৭) সর্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং, বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি।

(২৪) কেউ বা ধ্যানদ্বারা নিজের মধ্যে নিজের চেষ্টায় আত্মাকে দেখতে পান; অন্য কেউ সাংখ্যযোগের দ্বারা, অপর কেউ কর্মযোগদ্বারা। (২৫) আবার অন্য কেউ এপ্রকারে জানতে না পেরে, অপরের কাছে শুনে উপাসনা করেন; তাঁরাও শ্রুতিপরায়ণ হ'য়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

(২৬) হে ভরতর্ষভ, যা কিছু স্থাবর জঙ্গম বস্তু সঞ্জাত হয়, তা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলে—এই জানবে। (২৭) সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল বস্তুতেও অবিনাশী (-রূপে বিদ্যমান) পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই [যথার্থ] দেখেন।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তথা ॥ ৩০ ॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥

(২৮) [সঃ] হি সর্বত্রং সমং সমবস্থিতং ঈশ্বরং পশ্যন্ আত্মনা আত্মানং হিনস্তি ন; ততঃ পরাং গতিং যাতি। (২৯) যঃ কর্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্বশঃ ক্রিয়মাণানি চ আত্মানং অকর্তারং পশ্যতি, সঃ পশ্যতি। (৩০) [সঃ] যদা ভূতপৃথগ্ভাবং একস্থং অনুপশ্যতি, চ ততঃ বিস্তারং এব [অনুপশ্যতি], তথা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। (৩১) কৌন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ং অব্যয়ঃ পরমাত্মা শরীরস্থঃ অপি করোতি ন, লিপ্যতে ন।

(২৮) কারণ তিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখে আপনার দ্বারা আপনার ক্ষতি করেন না; সেজন্য পরা গতি প্রাপ্ত হন। (২৯) যিনি সকল কর্মকেই প্রকৃতিকর্তৃক সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ এবং আত্মাকে অকর্তা দেখেন, তিনি [ই] দেখেন (যথার্থ দেখেন)। (৩০) তিনি যখন ভূতসমূহের পৃথগ্ভাব একস্থ (বিভিন্ন সত্তার মূলে একই সত্তা) দেখেন এবং তা থেকে বিস্তারও (একই সত্তার বিভিন্ন সত্তারূপে প্রকটন) বুঝতে পারেন, তখন [তিনি] ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। (৩১) হে কৌন্তেয়, অনাদিত্বের জন্য নির্গুণত্বের জন্য এই অব্যয় পরমাত্মা শরীরস্থ হয়েও [কিছু] করেন না, [কিছুতে] লিপ্ত হন না।

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

(৩২) যথা সর্বগতং আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ উপলিপ্যতে ন, তথা সর্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা উপলিপ্যতে ন। (৩৩) ভারত, যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি। (৩৪) এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং চ ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং যে জ্ঞানচক্ষুষা বিদুঃ, তে পরাং যান্তি।

(৩২) যেমন সর্বগত (সর্বব্যাপী) আকাশ সূক্ষ্মতার জন্য [কোনও বস্তুর দ্বারা] লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্বত্র (সর্বভূতের) দেহে অবস্থিত আত্মা লিপ্ত হন না। (৩৩) হে ভারত, যেমন এক [ই] রবি এই সমস্ত লোক (জগৎ) প্রকাশিত করে, সেইরূপ ক্ষেত্রী(দেহাধিষ্ঠাতা পরমাত্মা) সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশিত করেন (একই পরামাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ হ'য়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র দেখেন, সেজন্য সমস্ত ক্ষেত্র প্রকটিত হয়)। (৩৪) এইপ্রকারে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর (ভেদ) এবং ভূতপ্রকৃতি হ'তে মোক্ষ (সর্বভূতাত্মক প্রকৃতি থেকে আত্মার মুক্তি) যাঁরা জ্ঞানচক্ষুদ্বারা বুঝতে পারেন, তাঁরা পর [-ব্রহ্ম] প্রাপ্ত হন।

চতুর্দশ অধ্যায়
(গুণত্রয়বিভাগ যোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

মম যোনি মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১) জ্ঞানানাং উত্তমং পরং জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা সর্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ। (২) ইদং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যং আগতাঃ [সন্তঃ] সর্গে অপি উপজায়ন্তে ন, প্রলয়ে চ ব্যথন্তি ন।
(৩) মহদ্‌ব্রহ্ম মম যোনি, অহং তস্মিন, গর্ভং দধামি; ভারত, ততঃ সর্ব-ভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১) সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরম জ্ঞান [সম্বন্ধে] আবার বলছি, যা জেনে সকল মুনিগণ ইহলোক থেকে পরা-সিদ্ধি (ইহ-লোকের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে চরম সিদ্ধি) পেয়েছেন। (২) এই জ্ঞান আশ্রয় ক'রে আমার সাধর্ম্য (ব্রহ্মের নির্বিকার ভাব) পেলে [মনুষ্যগণ] সৃষ্টি-কালেও জন্মে না, প্রলয়েও ব্যথা পায় না।

(৩) মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার যোনি; আমি তাতে গর্ভাধান করি; হে ভারত, তা থেকে সর্বভূতের উৎপত্তি হয়।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

(৪) কৌন্তেয়, সর্বযোনিষু যাঃ মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি, মহদ্‌ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ; অহং বীজপ্রদঃ পিতা।

(৫) মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ, ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ অব্যয়ং দেহিনং দেহে নিবধ্নন্তি। (৬) অনঘ, তত্র নির্মলত্বাৎ প্রকাশকং অনাময়ং সত্ত্বং সুখসঙ্গেন চ জ্ঞানসঙ্গেন বধ্নাতি।

(৪) হে কৌন্তেয়, সর্বযোনিতে যে সকল মূর্তি (প্রাণী) সম্ভূত হয়, মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) তাদের যোনি (জন্মস্থল); আমি বীজপ্রদ পিতা। (গীতাকার বলেন—প্রকৃতি ব্রহ্মেরই অঙ্গ, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ৭।৪—৬ দেখ। 'জীবভূতা পরা প্রকৃতি' যেন ব্রহ্মের বীজকোষ, জীবাত্মার বীজ তাতে আছে। 'অপরা প্রকৃতি', যা পঞ্চভূত মন বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা 'অষ্টধা ভিন্না' তাই বোধ হয় ব্রহ্মের যোনি, তাতে ইন্দ্রিয়াদির কারণস্বরূপ ডিম্বাণু আছে। উভয়ের সংযোগে—'এতদ্‌যোনিনি ভূতানি সর্বাণি'। ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গরূপে কল্পিত)।

(৫) হে মহাবাহো, সত্ত্ব রজ তম, এই প্রকৃতিজাত গুণসকল অব্যয়দেহী (আত্মা)কে দেহে আবদ্ধ ক'রে রাখে। (৬) হে অনঘ, তাদের মধ্যে নির্মলত্ব হেতু প্রকাশক (যাথার্থ্যনিরূপক) নির্দোষ সত্ত্বগুণ সুখাসক্তির সহিত ও জ্ঞানাসক্তির সহিত আবদ্ধ করে (সুখ ও জ্ঞানের আহরণে মানুষকে প্রবৃত্ত করে)।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় সর্বসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

(৭) কৌন্তেয়, রজঃ রাগাত্মকং, তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি; তৎ দেহিনং কর্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি। (৮) তু, তমঃ অজ্ঞানজং, সর্বদেহিনাং মোহনং বিদ্ধি; ভারত, তৎ প্রমাদ-আলস্যনিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি। (৯) ভারত, সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্মণি, তু তমঃ জ্ঞানং আবৃত্য প্রমাদে উত সঞ্জয়তি। (১০) ভারত, রজঃ তমঃ অভিভূয় সত্ত্বং ভবতি; চ এব সত্ত্বং তমঃ [অভিভূয়] রজঃ [ভবতি]; তথা সত্ত্বং রজঃ [অভিভূয়] তমঃ ভবতি।

(৭) হে কৌন্তেয়, রজোগুণ রাগাত্মক (কামলোভাদিমূলক, of the nature of passion), তৃষ্ণা (অপ্রাপ্ত বিষয়ে কামনা) ও আসক্তি (প্রাপ্ত বিষয়ে লিপ্সা) থেকে উদ্ভূত জানবে; তা দেহীকে কর্মাসক্তির সহিত আবদ্ধ করে (কর্মে প্রবৃত্ত করে)। (৮) আবার তমোগুণ অজ্ঞানজ, সকল দেহীর মোহকর (ভ্রান্ত ধারণার উৎপাদক) জানবে; হে ভারত, তা প্রমাদ (অনবধানতা কর্তব্যাকর্তব্যনির্ণয়ে ভ্রম), আলস্য (কর্মে অপ্রবৃত্তি), নিদ্রা (অবসাদ, জড়তা)র সহিত আবদ্ধ করে। (৯) হে ভারত, সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞান আবৃত ক'রে প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে। (১০) হে ভারত, রজ তম অভিভূত ক'রে সত্ত্ব থাকতে পারে, আবার, সত্ত্ব তম অভিভূত ক'রে রজ থাকতে পারে; আবার, সত্ত্ব রজ অভিভূত ক'রে তম থাকতে পারে।

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

(১১) যদা অস্মিন্‌ দেহে সর্বদ্বারেষু প্রকাশঃ[১] জ্ঞানং উপজায়তে, তদা সত্ত্বং উত বিবৃদ্ধং—ইতি বিদ্যাৎ। (১২) ভরতর্ষভ, লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ, কর্মণাং আরম্ভঃ, অশমঃ, স্পৃহা—রজসি বিবৃদ্ধে [সতি] এতানি জায়ন্তে। (১৩) কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ, প্রমাদঃ, এব চ মোহঃ—তমসি বিবৃদ্ধে [সতি] এতানি জায়ন্তে।

(১১) যখন এই দেহে সর্বদ্বারে (সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ে) যাথার্থ্য নিরূপণ নিমিত্ত জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন সত্ত্বগুণই প্রবল—এই জানবে। (১২) হে ভরতর্ষভ, লোভ, প্রবৃত্তি (কর্মপ্রবণতা), নানা কর্মের উদ্‌যোগ, অশান্তি (সর্বদা অভাববোধ, অতৃপ্তি), স্পৃহা (বিষয়তৃষ্ণা)—রজোগুণ প্রবল হ'লে এই সকল জন্মায়। (১৩) হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশ (জ্ঞানের আবরণ), অপ্রবৃত্তি (আলস্য), প্রমাদ (অনবধানতা, কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে ভ্রম) এবং মোহ (ভ্রান্ত ধারণা)—তমোগুণ প্রবল হ'লে এই সকল জন্মায়।

১। অনেকে 'প্রকাশঃ উপজায়তে' এই সন্ধিবিশ্লেষ করেন। তাতে 'প্রকাশঃ' আর 'জ্ঞানং' এই দুই-এর অন্বয় ঠিক হয় না। 'প্রকাশে উপজায়তে' সন্ধিতে 'প্রকাশ উপজায়তে' হ'তে পারে। রামানুজভাষ্যে আছে—'বস্তুযাথার্থ্যপ্রকাশে জ্ঞানং উপজায়তে। প্রকাশে=প্রকাশ্য ব্যাপারে।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানস্তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

(১৪) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে [সতি] যদা তু দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি, তদা উত্তমবিদাং অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে। (১৫) রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে। তথা তমসি প্রলীনঃ [সন্] মূঢ়যোনিষু জায়তে। (১৬) সুকৃতস্য কর্মণঃ ফলং সাত্ত্বিকং নির্মলং আহুঃ; তু রজসঃ ফলং দুঃখং, তমসঃ ফলং অজ্ঞানম্। (১৭) সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে, এব চ রজসঃ লোভঃ; তমসঃ প্রমাদমোহৌ ভবতঃ, এব চ অজ্ঞানম্।

(১৪) সত্ত্বগুণ প্রবল থাকতে যখন (যদি) দেহধারী মৃত্যু পায়, তবে উত্তমজ্ঞানিগণের অমল (পবিত্র) লোকসকল প্রাপ্ত হয়। (১৫) রজোগুণ [প্রবল থাকতে] মৃত্যু পেলে কর্মাসক্তগণের মধ্যে জন্মায়; এবং তমোগুণ [প্রবল থাকতে] মৃত হ'লে মূঢ়যোনিতে (ইতর প্রাণিরূপে) জন্মায়। (১৬) সুকৃতকর্মের ফল সাত্ত্বিক [ও] নির্মল উক্ত হয়; কিন্তু রজোগুণের ফল দুঃখ, তমোগুণের ফল অজ্ঞান। (১৭) সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, এবং রজোগুণ থেকে লোভ; তমোগুণ থেকে প্রমাদ ও মোহ হয়, এবং অজ্ঞান।

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্‌ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

(১৮) সত্ত্বস্থাঃ ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্যগুণ-বৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি। (১৯) যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্তারং অনুপশ্যতি ন, চ গুণেভ্যঃ পরং বেত্তি, সঃ মদ্‌ভাবং অধিগচ্ছতি। (২০) দেহ-সমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য দেহী জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতং অশ্নুতে।

অর্জুনঃ উবাচ।—(২১) প্রভো, কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি? কিং আচারঃ? কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে?

(১৮) সত্ত্বস্থ [মনুষ্য]গণ ঊর্ধ্বে যায়, রাজসগণ মধ্যে থাকে, জঘন্যগুণ-বৃত্তিস্থ (অধমগুণ ও প্রবৃত্তিযুক্ত) তামসগণ নীচে (অধঃপাতে) যায়। (১৯) যখন দ্রষ্টা (তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী) গুণসমূহ থেকে অন্য (স্বতন্ত্র) কর্তা দেখেন না (আত্মা অকর্তা, গুণসমূহই কর্ম করে—এই যিনি বুঝেছেন), এবং গুণ-সমূহের অতীত [পরমাত্মা]কে জানতে পারেন, [তখন] তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন। (২০) দেহসমুদ্ভব এই তিন গুণ অতিক্রম ক'রে দেহী জন্ম-মৃত্যুজরাদুঃখ থেকে বিযুক্ত হ'য়ে অমৃত (অমৃতত্ব) লাভ করেন।

অর্জুন বললেন।—(২১) প্রভো, কোন্ লক্ষণসমূহদ্বারা [জানা যায় যে তিনি] এই তিন গুণের অতীত হয়েছেন? [তাঁর] কিপ্রকার আচরণ? কিপ্রকারেই বা এই তিন গুণ অতিক্রম করেন?

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেবচ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(২২) পাণ্ডব, প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহং 'এব চ' সম্প্রবৃত্তানি [সন্তি এতানি] যঃ দ্বেষ্টি ন, নিবৃত্তানি [সন্তি] কাঙ্ক্ষতি ন। (২৩) যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ [সন্] গুণৈঃ বিচাল্যতে ন, গুণাঃ বর্তন্তে ইতি এবং [মত্বা] যঃ অবতিষ্ঠতি, ইঙ্গতে ন, (২৪) যঃ সমদুঃখসুখঃ, স্বস্থঃ, সমলোষ্ট-অশ্মকাঞ্চনঃ, তুল্যপ্রিয়-অপ্রিয়ঃ, ধীরঃ, তুল্যনিন্দা-আত্মসংস্তুতিঃ,

শ্রীভগবান্ বললেন।—(২২) হে পাণ্ডব, প্রকাশ (বিশদ জ্ঞান), প্রবৃত্তি (কর্মপ্রবণতা) ও মোহ উপস্থিত হ'লে এসকলকে (ত্রিগুণের ক্রিয়াকে) যিনি দ্বেষ করেন না (কোনওটির ফলে কষ্ট পেলে ক্ষুব্ধ হন না), নিবৃত্ত হ'লে আকাঙ্ক্ষা করেন না (যে গুণের ফলে সুখ হয়, তার অবর্তমানতায় তা পাবার আকাঙ্ক্ষা করেন না), (২৩) যিনি উদাসীনবৎ থেকে গুণসমূহদ্বারা বিচালিত হন না, গুণসমূহ থাকবে [ই] এই বুঝে যিনি অবস্থান করেন, অস্থির হন না, (২৪) যিনি দুঃখসুখে সমান, স্বস্থ (আত্মস্থ, self-possessed), লোষ্ট্রপ্রস্তরকাঞ্চনে সমজ্ঞান, প্রিয়-অপ্রিয়ে তুল্যভাব, ধীর, নিন্দা ও আত্মস্তুতিতে তুল্যভাব,

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

(২৫) যঃ মান-অপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্র-অরিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্ব আরম্ভ-পরিত্যাগী, সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে। (২৬) চ যঃ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন মাং সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। (২৭) হি, অহং ব্রহ্মণঃ, অমৃতস্য, চ অব্যয়স্য, চ শাশ্বত ধর্মস্য, চ ঐকান্তিকস্য সুখস্য প্রতিষ্ঠা।

(২৫) যিনি মান-অপমানে তুল্যভাব, মিত্র-অরি উভয়পক্ষে তুল্যদর্শী, সর্বপ্রকার [কাম্যকর্মের] উদ্‌যোগপরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত উক্ত হন। (২৬) এবং যিনি অনন্যপরায়ণ ভক্তিযোগে আমাকে সেবা করেন, তিনি এই-সকল গুণ সম্যক্ অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মভাবের যোগ্য হন। (২৭) কারণ, আমি ব্রহ্মের, অমৃতের (অমৃততত্ত্বের), এবং অব্যয়ের, এবং শাশ্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)।

পঞ্চদশ অধ্যায়
(পুরুষোত্তম যোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥
অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১) ঊর্ধ্বমূলং অধঃশাখং অশ্বত্থং অব্যয়ং প্রাহুঃ—ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি। তং যঃ বেদ সঃ বেদবিৎ। (২) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়-প্রবালাঃ তস্য শাখাঃ অধঃ চ ঊর্ধ্বং প্রসৃতাঃ; কর্মানুবন্ধীনি মূলানি অধঃ চ মনুষ্যলোকে অনুসন্ততানি।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১) ঊর্ধ্বমূল, অধোভাগে শাখাবিশিষ্ট অশ্বত্থ-বৃক্ষ অব্যয় [ব'লে] উক্ত হয়—বেদসকল যার পত্র। তাকে যিনি জানেন তিনি [ই] বেদবিৎ। (২) [ত্রি] গুণের দ্বারা পরিপুষ্ট বিষয়রূপ প্রবাল (অঙ্কুর) বিশিষ্ট তার শাখাসকল অধোভাগে ও ঊর্ধ্বে প্রসৃত; কর্মপরম্পরায় বন্ধন-প্রাপ্ত মূলসকল নীচেও (ঊর্ধ্বদেশ ভিন্নও) মনুষ্যলোকে অনুব্যাপ্ত [আছে]। (অর্থ অস্পষ্ট, কষ্টকল্পনায় এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।—এই সংসার অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। ক্রমাগত চলছে, সেজন্য অব্যয়। এর মূল ব্রহ্ম, তিনি ঊর্ধ্বে আছেন। তাঁথেকে নিঃসৃত বুদ্ধি অহংকার মন প্রভৃতির দ্বারা বিস্তারিত এই জীবসমাজ অশ্বত্থের শাখাসদৃশ, তা নিম্নে আছে, অর্থাৎ গাছ উলটো করলে যেমন হয়। বেদোক্ত ক্রিয়াবিধি, অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থাসকল, পত্ররূপে এই জীবসমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। যিনি এ বুঝেছেন তিনিই বেদের প্রকৃত মূল্যজ্ঞ। এই অশ্বত্থের জীবরূপ শাখা-সকল নিম্নে ও ঊর্ধ্বে প্রসারিত; অর্থাৎ কেউ নীচাভিলাষী, ঐহিক সুখই

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

(৩) ইহ অস্য রূপং উপলভ্যতে ন, তথা অন্তঃ ন, চ আদিঃ, চ সম্প্রতিষ্ঠা ন। এনং সুবিরূঢ়মূলং অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা (৪) ততঃ তৎ পদং পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতাঃ [সন্তঃ] ভূয়ঃ নিবর্তন্তি ন; চ তং আদ্যং পুরুষং এব প্রপদ্যে যতঃ পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতাঃ।

চায়, কেউ উচ্চাভিলাষী, স্বর্গ বা উৎকৃষ্টতর গতি চায়। এই জীবসমাজ ত্রিগুণদ্বারা বর্ধিত। তাতে অঙ্কুর ধরেছে—কাম্যবিষয়সকল। এই সংসার-বৃক্ষের মূল পরামাত্মা ঊর্ধ্বে আছেন বটে, কিন্তু তিনিই আবার জীবাত্মারূপে কর্মবন্ধ পেয়ে মনুষ্যলোকে অধোগামী হয়েছেন)।

(৩) ইহলোকে এর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, এবং অন্ত নয়, এবং আদি ও আধার[ও] নয়। এই অতিবর্ধিতমূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অনাসক্তি-রূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন ক'রে (৪) তার পর সেই পদে যাবার মার্গ নিতে হবে যেখানে গেলে পুনর্বার ফিরতে (জন্মাতে) না হয়; এবং [সংকল্প করতে হবে যে] সেই আদিপুরুষকেই পাব যাঁ হতে চিরন্তনী [সংসার-] প্রবৃত্তি বহির্গত [হয়েছে]। (সংসারবৃক্ষের যে মূলসকল মনুষ্যলোকে প্রবেশ করেছে, অর্থাৎ জীবাত্মাবর্গ, তারা অত্যন্ত আবদ্ধ। অনাসক্তিরূপ অস্ত্রদ্বারা এই সংসারবন্ধন ছেদন ক'রে মুক্তির মার্গে সেই পরমপুরুষের সাধনা ক'রতে হবে যাঁ হতে এই সংসারপ্রবর্তন—এই অশ্বত্থ—নিঃসৃত হয়েছে)।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

(৫) নির্মানমোহাঃ, জিতসঙ্গদোষাঃ, অধ্যাত্মনিত্যাঃ, বিনিবৃত্তকামাঃ, সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি। (৬) তৎ সূর্যঃ ভাসয়তে ন, শশাঙ্ক ন, পাবকঃ ন—যৎ গত্বা নিবর্তন্তে ন। তৎ মম পরমং ধাম।

(৫) মানমোহবর্জিত, আসক্তিদোষজয়ী, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কামনা-পরিশূন্য, সুখদুঃখনামক দ্বন্দ্ব থেকে বিমুক্ত, অমূঢ় [মনুষ্যগণ] সেই অব্যয় পদ পান। (৬) তাকে (সেই পদকে) সূর্য উদ্ভাসিত করতে পারে না, শশাঙ্ক নয়, পাবক নয়—যা পেলে [মনুষ্যগণ] পুনরাগমন করে না। সেই আমার পরম ধাম।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেবচ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

(৭) জীবলোকে মম এব সনাতনঃ অংশঃ জীবভূতঃ [সন্‌] প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি। (৮) (অয়ং) ঈশ্বরঃ যৎ শরীরং অবাপ্নোতি, অপি চ যৎ উৎক্রামতি—বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্‌ ইব এতানি গৃহীত্বা সংযাতি। (৯) অয়ং শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং এব চ ঘ্রাণং চ মনঃ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্‌ উপসেবতে। (১০) উৎক্রামন্তং বা স্থিতং 'অপি', ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং [এনং] বিমূঢ়াঃ অনুপশ্যন্তি ন; জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি।

(৭) জীবলোকে আমারই সনাতন অংশ জীবভূত হ'য়ে (জীবাত্মারূপে) প্রকৃতিস্থিত মন-সমেত ছয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করেন। (৮) এই [জীবভূত] ঈশ্বর যে শরীর গ্রহণ করেন এবং যা ত্যাগ করেন—বায়ু যেমন আধার (পুষ্পাদি) থেকে গন্ধসকল [গ্রহণ করে], সেইরূপ এদের (ইন্দ্রিয় ও মন) গ্রহণ করে গমন করেন (অর্থাৎ, মৃত্যুকালে জীবাত্মা[১] মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি সঙ্গে নিয়ে যান এবং নূতন শরীরে তাদের স্থাপন করেন)। (৯) ইনি কর্ণ চক্ষু ত্বক্‌ ও রসনা এবং নাসিকা ও মন অধিষ্ঠিত ক'রে বিষয়সকল উপভোগ করেন। (১০) উৎক্রামী (দেহ থেকে বহির্গামী) বা [দেহে] স্থিত, এবং [বিষয়-] ভোগী বা [ত্রি-] গুণান্বিত এ'কে বিমূঢ়গণ দেখতে পায় না (উপলব্ধি করতে পারে না); জ্ঞানচক্ষুষ্মান্‌ [ব্যক্তিগণই] দেখতে পান।

১। ইন্দ্রিয়মনঃসমন্বিত এই জীবাত্মাই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর। বিলাতী soul এবং দেশী প্রেতাত্মা এই জাতীয়।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

(১১) যতন্তঃ যোগিনঃ চ এনং আত্মনি অবস্থিতং পশ্যন্তি; অকৃতাত্মানঃ অচেতসঃ যতন্তঃ অপি এনং পশ্যন্তি ন।

(১২) আদিত্যগতং যৎ তেজঃ অখিলং জগৎ ভাসয়তে, চ যৎ চন্দ্রমসি, চ যৎ অগ্নৌ, তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি। (১৩) অহং ওজসা গাং আবিশ্য ভূতানি ধারয়ামি, চ রসাত্মকঃ সোমঃ ভূত্বা সর্বাঃ ওষধী পুষ্ণামি। (১৪) অহং বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহং আশ্রিতঃ [সন্] প্রাণ-অপানসমাযুক্তঃ [সন্] চতুর্বিধং অন্নং পচামি।

(১১) যত্নশীল যোগিগণও এঁকে নিজ মধ্যে অবস্থিত দেখেন; অমার্জিত-স্বভাব অচেতন (ক্ষুদ্রচেতা) গণ যত্ন ক'রেও এঁকে দেখতে পায় না।

(১২) আদিত্যগত যে তেজ অখিল জগৎ উদ্ভাসিত করে, এবং যা চন্দ্রে, এবং যা অগ্নিতে [আছে], সেই তেজ আমার [ই] জানবে। (১৩) আমি ওজঃ (বল) দ্বারা পৃথিবী আবিষ্ট ক'রে ভূতগণকে ধারণ করি, এবং রসাত্মক চন্দ্র হ'য়ে সর্ব ওষধিকে পুষ্ট করি। (১৪) আমি বৈশ্বানর (অগ্নি) হ'য়ে (জঠরাগ্নিরূপে) প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় ক'রে প্রাণ-অপানসমাযুক্ত হ'য়ে চতুর্বিধ (চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়) অন্ন (খাদ্য) পরিপাক করি।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ ॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

(১৫) 'চ' অহং সর্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ; মত্তঃ স্মৃতিঃ, জ্ঞানং, চ অপোহনং; চসর্বৈঃ বেদৈঃ অহং এব বেদ্যঃ; চ অহং এব বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ।

(১৬) লোকে ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ 'এব চ' ইমৌ দ্বৌ পুরুষৌ; সর্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ; কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে। (১৭) তু, অন্যঃ উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ—যঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ, লোকত্রয়ং অবিশ্য বিভর্তি।

(১৫) আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট; আমাহ'তে স্মৃতি, জ্ঞান, ও তাদের নাশ [উৎপন্ন হয়]; এবং সর্ববেদে আমিই জ্ঞাতব্য; এবং আমিই বেদান্তকর্তা (ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্তক) বেদার্থজ্ঞাতা।

(১৬) জগতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ আছে; সর্বভূত ক্ষর; [যিনি] কূটস্থ[১], [তিনি] অক্ষর উক্ত হন। (১৭) আবার, অন্য [এক] উত্তমপুরুষ পরমাত্মা এই [নামে] উক্ত [হন]—যিনি অব্যয় ঈশ্বর, ত্রিলোক প্রবিষ্ট হ'য়ে ভরণ (জগৎ পালন) করেন।

১। ৬।৮ দেখ।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

(১৮) যস্মাৎ অহং ক্ষরং অতীতঃ, চ অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ, অতঃ লোকে চ বেদে পুরুষোত্তমঃ ইতি প্রথিতঃ অস্মি। (১৯) ভারত, যঃ অসম্মূঢ়ঃ [সন্] এবং মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, সঃ সর্ববিৎ মাং সর্বভাবেন ভজতি। (২০) অনঘ, ভারত, ইদং গুহ্যতমং শাস্ত্রং ইতি ময়া উক্তং; এতৎ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ চ কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ।

(১৮) যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হ'তেও উত্তম, সেজন্য লোকে ও বেদে [আমি] পুরুষোত্তম এই [নামে] খ্যাত হই। (১৯) হে ভারত, যিনি অসম্মূঢ়[১] হ'য়ে এইপ্রকারে আমাকে পুরুষোত্তম[২] [ব'লে] জানেন, সেই সর্ববিৎ আমাকে সর্বভাবে ভজনা করেন। (২০) হে অনঘ, ভারত, এই গুহ্যতম শাস্ত্র এইপ্রকারে আমার দ্বারা উক্ত হ'ল; এ বুঝলে [লোকে] বুদ্ধিমান্ ও কৃতার্থ হয়।

১। অসম্মূঢ়—৪।১ পাদটীকা দেখ।

২। 'ক্ষর'—জীবভূত আত্মার বন্ধাবস্থা, 'মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ... বিষয়ানুসেবতে' (১৫।৭–৯); 'অবিভূতং ক্ষরোভাবঃ' (৮।৪)। 'অক্ষর'—জীবাত্মার মুক্তাবস্থা বা সাংখ্যোক্ত মুক্ত পুরুষ যিনি প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত হ'য়ে কৈবল্যলাভ করেছেন। এই 'অক্ষর পুরুষ' ৮।৪ শ্লোকের 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম' নন, পুরুষোত্তম বা পরমাত্মাই 'পরম অক্ষর'।

ষোড়শ অধ্যায়
(দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ যোগ)

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(১) অভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, দানং, চ দমং, চ যজ্ঞঃ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আর্জবং, (২) অহিংসা, সত্যং, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনং, ভূতেষু দয়া, অলোলুপত্বং, মার্দবং, হ্রীঃ, অচাপলং, (৩) তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচং, অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা—ভারত, [এতানি] দৈবীং সম্পদং অভিজাতস্য ভবন্তি। (৪) পার্থ, দম্ভঃ, দর্পঃ, অভিমানঃ, ক্রোধঃ, এব চ পারুষ্যং, চ অজ্ঞানং—[এতানি] আসুরীং সম্পদং অভিজাতস্য [ভবন্তি]।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(১) অভয়, চিত্তের বিশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, ও ইন্দ্রিয়দমন, ও যজ্ঞ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপ, ঋজুতা (সরলতা), (২) অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অক্রূরতা, ভূতগণে দয়া, অলোভ, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, (৩) তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শুচিতা, অদ্রোহ (অনিষ্টচেষ্টার অভাব), অনতিমানিতা—হে ভারত, এইসকল [গুণ] দৈবী সম্পদের জন্য জাত ব্যক্তির হয় (যারা এইসকল গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তারা দৈবী সম্পদ লাভ করে)। (৪) হে পার্থ, দম্ভ (ধর্মধ্বজিত্ব), দর্প (ক্ষমতার গর্ব), অভিমান (গুণের গর্ব), ক্রোধ, এবং পারুষ্য (কর্কশ স্বভাব), এবং অজ্ঞান (অবিবেক)—এইসকল [গুণ] আসুরী সম্পদের জন্য জাত ব্যক্তির হয়।

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

(৫) বিমোক্ষায় দৈবী সম্পৎ, নিবন্ধায় আসুরী মতা। পাণ্ডব, শুচঃ, মা, দৈবী সম্পদং অভি জাতঃ অসি।

(৬) অস্মিন্ লোকে দৈবঃ চ আসুরঃ দ্বৌ ভূতসর্গৌ। দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ। পার্থ, মে আসুরং শৃণু। (৭) আসুরঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং 'চ' বিদুঃ ন; তেষু ন বিদ্যতে শৌচং, অপি চ ন আচারং, ন সত্যং। (৮) তে জগৎ অসত্যং, অপ্রতিষ্ঠিতং, অনীশ্বরং, অপরস্পরসম্ভূতং—অন্যৎ কিং—কামহৈতুকং আহুঃ।

(৫) বিমোক্ষের জন্য দৈবী সম্পদ, নিবন্ধের (সংসার বন্ধনের) জন্য আসুরী [সম্পদ, এইরূপ] গণ্য হয়। হে পাণ্ডব, ভেবো না, তুমি দৈবী সম্পদের জন্য জন্মেছ।

(৬) এই লোকে দৈব ও আসুর এই দুইপ্রকার সৃষ্ট জীব (মনুষ্য) [আছে]। দৈব [সম্বন্ধে] সবিস্তারে উক্ত হয়েছে (১৬।১–৩ শ্লোকে)। হে পার্থ, আমার কাছে আসুর [সম্বন্ধে] শোন। (৭) আসুর জনগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (কর্তব্য ও অকর্তব্য) জানে না; তাদের মধ্যে না আছে শুচিতা এবং না [আছে] আচার, না [আছে] সত্য। (৮) তারা জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ (আধারহীন), অনীশ্বর, কারণপরম্পরাব্যতীত উৎপন্ন—অধিক কি—কামই এর হেতু (স্ত্রীপুরুষমিলনজাত; অথবা স্বেচ্ছায় উৎপন্ন) এই বলে।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্‌ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ ॥

(৯) এতাং দৃষ্টিং অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ উগ্রকর্মাণঃ অহিতাঃ জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি। (১০) দুষ্পূরং কামং আশ্রিত্য দম্ভমানমদ-অন্বিতাঃ [সন্তঃ] মোহাৎ অসদ্‌গ্রাহান্‌ গৃহীত্বা অশুচিব্রতাঃ [সন্তঃ] প্রবর্তন্তে। (১১) তে প্রলয়ান্তাং চ অপরিমেয়াং চিন্তাং উপাশ্রিতাঃ কাম-উপভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ [সন্তঃ], (১২) আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ, কামক্রোধ-পরায়ণাঃ [সন্তঃ] কামভোগার্থং অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্‌ ঈহন্তে।

(৯) ঐপ্রকার দৃষ্টি (ধারণা) অবলম্বন ক'রে নষ্টাত্মা অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্মা অহিতকারিগণ জগতের ক্ষয়ের জন্য প্রাদুর্ভূত হয়। (১০) দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় ক'রে দম্ভমানমদান্বিত হ'য়ে মোহবশে অসৎসংকল্প গ্রহণ ক'রে কদাচার হ'য়ে [কর্মে] প্রবৃত্ত হয়। (১১) তারা প্রলয়ান্ত পর্যন্ত (আমরণ) অপরিমেয় চিন্তা আশ্রয় ক'রে কামনার উপভোগই পরম জ্ঞান ক'রে, এই সকলই সর্বস্ব এই নিশ্চয় ক'রে, (১২) শত আশাপাশে বদ্ধ, কামক্রোধপরায়ণ হ'য়ে কাম্য-বিষয় ভোগের জন্য অন্যায় উপায়ে অর্থসঞ্চয় ইচ্ছা করে।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

(১৩) অদ্য ময়া ইদং লব্ধং, ইদং মনোরথং প্রাপ্স্যে, ইদং অস্তি, পুনঃ ইদং ধনং অপি মে ভবিষ্যতি; (১৪) অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ, চ অপরান্ অপি হনিষ্যে; অহং ঈশ্বরঃ, অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ, বলবান্, সুখী, (১৫) আঢ্যঃ, অভিজনবান্ 'অস্মি'; ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি; যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে—ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ, (১৬) অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজাল-সমাবৃতাঃ, কামভোগেষু প্রসক্তাঃ অশুচৌ নরকে পতন্তি।

(১৩) অদ্য আমার দ্বারা এই লব্ধ [হ'ল], এই মনোরথ (অভীষ্ট বিষয়) পাব, এই [আমার] আছে, আবার এই ধনও আমার হবে; (১৪) এই শত্রু আমার দ্বারা হত [হয়েছে], এবং অপর [শত্রু] গণকেও হত্যা করব; আমি ঈশ্বর (অশেষ শক্তিশালী), আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ (যা করি তাই সফল হয়), বলবান্; সুখী, (১৫) আঢ্য (ধনী), অভিজাত (উচ্চবংশীয়); আমার সদৃশ অন্য কে আছে; [আমি] যজ্ঞ করব, দান করব, আমোদ করব—এইপ্রকার অজ্ঞানদ্বারা বিমোহিত, (১৬) অনেক বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালসমাবৃত, কামভোগে (কাম্য বিষয়ের ভোগে) প্রসক্ত [আসুরপ্রকৃতির মনুষ্যগণ] অশুচি নরকে যায়।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ১৭ ॥

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংস্থিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌।
ক্ষিপ্যাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ ॥

(১৭) আত্মসম্ভাবিতাঃ, স্তব্ধাঃ, ধনমানমদান্বিতাঃ তে দম্ভেন নামযজ্ঞৈঃ অবিধিপূর্বকং যজন্তে। (১৮) [তে] অহংকারং বলং দর্পং কামং চ ক্রোধং সংস্থিতাঃ [সন্তঃ] আত্মপরদেহেষু মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ [ভবন্তি]। (১৯) তান্‌ দ্বিষতঃ ক্রূরান্‌ নরাধমান্‌ অহং সংসারেষু আসুরীষু যোনিষু এব অজস্রং ক্ষিপ্যামি। (২০) কৌন্তেয়, মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিং আপন্নাঃ [সন্তঃ] মাং অপ্রাপ্য 'এব' ততঃ অধমাং গতিং যান্তি।

(১৭) আত্মশ্লাঘাবান্‌ অনম্র, ধনমানমদান্বিত (ধনমানের জন্য গর্বিত) তারা দম্ভের সহিত (নিজ ধর্মপরায়ণতা প্রচারের জন্য) নামযজ্ঞে (নিজের নাম প্রচারের জন্য; অথবা নামমাত্র যজ্ঞে) অবিধিপূর্বক যজনা করে। (১৮) তারা অহংকার বল দর্প কাম ও ক্রোধ আশ্রয় ক'রে নিজের ও পরের দেহে [বর্তমান] আমার (পরমাত্মার) দ্বেষ্টা ও নিন্দক হয়। (১৯) সেই দ্বেষকারী ক্রূর নরাধমগণকে আমি সংসারে আসুরী যোনিতেই নিরন্তর নিক্ষেপ করি। (২০) হে কৌন্তেয়, মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হ'য়ে আমাকে না পেয়ে অবশেষে অধমা গতি পায়।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ২৩ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

(২১) কামঃ, ক্রোধঃ, তথা লোভঃ—নরকস্য ইদং ত্রিবিধং আত্মনঃ নাশনং দ্বারং; তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। (২২) কৌন্তেয়, এতৈঃ ত্রিভিঃ তমো-দ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি; ততঃ পরাং গতিং যাতি। (২৩) যঃ শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য কামচারতঃ বর্ততে, সঃ সিদ্ধিং অবাপ্নোতি ন, সুখং ন, পরাং গতিং ন। (২৪) তস্মাৎ, কার্য-অকার্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রং তে প্রমাণং; শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম কর্তুং অর্হসি।

(২১) কাম, ক্রোধ এবং লোভ—নরকের এই ত্রিবিধ আত্মনাশকারী দ্বার; অতএব এই তিন ত্যাগ করবে। (২২) হে কৌন্তেয়, এই তিন তমোদ্বার থেকে বিমুক্ত নর আপনার শ্রেয় আচরণ করে; তা থেকে পরমাগতি পায়। (২৩) যে শাস্ত্রবিধি (ধর্মশাস্ত্রবিধি) ত্যাগ ক'রে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি পায় না, সুখ নয়, পরা গতি নয়। (২৪) অতএব, কার্য-অকার্য ব্যবস্থার (নির্ণয়ের) জন্য শাস্ত্র (ধর্মশাস্ত্র) তোমার প্রমাণ (কর্তব্যনির্ণায়ক, authority); শাস্ত্রবিধানোক্ত (শাস্ত্রে যে বিধান উক্ত আছে তা) জেনে ইহলোকে তোমার কর্ম করা উচিত।

———

সপ্তদশ অধ্যায়
(শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ)

অর্জুন উবাচ
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥
শ্রীভগবানুবাচ
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ।—(১) কৃষ্ণঃ, যে শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ [সন্তঃ] যজন্তে, তেষাং নিষ্ঠা 'তু' কা? সত্ত্বং, রজঃ, আহো তমঃ?

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(২) সা শ্রদ্ধা দেহিনাং ত্রিবিধা স্বভাবজা ভবতি—সাত্ত্বিকী, চ এব রাজসী, চ তামসী, 'ইতি'; তাং শৃণু। (৩) ভারত, সর্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্ব-অনুরূপা ভবতি। অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ; যঃ যৎ-শ্রদ্ধঃ, সঃ সঃ এব।

অর্জুন বললেন।—(১) হে কৃষ্ণ, যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ ক'রে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে যজনা (সাধনা) করে, তাদের নিষ্ঠা (আস্থা, সাধনার আশ্রয়)ই বা কিরূপ? সত্ত্ব, রজ, অথবা তম?

শ্রীভগবান্ বললেন।—(২) সেই শ্রদ্ধা দেহিগণের (মানবের) ত্রিবিধ স্বভাবজ হ'য়ে থাকে—সাত্ত্বিকী, ও রাজসী, ও তামসী; তা শোন। (৩) হে ভারত, সকলের শ্রদ্ধা নিজ স্বভাবের অনুরূপ হ'য়ে থাকে। এই পুরুষ (মনুষ্যমাত্র) শ্রদ্ধাময় (কিছু-না-কিছুতে তার শ্রদ্ধা আছেই); যে যেপ্রকার শ্রদ্ধাবান্, সে সেইপ্রকারই [হয়]।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথাদানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

(৪) সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে, রাজসা যক্ষরক্ষাংসি, তামসাঃ অন্যে জনাঃ প্রেতান্ চ ভূতগণান্ যজন্তে। (৫—৬) দম্ভ-অহংকারসংযুক্তা কামরাগ-বলান্বিতাঃ যে অচেতনাঃ জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং চ অন্তঃশরীরস্থং মাং এব কর্শয়ন্তঃ [সন্তঃ] অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপং তপন্তে, তান্ অসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি।

(৭) সর্বস্য প্রিয়ঃ আহারঃ 'তু' অপি, তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং, ত্রিবিধঃ ভবতি; তেষাং ইমং ভেদং শৃণু।

(৪) সাত্ত্বিকগণ দেবগণকে যজনা করে, রাজসগণ যক্ষ রক্ষ সকলকে, তামস অন্য জনেরা প্রেত ও ভূতগণকে যজনা করে। (৫—৬) দম্ভ (ধর্মধ্বজিত্ব)-অহংকার-সংযুক্ত কামরাগবলান্বিত (কামনা আসক্তি ও বলযুক্ত) যেসকল অচেতন (জ্ঞানহীন) জন শরীরস্থ ভূতগ্রাম (the flesh) এবং অন্তঃশরীরস্থ আমাকেও (আত্মাকেও) কৃশ ক'রে অশাস্ত্রবিহিত ঘোর (উৎকট) তপস্যা তপ করে, তাদের অসুরবুদ্ধি জানবে।

(৭) সকলের প্রিয় আহারও, এবং যজ্ঞ তপ দান, ত্রিবিধ হয়; তাদের এই ভেদ শোন।

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

(৮) আয়ুঃ সত্ত্ববল-আরোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ, রস্যাঃ, স্নিগ্ধাঃ, স্থিরাঃ, হৃদ্যাঃ, আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ। (৯) কটু-অম্ললবণ-অত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ দুঃখ-শোক-আময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ। (১০) যাতযামং, গতরসং, পূতি, চ যৎ পর্যুষিতং, অপি উচ্ছিষ্টং, চ অমেধ্যং, [তৎ] ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।

(১১) যষ্টব্যং এব ইতি মনঃ সমাধায় অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ বিধিদিষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে, সঃ সাত্ত্বিকঃ।

(৮) যা আয়ু, সত্ত্ব (সাহস উৎসাহ ধৈর্য ইত্যাদি), বল, (দেহের শক্তি), আরোগ্য (স্বাস্থ্য), সুখ (তৃপ্তি), প্রীতি (অভিরুচি) বৃদ্ধি করে, রসাল, স্নিগ্ধ, স্থির (যাহা দেহে থাকবে, সারবান্), হৃদ্য (রুচিকর) আহার সাত্ত্বিকের প্রিয়। (৯) কটু (ঝাল; কিংবা তিক্ত), অম্ল, লবণ (অতিলবণাক্ত), অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ (অতিস্বাদ), বিদাহী (জ্বালাকর), [পরিণামে] দুঃখশোকরোগজনক আহার রাজসের অভিলষিত। (১০) এক-প্রহর-অতিক্রান্ত (বাসী), নীরস, দুর্গন্ধ, এবং যা পর্যুষিত (পূর্বদিনপক্ক), এবং উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, সেই ভোজন (খাদ্য) তামসের প্রিয়।

(১১) যজ্ঞ করা কর্তব্যই এইপ্রকার মনস্থির ক'রে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিধিসম্মত যে যজ্ঞ করা হয়, তা সাত্ত্বিক।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তৎ যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

(১২) তু ফলং অভিসন্ধায় চ এব দম্ভার্থং 'অপি' যৎ ইজ্যতে, ভরতশ্রেষ্ঠ, তৎ যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি। (১৩) বিধিহীনং, অসৃষ্ট-অন্নং, মন্ত্রহীনং, অদক্ষিণং, শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।

(১৪) দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং, শৌচং, আর্জবং, ব্রহ্মচর্যং, চ অহিংসা শারীরং তপঃ উচ্যতে। (১৫) অনুদ্বেগকরং বাক্যং, যৎ সত্যং চ প্রিয়হিতং, চ এব স্বাধ্যায়-অভ্যসনং, বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে। (১৬) মনঃপ্রসাদঃ, সৌম্যত্বং, মৌনং, আত্মবিনিগ্রহঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ, 'ইতি' এতৎ তপঃ মানসঃ উচ্যতে।

(১২) কিন্তু ফল আশা ক'রে অথবা দম্ভের (ধর্মধ্বজিত্বের) জন্য যা করা হয়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই যজ্ঞ রাজস জানবে। (১৩) বিধিহীন, অন্ন-উৎসর্গ-হীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ তামস উক্ত হয়।

(১৪) দেব দ্বিজ গুরু ও প্রজ্ঞাবানের পূজা, শৌচ, ঋজুতা (সরলতা), ব্রহ্মচর্য, এবং অহিংসা শারীর তপ উক্ত হয়। (১৫) অনুদ্বেগকর (যা লোককে উদ্বিগ্ন করে না এমন) বাক্য, যা সত্য এবং প্রিয় ও হিতকর, এবং শাস্ত্র-অধ্যয়নের অভ্যাস বাঙ্ময় তপ উক্ত হয়। (১৬) মনের প্রসাদ (প্রসন্নতা), সৌম্যত্ব (শান্ত ভাব), মৌন (বাক্‌সংযম), আত্মসংযম (মনঃসংযম), শুদ্ধ চিন্তা, এইপ্রকার তপ মানস উক্ত হয়।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

(১৭) অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে। (১৮) সৎকারমানপূজার্থং চ এব দম্ভেন যৎ ক্রিয়তে, তৎ চলং অধ্রুবং তপঃ ইহ রাজসং প্রোক্তম্। (১৯) মূঢ়গ্রাহেণ যৎ আত্মনঃ পীড়য়া, বা পরস্য উৎসাদনার্থং ক্রিয়তে, তৎ তপঃ তামসঃ উদাহৃতম্।

(২০) দাতব্যং ইতি [এব] যৎ দানং দেশে চ কালে চ পাত্রে অনুপকারিণে দীয়তে, তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।

(১৭) ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যোগযুক্ত নরগণদ্বারা পরমশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত ঐ ত্রিবিধ (শারীর, বাঙ্‌ময়, মানস) তপ সাত্ত্বিক উক্ত হয়। (১৮) সুখ্যাতি, মান ও আত্মপূজার জন্য এবং ধর্মধ্বজিতার সহিত যা করা হয়, সেই অস্থায়ী, অধ্রুব (অনিশ্চিত) তপ ইহলোকে রাজস উক্ত হয়। (১৯) ভ্রান্ত সংকল্পের জন্য যা আপনাকে পীড়া দিয়ে বা পরের উৎসাদনার্থ (বিনাশের উদ্দেশ্যে) করা হয়, সেই তপ তামস উক্ত হয়।

(২০) দেওয়া কর্তব্য বলেই যে দান দেশে ও কালে ও পাত্রে (উপযুক্ত দেশ কাল পাত্র বিচার ক'রে) প্রত্যুপকারে অসমর্থ (অথবা যার কাছে প্রত্যুপকার পাবার আশা নেই এমন) ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, সেই দান সাত্ত্বিক গণ্য হয়।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানস্তপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

(২১) তু যৎ প্রত্যুপকারার্থং, বা ফলং উদ্দিশ্য, চ পুনঃ [যৎ] পরিক্লিষ্টং দীয়তে, তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্। (২২) অদেশকালে চ অপাত্রেভ্যঃ অসৎকৃতং অবজ্ঞাতং যৎ দানং দীয়তে, তৎ তামসং উদাহৃতম্।

(২৩) ওঁ তৎসৎ—ব্রহ্মণঃ ইতি ত্রিবিধঃ নির্দেশঃ স্মৃতঃ; তেন ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ পুরা বিহিতাঃ। (২৪) তস্মাৎ ব্রহ্মবাদিনাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞ-দানতপঃক্রিয়াঃ ওঁ—ইতি উদাহৃত্য সততং প্রবর্তন্তে।

(২১) এবং যা প্রত্যুপকার পাবার জন্য, অথবা ফল উদ্দেশ ক'রে, অথবা যা কষ্টে (দায়ে প'ড়ে) দেওয়া হয়, সেই দান রাজস গণ্য হয়। (২২) অনুপযুক্ত দেশকালে ও অপাত্রগণকে (অযোগ্য লোককে) [এবং] অনাদরে অবজ্ঞার সহিত যে দান দেওয়া হয়, তা তামস গণ্য হয়।

(২৩) ওঁ তৎ সৎ—ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ শোনা যায়; তার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বেদসকল ও যজ্ঞসকল পুরাকালে বিহিত (নিয়মিত বা গঠিত) [হয়েছিল]। (২৪) সেই কারণে ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া ওঁ—এই উচ্চারণ ক'রে সতত আরম্ভ হয়।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

সদ্‌ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

(২৫) ফলং অভিসন্ধায় তৎ—ইতি [উদাহৃত্য] মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ বিবিধাঃ যজ্ঞ-তপঃ ক্রিয়াঃ চ দানক্রিয়া ক্রিয়ন্তে। (২৬) পার্থ, সৎ-ভাবে চ সাধুভাবে সৎ—'ইতি' এতৎ প্রযুজ্যন্তে; তথা প্রশস্তে কর্মণি সৎ-শব্দঃ যুজ্যতে। (২৭) যজ্ঞে তপসি চ দানে স্থিতিঃ সৎ—ইতি উচ্যতে; চ তদর্থীয়ং কর্ম এব সৎ—ইতি 'এব' অভিধীয়তে। (২৮) অশ্রদ্ধয়া যৎ হুতং, দত্তং, তপঃ তপ্তং, চ কৃতং, [তৎ] অসৎ—ইতি উচ্যতে; পার্থ, তৎ প্রেত্য ন, চ ইহ ন।

(২৫) ফলের অভিসন্ধি ত্যাগের উদ্দেশে (নিষ্কামকর্মাচরণের অভিপ্রায়ে) তৎ—এই প্রকার উচ্চারণপূর্বক মোক্ষকাঙ্ক্ষিগণদ্বারা বিবিধ যজ্ঞ ও তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া কৃত হয়। (২৬) হে পার্থ, অস্তিত্ব ও সাধুতায় সৎ—এই শব্দ প্রযুক্ত হয়; এবং প্রশস্ত কর্মে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। (ওঁ-শব্দ ব্রহ্মের প্রতীক, সেজন্য তা ব্রহ্মবাদিগণের সর্বকর্মেরই আরম্ভে উচ্চারিত হয়। তৎ-শব্দের ভাব —তাঁকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে অর্পণ, সেজন্য নিষ্কাম কর্মে তৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়। সৎ-শব্দের ভাব—ব্রহ্ম আছে এবং তাহাই উত্তম, সেজন্য প্রশস্ত কর্মমাত্রেই সৎ-শব্দ উচ্চারিত হয়)। (২৭) যজ্ঞে তপে ও দানে নিষ্ঠা সৎ ব'লে উক্ত হয়; এবং তদর্থে কৃত কর্মও সৎ ব'লে অভিহিত হয়। (২৮) অশ্রদ্ধায় যা হুত (যজ্ঞে অর্পিত) হয়, [যে দান] দত্ত হয়, [যে] তপ আচরিত হয় এবং [যে কর্ম] কৃত হয়, তা অসৎ—এই উক্ত হয়; হে পার্থ, তা প্রেতলোকে [হিতকর] নয়, এবং ইহলোকে [ও] নয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

(মোক্ষ যোগ)

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসঃ সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ।—(১) মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিসূদন, সন্ন্যাসস্য চ ত্যাগস্য তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুং ইচ্ছামি।

শ্রীভগবান্ উবাচ।—(২) কবয়ঃ কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসঃ সন্ন্যাসং বিদুঃ; বিচক্ষণাঃ সর্বকর্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ। (৩) একে মনীষিণঃ কর্ম দোষবৎ ত্যাজ্যং ইতি প্রাহুঃ; চ অপরে যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ত্যাজ্যং ন ইতি [প্রাহুঃ]

অর্জুন বললেন।—(১) হে মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিসূদন, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক জানতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্ বললেন।—(২) কবিগণ (জ্ঞানিগণ) কাম্য কর্মসমূহের ন্যাস (অর্পণ, ব্রহ্মে সমর্পণ; কিংবা ত্যাগ)কে সন্ন্যাস [ব'লে] জানেন; বিচক্ষণগণ সর্বকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন। (৩) এক শ্রেণীর মনীষিগণ কর্ম (কর্ম-মাত্র) দোষবৎ ত্যাজ্য এই বলেন; এবং অপর [মনীষিগণ] যজ্ঞ দান তপঃ [প্রভৃতি] কর্ম ত্যাজ্য নয় এই বলেন।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

এতন্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

(৪) ভরতসত্তম পুরুষব্যাঘ্র; তত্র ত্যাগে নিশ্চয়ং শৃণু। ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ। (৫) যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ত্যাজ্যং ন, তৎ কার্যং এব; যজ্ঞঃ দানং চ এব তপঃ মনীষিণাং পাবনানি। (৬) পার্থ, তু এতানি কর্মাণি অপি সঙ্গং চ ফলানি ত্যক্ত্বা কর্তব্যানি—ইতি মে নিশ্চিতং উত্তমং মতম্। (৭) তু নিয়তস্য কর্মণঃ সন্ন্যাসঃ উপপদ্যতে ন; মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরকীর্তিতঃ। (৮) দুঃখং ইতি এব[মত্বা] কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম ত্যজেৎ সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং এব লভেৎ ন।

(৪) হে ভরতসত্তম পুরুষব্যাঘ্র, সেই ত্যাগ সম্বন্ধে নির্ধারণ শোন। ত্যাগ ত্রিবিধ উক্ত হয়। (৫) যজ্ঞদানতপ [প্রভৃতি] কর্ম ত্যাজ্য নয়, তা কর্তব্যই; যজ্ঞ দান ও তপ মনীষিগণের শুদ্ধিকারক। (৬) হে পার্থ, কিন্তু এই সকল কর্মও আসক্তি ও ফল ত্যাগ ক'রে করণীয়—এই আমার নিশ্চিত ও উত্তম (অপর মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ) মত। (৭) কিন্তু নিয়ত কর্মের (নিত্যকর্মের) সন্ন্যাস যুক্তিসংগত নয়; মোহবশে তার পরিত্যাগ তামস উক্ত হয়। (৮) দুঃখ-জনক এই মনে ক'রে [কেউ] কায়ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম ত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ ক'রে ত্যাগফলই লাভ করে না।

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

(৯) অর্জুন, যৎ নিয়তং কর্ম কার্যং ইতি [মত্বা] এব সঙ্গং চ এব ফলং ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ। (১০) সত্ত্বসমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্ন-সংশয়ঃ ত্যাগী অকুশলং কর্ম দ্বেষ্টি ন, কুশলে অনুসজ্জতে ন। (১১) হি, দেহভৃতা কর্মাণি অশেষতঃ ত্যক্তুং শক্যং ন; তু, যঃ কর্মফলত্যাগী সঃ ত্যাগী, ইতি অভিধীয়তে। (১২) অনিষ্টং, ইষ্টং চ মিশ্রং—কর্মণঃ ইতি ত্রিবিধং ফলং অত্যাগিনাং প্রেত্যঃ ভবতি, তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ন।

(৯) হে অর্জুন, যে নিয়ত কর্ম (নিত্যকর্ম) কর্তব্য এই মনে ক'রেই আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্বক করা হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক মন্য হয়। (১০) সাত্ত্বিক গুণশালী মেধাবী সংশয়শূন্য [ব্যক্তি] অকল্যাণজনক কর্ম বিদ্বেষ (অপছন্দ) করেন না, কল্যাণজনক কর্মে [ও] আসক্ত হন না। (১১) কারণ, দেহধারী [মনুষ্য] দ্বারা সকল কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করা সাধ্য নয়; অতএব, যিনি কর্মফলত্যাগী তিনি [ই] ত্যাগী, এইপ্রকার অভিহিত হন। (১২) অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র—কর্মের এই ত্রিবিধ ফল অত্যাগিগণের পরলোকে লভ্য হয়; কিন্তু সন্ন্যাসিগণের [কর্মফলত্যাগীর] কদাচ নয় (পরলোকে লাভ হবে এই প্রত্যাশায় তাঁরা কর্ম করেন না)।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্‌ ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্‌।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ ॥

শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

(১৩) মহাবাহো, সর্বকর্মণাং বিদ্ধয়ে সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি এতান পঞ্চকারণানি মে নিবোধ—(১৪) অধিষ্ঠানং, তথা কর্তা, চ পৃথগ্‌বিধং করণং, বিবিধাঃ পৃথক্‌ চেষ্টাঃ, চ অত্র পঞ্চমং দৈবম্‌॥ (১৫) শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ নরঃ ন্যায্যং বা বিপরীতং 'বা' যৎ কর্ম প্রারভতে, এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ। (১৬) তত্র এব সতি কেবলং আত্মানং তু যঃ কর্তারং পশ্যতি সঃ দুর্মতিঃ অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ পশ্যতি ন।

(১৩) হে মহাবাহো, সর্বকর্মের সিদ্ধির (সম্পাদনের) জন্য সাংখ্যের সিদ্ধান্তে উক্ত এই পঞ্চ কারণ আমার কাছে বুঝে নাও।—(১৪) অধিষ্ঠান (কর্মের আধার, শরীর), এবং কর্তা (অহং বুদ্ধিশালী জীবাত্মা), এবং পৃথগ্‌বিধ করণ (বিভিন্ন ইন্দ্রিয়), বিবিধ পৃথক্‌ চেষ্টা (শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া), এবং এ বিষয়ে পঞ্চম [কারণ] দৈব (নিয়তি, অদৃষ্ট)। (১৫) শরীর, বাক্য ও মনদ্বারা মানুষ ন্যায্য (ধর্ম্য) বা বিপরীত (অধর্ম্য) যে কর্ম আরম্ভ করে, ঐ পঞ্চ (অধিষ্ঠান ইত্যাদি) তার হেতু। (১৬) সে ক্ষেত্রে এপ্রকার হ'লে (এই যখন কর্মসম্পাদনের প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন) কেবল আত্মাকেই যে কর্তা (কর্মের একমাত্র হেতু) রূপে দেখে, সেই দুর্মতি (মন্দবুদ্ধি) অমার্জিত বুদ্ধির ফলে [যথার্থ] দেখে না।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

(১৭) যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ লিপ্যতে ন, সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি হন্তি ন, নিবধ্যতে ন।

(১৮) জ্ঞানঃ, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা—[ইতি] ত্রিবিধা কর্মচোদনা। করণং, কর্ম, কর্তা—ইতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ।

(১৭) যাঁর আমি করেছি—[এই] ভাব নেই, যাঁর বুদ্ধি লিপ্ত (কর্মে আসক্ত) হয় না, তিনি এই লোকসমুদায় হত্যা করেও হত্যা করেন না, আবদ্ধ [ও] হন না।

(১৮) জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই ত্রিবিধ কর্মচোদনা (কর্মপ্রেরণার তিন অঙ্গ)। করণ (করবার উপায়), কর্ম, কর্তা—এই ত্রিবিধ কর্মসংগ্রহ (কর্মের আশ্রয়, সম্পাদনের অঙ্গ)। (চোদনা—প্রেরণা, stimulus। যেসকলের সমবায়ে কর্মপ্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়, তাই কর্মচোদনা। জ্ঞান—জ্ঞানেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধির সহিত বাহ্যবিষয়ের সংযোগ। জ্ঞেয়—যাকে জানা যায়, বাহ্য বিষয়। পরিজ্ঞাতা—যে জানে। পরিজ্ঞাতা জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয়ের সহিত যুক্ত হ'লে কর্মচোদনা হয়। কর্মসম্পাদনের জন্যও ত্রিবিধ অঙ্গের সমবায় আবশ্যক—করণ, কর্ম, কর্তা। করণ—কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত উপাদানাদি বাহ্যবস্তুর সংযোগ। কর্ম—এই সংযোগে উৎপন্ন বস্তু বা ঘটনা। কর্তা—এই সংযোগ যে করায়। এই তিনের সমবায় কর্মসংগ্রহ। মানুষ যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয় গ্রহণ করে তখন সে পরিজ্ঞাতা। যখন কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য বিষয় সৃষ্টি করে তখন সে কর্তা।)

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌ ॥ ২০ ॥

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্‌বিধান্‌।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ ॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকম্‌।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ ॥

(১৯) গুণসংখ্যানে জ্ঞানং চ কর্ম চ কর্তা গুণভেদতঃ ত্রিধা 'এব' প্রোচ্যতে। তানি অপি যথাবৎ শৃণু। (২০) বিভক্তেষু সর্বভূতেষু যেন একং অবিভক্তং অব্যয়ং ভাবং ঈক্ষতে; তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি। (২১) তু যৎ জ্ঞানং সর্বেষু ভূতেষু পৃথগ্‌বিধান্‌ নানাভাবান্‌ পৃথক্‌ত্বেন বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসিকং বিদ্ধি। (২২) তু যৎ [জ্ঞানং] একস্মিন্‌ কার্যে কৃৎস্নবৎ সক্তং, অহৈতুকং, অতত্ত্বার্থবৎ, চ অল্পং, তৎ জ্ঞানং তামসং উদাহৃতম্‌।

(১৯) গুণসংখ্যানে (সাংখ্যোক্ত গুণপ্রকরণে) জ্ঞান ও কর্ম ও কর্তা গুণ-ভেদ অনুসারে ত্রিবিধ উক্ত হয়েছে। সেসকলও যথাবৎ শোন। (২০) বিভিন্ন সর্বভূতে যার দ্বারা এক অবিভক্ত অব্যয় ভাব (সত্তার অস্তিত্ব) দেখতে (বুঝতে) পারা যায়, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জেনো। (২১) এবং যে জ্ঞান সর্ব-ভূতে পৃথগ্‌বিধ নানা সত্তাকে পৃথক্‌ রূপে বোধ করে (আপাতদৃষ্ট) পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তাকে বস্তুত পৃথক্‌ বোধ করে) সেই জ্ঞান রাজস জেনো। (২২) এবং যে জ্ঞান একই কার্যে (ব্যাপারে বা বিষয়ে) সমস্তের তুল্য আসক্ত (এই ব্যাপার বা বিষয়ই সব এইপ্রকার আসক্তি জন্মায়), অহৈতুক (যুক্তিহীন), অযথার্থবৎ (ভ্রমসংকুল) এবং অল্প, সেই জ্ঞান তামস অভিহিত হয়।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভতে কর্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

(২৩) অফলপ্রেপ্সুনা নিয়তং সঙ্গরহিতং যৎ কর্ম অরাগদ্বেষতঃ কৃতং, তৎ সাত্ত্বিকং উচ্যতে। (২৪) তু কামেপ্সুনা বা পুনঃ সাহংকারেণ বহুলায়াসং যৎ কর্ম ক্রিয়তে, তৎ রাজসং উদাহৃতম্। (২৫) অনুবন্ধং, ক্ষয়ং, হিংসাং চ পৌরুষং অনপেক্ষ্য যৎ কর্ম মোহাৎ আরভতে, তৎ তামসং উচ্যতে।

(২৬) মুক্তসঙ্গঃ, অনহংবাদী, ধৃতি-উৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে।

(২৩) ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আসক্তিরহিত যে কর্ম অনুরাগ-দ্বেষ বর্জন ক'রে করা হয়, তা সাত্ত্বিক উক্ত হয়। (২৪) এবং ফলাকাঙ্ক্ষী কর্তৃক অথবা অহংকারের সহিত বহুল আয়াসে যে কর্ম করা হয়, তা রাজস অভিহিত হয়। (২৫) পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা (পর-পীড়া), এবং নিজের পৌরুষ (সামর্থ্য) না দেখে যে কর্ম মোহবশে আরব্ধ হয়, তা তামস উক্ত হয়।

(২৬) আসক্তিমুক্ত, আত্মপ্রচারবিমুখ, ধৈর্য-উৎসাহ-সমন্বিত, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার কর্তা সাত্ত্বিক উক্ত হয়।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

(২৭) রাগী, কর্মফলপ্রেপ্সু, লুব্ধঃ, হিংসাত্মকঃ, অশুচিঃ, হর্ষ-শোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরকীর্তিতঃ। (২৮) অযুক্তঃ, প্রাকৃতঃ, স্তব্ধঃ, শঠঃ, নৈষ্কৃতিকঃ, অলসঃ, বিষাদী, চ দীর্ঘসূত্রী কর্তা তামসঃ উচ্যতে।

(২৯) ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ চ এব ধৃতেঃ গুণতঃ ত্রিবিধং ভেদং অশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন প্রোচ্যমানং শৃণু। (৩০) পার্থ, প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং 'চ' কার্য-অকার্যে, ভয়-অভয়ে, বন্ধং চ মোক্ষং যা বুদ্ধিঃ বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী।

(২৭) আসক্তিযুক্ত, কর্মফলপ্রার্থী, লুব্ধ, হিংসাত্মক (পরপীড়ক), অশুচি (অপবিত্রস্বভাব), হর্ষশোকান্বিত (ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিতে বিচলিত) কর্তা রাজস পরিকীর্তিত হয়। (২৮) অনিবিষ্ট, অমার্জিতস্বভাব, অনম্র, শঠ, পরানিষ্ট-কারী, অলস, অবসাদগ্রস্ত এবং দীর্ঘসূত্রী (বিলম্বকারী) কর্তা তামস উক্ত হয়।

(২৯) হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধি ও ধৃতির গুণানুসারে ত্রিবিধ ভেদ পৃথক্ পৃথক্ যা বলা হচ্ছে শোন। (৩০) হে পার্থ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (আসক্তি ও অনাসক্তি), কর্তব্য-অকর্তব্য, ভয়-অভয় (আপজ্জনক ও নিরাপদ কর্মের ভেদ), বন্ধ ও মোক্ষ (সকামকর্মজ বন্ধভাব ও নিষ্কামকর্মজ মুক্তভাব) যে বুদ্ধি জানে (যে বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় ক'রতে পারা যায়) তা সাত্ত্বিকী।

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

(৩১) পার্থ, যয়া ধর্মং চ অধর্মং এব চ কার্যং চ অকার্যং অযথাবৎ প্রজানাতি, সা বুদ্ধি রাজসী। (৩২) পার্থ, যা তমসাবৃতা [বুদ্ধিঃ] অধর্মং ধর্মং ইতি চ সর্বঅর্থান্ বিপরীতান্ মন্যতে, সা বুদ্ধিঃ তামসী।

(৩৩) পার্থ, [পুরুষঃ] যয়া অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ যোগেন ধারয়তে, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। (৩৪) পার্থ অর্জুন, তু ফলাকাঙ্ক্ষী প্রসঙ্গেন যয়া ধৃত্যা ধর্ম-কাম-অর্থান্ ধারয়তে, সা ধৃতিঃ রাজসী।

(৩১) হে পার্থ, যার দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এবং কার্য ও অকার্য অযথার্থ-রূপে জানা যায়, সেই বুদ্ধি রাজসী। (৩২) হে পার্থ, যে তমসাবৃতা বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম ব'লে এবং সর্ব অর্থকে (প্রয়োজনীয় বিষয়কে) বিপরীত মনে করে, সেই বুদ্ধি তামসী।

(৩৩) হে পার্থ, পুরুষ যে অব্যভিচারিণী (অচঞ্চলা) ধৃতি (অবধারণ ও তদনুসারে কর্মসম্পাদনের যত্ন) দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া (thought, activity and perception) যোগের সহিত (একাগ্রতা, সমত্ব ও দক্ষতা সহকারে) ধারণা করে, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী। (৩৪) হে পার্থ অর্জুন, এবং ফলাকাঙ্ক্ষী [পুরুষ] প্রসক্তিহেতু যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম কাম অর্থ (সাধারণ লোকের অভীষ্ট) ধারণা করে, সেই ধৃতি রাজসী।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্‌ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্‌।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্‌।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥

(৩৫) পার্থ, দুর্মেধাঃ যয়া [ধৃত্যা] স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং এব চ মদং বিমুঞ্চতি ন, সা ধৃতিঃ তামসী।

(৩৬) ভরতর্ষভ, ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু।—যত্র [পুরুষঃ] অভ্যাসাৎ রমতে, চ দুঃখান্তং নিগচ্ছতি, (৩৭) যৎ 'তৎ' অগ্রে বিষং ইব, পরিণামে অমৃতোপমং, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্‌। (৩৮) যৎ 'তৎ' বিষয়-ইন্দ্রিয়সংযোগাৎ অগ্রে অমৃতোপমং, পরিণামে বিষং ইব, তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌।

(৩৫) হে পার্থ, দুর্বুদ্ধিগণ যে ধৃতির বশে নিদ্রা ভয় শোক অবসন্নতা এবং মত্ততা মোচন করতে পারে না, সেই ধৃতি তামসী।

(৩৬) হে ভরতর্ষভ, এখন ত্রিবিধ সুখও আমার কাছে শোন।—যাতে পুরুষ অভ্যাসক্রমে তৃপ্ত হয় এবং দুঃখান্তপ্রাপ্ত হয়, (৩৭) যা (যে সুখ) অগ্রে বিষতুল্য (প্রথমে কষ্টকর), পরিণামে অমৃতোপম, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ (নিজের বুদ্ধির নির্মলতা থেকে উৎপন্ন) সেই সুখ সাত্ত্বিক উক্ত হয়। (৩৮) যা (যে সুখ) বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জন্য, অগ্রে অমৃতোপম, পরিণামে বিষতুল্য, সেই সুখ রাজস গণ্য হয়।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

(৩৯) যৎ সুখং অগ্রে চ অনুবন্ধে 'চ' আত্মনঃ মোহনং, নিদ্রা-আলস্য-প্রমাদোত্থং তৎ [সুখং] তামসং উদাহৃতম্।

(৪০) পৃথিব্যাং বা দিবি পুনঃ বা দেবেষু তৎ সত্ত্বং ন অস্তি যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ। (৪১) পরন্তপ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং চ শূদ্রাণাং কর্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি। (৪২) শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ, এব চ আর্জবং, জ্ঞানং, বিজ্ঞানং, আস্তিক্যং—স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম।

(৩৯) যে সুখ অগ্রে ও পরিণামে নিজের মোহজনক, নিদ্রা আলস্য ও অনবধানতাপ্রসূত সেই সুখ তামস উক্ত হয়।

(৪০) পৃথিবীতে বা স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন সত্ত্ব (জীব) নেই যে এইসকল প্রকৃতিজ গুণ থেকে মুক্ত হ'তে পারে। (৪১) হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্মসমূহ স্বভাবজাত গুণাবলী অনুসারে প্রবিভক্ত [হ'য়ে থাকে]। (৪২) শম (শান্তভাব), দম (ইন্দ্রিয়দমন), তপ, শৌচ, ক্ষমা ও ঋজুতা (সারল্য), জ্ঞান[২], বিজ্ঞান, আস্তিক্য—স্বভাবজ ব্রাহ্মণের কর্ম।

১। জ্ঞানবিজ্ঞান—৩।৪১ পাদটীকা দেখ।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্‌।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৪ ॥

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

(৪৩) শৌর্যং, তেজঃ, ধৃতিঃ, দাক্ষ্যং চ যুদ্ধে অপলায়নম্‌ অপি, দানং চ ঈশ্বরভাবঃ স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম। (৪৪) কৃষি, গোরক্ষ্য, বাণিজ্যং স্বভাবজম্‌ বৈশ্যকর্ম। অপি শূদ্রস্য পরিচর্যাত্মকং কর্ম স্বভাবজম্‌। (৪৫) নরঃ স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে, স্বকর্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু। (৪৬) যতঃ ভূতানাম্‌ প্রবৃত্তিঃ, যেন ইদম্‌ সর্বম্‌ ততম্‌ স্বকর্মণা তম্‌ অভ্যর্চ্য মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি।

(৪৩) শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা এবং যুদ্ধে পলায়ন না করাও, দান, এবং প্রভুত্বের ভাব স্বভাবজ ক্ষাত্রকর্ম। (৪৪) কৃষি, পশুপালন ও রক্ষা, বাণিজ্য স্বভাবজ বৈশ্যকর্ম এবং শূদ্রের পরিচর্যাত্মক কর্ম স্বভাবজ। (৪৫) মনুষ্য নিজ নিজ কর্মে নিরত থেকে সিদ্ধিলাভ করে, স্বধর্মনিরত ব্যক্তি যে-প্রকারে সিদ্ধিলাভ করে তা শোন। (৪৬) যাঁহা হতে ভূতগণের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়েছে, যাঁহার দ্বারা এইসমস্ত ব্যাপ্ত রয়েছে, স্বকর্মের দ্বারা তাঁকে অর্চনা ক'রে মানব সিদ্ধিলাভ করে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

(৪৭) স্বধর্মঃ বিগুণঃ [অপি] সু-অনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ শ্রেয়ান্। [পুরুষঃ] স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ অপি কিল্বিষং আপ্নোতি ন। (৪৮) কৌন্তেয়, সহজং কর্ম স্বদোষং অপি ত্যজেৎ ন; হি অগ্নিঃ ধূমেন ইব সর্ব-আরম্ভাঃ দোষেণ আবৃতাঃ। (৪৯) সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ, জিতাত্মা, বিগতস্পৃহঃ, সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং অধিগচ্ছতি। (৫০) কৌন্তেয়, সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ [পুরুষঃ] যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি, যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা, তথা সমাসেন মে নিবোধ।

(৪৭) স্বধর্ম (নিজ জাতি বা স্বভাবের অনুযায়ী কর্মসংবলিত ধর্ম) বিগুণ হ'লেও (অপর ধর্মের তুলনায় তাতে কোনও বাঞ্ছিত গুণের অভাব থাকলেও) সু-অনুষ্ঠিত (অনায়াসে অনুষ্ঠিত কিংবা লৌকিক দৃষ্টিতে সুন্দর অনুষ্ঠান যুক্ত) পরধর্মের চেয়ে শ্রেয় (অধিক হিতকর)। পুরুষ স্বভাবনিয়ত (স্বভাবনিরূপিত) কর্ম (বিগুণ কর্ম) ক'রেও পাপগ্রস্ত হয় না। (৪৮) হে কৌন্তেয়, সহজাত (স্বভাবজ) কর্ম সদোষ (আয়াসসাধ্য বা অপ্রীতি-কর, যথা যুদ্ধ) হ'লেও ত্যাগ করবে না; কারণ, অগ্নি [যেমন] ধূমের দ্বারা, সেইরূপ সকল আরম্ভ (কর্ম) দোষদ্বারা আবৃত (দোষযুক্ত)। (৪৯) সর্ব-বিষয়ে অনাসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা, বিগতস্পৃহ [পুরুষ] সন্ন্যাস (কাম্যকর্মের ন্যাস) দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি (কর্মসন্ন্যাসজনিত সিদ্ধি) প্রাপ্ত হন। (৫০) হে কৌন্তেয়, সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ যেপ্রকারে ব্রহ্মলাভ করেন, যা জ্ঞানের পরম অবস্থা (জ্ঞানময় পরম অবস্থা অথবা জ্ঞানের পরিসমাপ্তি) তা সংক্ষেপে আমার কাছে অবগত হও।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

(৫১) [সঃ] বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্], চ ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা, চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য, (৫২) বিবিক্তসেবী, লঘ্বাশী, যতবাক্‌কায়মানসঃ, নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ, বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ, (৫৩) অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য, নির্মমঃ, শান্তঃ [সন্] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। (৫৪) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা শোচতি ন, কাঙ্ক্ষতি ন; সর্বেষু ভূতেষু সমঃ [সন্] পরাং মদ্‌ভক্তিং লভতে।

(৫১) তিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির সহিত যুক্ত হ'য়ে, এবং ধৈর্যদ্বারা আপনাকে নিয়মিত ক'রে, এবং রাগদ্বেষ পরিহার ক'রে (৫২) নির্জন দেশবাসী, লঘু-ভোজী, বাক্য-কায়-মানস সংযত ক'রে, নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ হ'য়ে, বৈরাগ্য আশ্রয় ক'রে, (৫৩) অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধ পরিগ্রহ (ভোজ্যবস্তুর আহরণ) থেকে মুক্ত হ'য়ে, মমতাশূন্য শান্ত হ'য়ে ব্রহ্মভূত হ'তে (ব্রহ্মভাব পেতে) সমর্থ হন। (৫৪) ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা শোক করেন না; আকাঙ্ক্ষা করেন না; সর্বভূতে সমদর্শী হ'য়ে পরমা মদ্‌ভক্তি লাভ করেন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

সর্বকর্মাণ্যাপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

(৫৫) [অহং] যাবান্ চ যঃ 'অস্মি', মাং ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজানাতি; তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা ততঃ তদনন্তরং মাং বিশতে। (৫৬) সদা সর্বকর্মাণি কুর্বাণঃ অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ [সন্] মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতং অব্যয়ং পদং অবাপ্নোতি।

(৫৭) ময়ি সর্বকর্মাণি চেতসা সংন্যস্য মৎপরঃ [সন্] বুদ্ধিযোগং উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ ভব। (৫৮) মচ্চিত্তঃ [সন্] সর্বদুর্গাণি মৎ-প্রসাদাৎ তরিষ্যসি। অথ চেৎ ত্বং অহংকারাৎ ন শ্রোষ্যসি, [তর্হি] বিনঙ্ক্ষ্যসি।

(৫৫) আমি যে সমস্ত এবং যা, আমাকে ভক্তিদ্বারা তত্ত্বত (যথার্থত) জানতে পারেন; তত্ত্বত জেনে তা থেকে (তত্ত্বজ্ঞান হ'তে) তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন (আমাকে আশ্রয় করেন)। (৫৬) সদা সর্বকর্ম ক'রেও আমাকে আশ্রয় ক'রে আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।

(৫৭) আমাতে সর্বকর্ম চিত্তদ্বারা সংন্যস্ত ক'রে মৎপরায়ণ হ'য়ে বুদ্ধি-যোগ আশ্রয় ক'রে সতত মৎ-চিত্ত (মদ্গতচিত্ত) হও। (৫৮) মৎ-চিত্ত হ'লে সর্ব-দুর্গতি আমার প্রসাদে ত'রে যাবে (উত্তীর্ণ হবে)। আর যদি তুমি অহংকারবশে [আমার উপদেশ] না শোন, তবে বিনষ্ট হবে।

যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥

(৫৯) অহংকারং আশ্রিত্য যোৎস্য ন—ইতি যৎ মন্যসে, তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা এব,—প্রকৃতিঃ ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি। (৬০) কৌন্তেয়, মোহাৎ যৎ কর্তুং ইচ্ছসি ন, স্বেন স্বভাবজেন কর্মণা নিবদ্ধঃ অবশঃ [সন্] তৎ অপি করিষ্যসি। (৬১) অর্জুন, মায়য়া সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] ভ্রাময়ন্ ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি। (৬২) ভারত, সর্বভাবেন তং এব শরণং গচ্ছ; তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং প্রাপ্স্যসি।

(৫৯) অহংকার আশ্রয় ক'রে যুদ্ধ করব না—এই যদি মনে কর, তোমার [সেই] সংকল্প মিথ্যাই,—প্রকৃতি (তোমার স্বভাব) তোমাকে নিযুক্ত (যুদ্ধে প্রবৃত্ত) করবে। (৬০) হে কৌন্তেয়, মোহবশে যা করতে ইচ্ছা কর না, স্বীয় স্বভাবজ কর্মদ্বারা (কর্মপ্রবৃত্তিদ্বারা) নিবদ্ধ হ'য়ে অবশভাবে তাই [তুমি] ক'রবে। (৬১) হে অর্জুন, মায়াদ্বারা সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের তুল্য ভ্রমণ করাতে থেকে ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন (ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে থেকে সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়বৎ চালিত করেন)। (৬২) হে ভারত, সর্বভাবে তাঁকেই শরণ নাও; তাঁর প্রসাদে পরমা শান্তি [এবং] শাশ্বত পদ পাবে।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ ৬৪ ॥

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

(৬৩) ইতি তে গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং ময়া আখ্যাতং; তৎ অশেষেণ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি তথা কুরু। (৬৪) ভূয়ঃ মে সর্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ শৃণু; ত্বং মে দৃঢ়ং ইষ্টঃ 'অসি', ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি। (৬৫) মৎ-মনাঃ, মদ্‌ভক্তঃ, মদ্‌যাজী ভব; মাং নমস্কুরু; ত্বং মে প্রিয়ঃ [অসি], তে সত্যং প্রতিজানে—[ত্বং] মাং এব এষ্যসি। (৬৬) সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ; অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, শুচঃ মা।

(৬৩) এই তোমাকে গুহ্যের চেয়ে গুহ্যতর জ্ঞান আমার দ্বারা আখ্যাত হ'ল; তা অশেষপ্রকারে বিচার ক'রে যেমন ইচ্ছা কর তেমন কর। (৬৪) পুনর্বার আমার সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম বাক্য শোন; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেজন্য তোমাকে হিতবাক্য বলছি। (৬৫) আমাতে অর্পিতচিত্ত, আমার ভক্ত, আমার যজনাকারী হও; আমাকে নমস্কার কর; তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি—তুমি আমাকেই পাবে। (৬৬) সর্বধর্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাকে শরণ ক'রে চল; আমি তোমাকে সর্বপাপ হ'তে মুক্ত করব, শোক ক'রো না। ('সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য'—এই উক্তি পূর্বকথিত 'শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো' ইত্যাদির বিরোধী নয়। ধর্মাধর্মের যেসব বিতণ্ডা প্রচলিত আছে তা ছেড়ে দিয়ে আমার মতে চল—এই তাৎপর্য)।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্‌ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮ ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

(৬৭) ইদং তে কদাচন অতপস্কায় বাচ্যং ন, অভক্তায় ন, অশুশ্রূষবে চ ন, যঃ মাং অভ্যসূয়তি [তস্মৈ] চ ন। (৬৮) যঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা ইদং পরমং গুহ্যং মদ্‌ভক্তেষু অভিধাস্যতি, [সঃ] অসংশয়ঃ মাং এব এষ্যতি। (৬৯) মনুষ্যেষু চ মে প্রিয়কৃৎ-তমঃ তস্মাৎ কশ্চিৎ ন, ভুবি তস্মাৎ মে প্রিয়তরঃ অন্যঃ ভবিতা চ ন। (৭০) চ যঃ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্যং সংবাদং অধ্যেষ্যতে, তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্—ইতি মে মতিঃ।

(৬৭) এ (এই গীতোক্ত উপদেশ) তোমার কদাচ তপস্যাহীনকে (অসাধককে) বক্তব্য নয়, অভক্তকে নয়, অ-শ্রবণেচ্ছুকে নয়; যে আমাকে অসূয়া করে তাকেও নয়। (অসূয়ার কথা অন্যত্রও উক্ত হয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে ধর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে তার বিরোধী লোক বোধ হয় গীতাকারের যুগে অনেক ছিল)। (৬৮) যিনি আমাতে পরমা ভক্তি রেখে এই পরম গুহ্য [তত্ত্ব] আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা ক'রবেন তিনি অসংশয়ে আমাকেই পাবেন। (৬৯) মনুষ্যগণের মধ্যেও আমার শ্রেষ্ঠ-প্রিয়কারী তাঁর চেয়ে কেউ নেই, ভুবনে তাঁর চেয়ে প্রিয়তর অন্য কেউ হবেনও না। (৭০) এবং যিনি আমাদের এই ধর্ম্যসংবাদ (ধর্মবিষয়ক আলাপ) অধ্যয়ন করেন, তাঁর দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে পূজিত হই—এই আমার মত।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

(৭১) অপি যঃ শ্রদ্ধাবান্ চ অনসূয়ঃ নরঃ শৃণুয়াৎ, সঃ অপি মুক্তঃ [সন্] পুণ্যকর্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ।

(৭২) পার্থ, ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ? ধনঞ্জয়, তে অজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ?

অর্জুনঃ উবাচ।—(৭৩) অচ্যুত, মোহঃ নষ্টঃ, তৎপ্রসাদাৎ ময়া স্মৃতি লব্ধা; [অহং] স্থিতঃ গতসন্দেহঃ অস্মি; তব বচনং করিষ্যে।

(৭১) এবং যে শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াহীন নর শ্রবণ করেন, তিনিও মুক্ত হ'য়ে পুণ্যকর্মাগণের শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হন।

(৭২) হে পার্থ, তোমার দ্বারা একাগ্রচিত্তে এইসকল শ্রুত [হ'ল] কি? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজাত সম্মোহ প্রনষ্ট হ'ল কি?

অর্জুন বললেন।—(৭৩) হে অচ্যুত, মোহ নষ্ট [হ'ল], তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতি (ধর্মজ্ঞান) লব্ধ [হ'ল]; আমি প্রকৃতিস্থ গতসন্দেহ হয়েছি; তোমার বচন [পালন] ক'রব।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

সঞ্জয় উবাচ।—(৭৪) অহং ইতি বাসুদেবস্য চ মহাত্মনঃ পার্থস্য ইমং অদ্ভুতং লোমহর্ষণং সংবাদং অশ্রৌষম্। (৭৫) অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ ইমং গুহ্যং পরং যোগং সাক্ষাৎ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্। (৭৬) চ রাজন্, কেশব-অর্জুনয়োঃ ইমং অদ্ভুতং পুণ্যং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি। (৭৭) রাজন্, হরেঃ তৎ অদ্ভুতং রূপং চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মে মহান্ বিস্ময়ঃ [ভবতি], চ পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি।

সঞ্জয় বললেন।—(৭৪) আমি এইপ্রকারে বাসুদেব ও মহাত্মা পার্থের এই অদ্ভুত লোমহর্ষকর সংবাদ (কথোপকথন) শুনলাম। (৭৫) আমি ব্যাসপ্রসাদে এই গুহ্য পরম যোগ সাক্ষাৎ স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণের কাছে শুনলাম। (৭৬) এবং হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র), কেশব-অর্জুনের এই অদ্ভুত পুণ্যসংবাদ স্মরণ ক'রে ক'রে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হচ্ছি। (৭৭) হে রাজন্, হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ ক'রে ক'রে আমার মহা বিস্ময় হচ্ছে, এবং পুনঃপুন রোমাঞ্চিত হচ্ছি।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

(৭৮) যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র ধনুর্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ, বিজয়ঃ, ভূতিঃ, ধ্রুবা নীতিঃ—[ইতি] মম মতিঃ।

(৭৮) যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানে [ই] শ্রী, বিজয়, ঐশ্বর্য, অচলা নীতি—এই আমার মত।

— সমাপ্ত —